বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

minland.gov.bd   land.gov.bd   minland.gov.bd

ভূমি সেবা ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

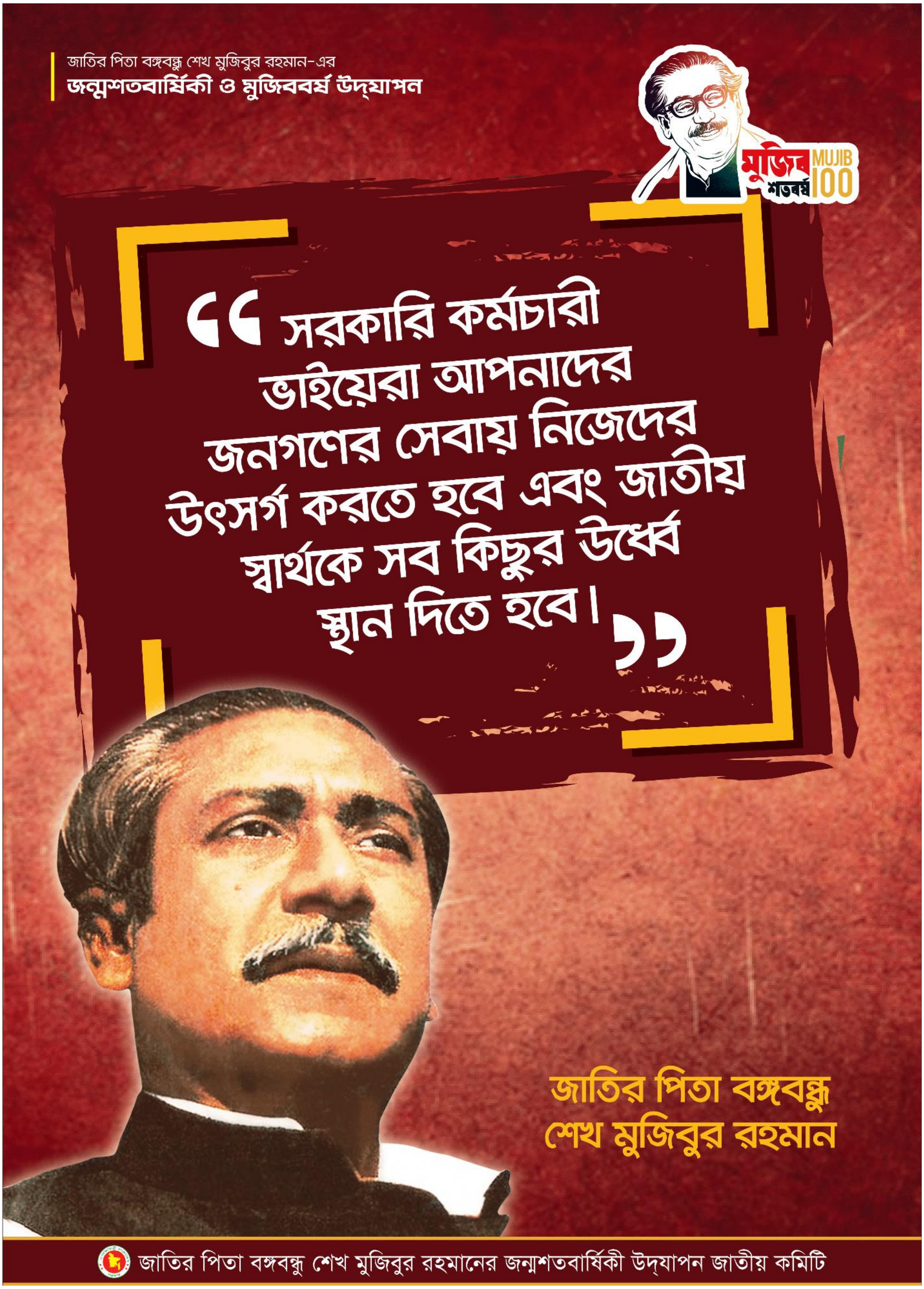
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন
মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100
"সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।"
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনা তথ্য

ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	-	সভাপতি
২। মোঃ মাহমুদ হাসান, যুগ্মসচিব (আইন-১)	-	সদস্য
৩। মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া, উপসচিব (সায়রাত-১)	-	সদস্য
৪। মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১)	-	সদস্য
৫। ড. মো: জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ, সেল-প্রধান, ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন মনিটরিং সেল	-	সদস্য
৬। অরুন কুমার মন্ডল, উপসচিব (এপিএ)	-	সদস্য
৭। সঞ্জীব কুমার দেবনাথ, উপসচিব (প্রশাসন-১)	-	সদস্য
৮। মো: আবু হাসান সিদ্দিক, সচিবের একান্ত সচিব,	-	সদস্য
৯। সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান, জনসংযোগ কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

সাচিবিক সহযোগিতায়

প্রশাসন শাখা, ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

১৩ অক্টোবর, ২০২১

মুদ্রণ

-- ----, ২০২১

প্রকাশনায়

ভূমি মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান....................I
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা....................III
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনা তথ্য....................V
সূচীপত্র....................VI
চার্ট ও টেবিল....................IX
ছবি....................XI
বিশেষ অধ্যায়....................XV
ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ অর্জন....................XV
প্রথম অধ্যায়....................১
এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ....................১
১.১ ভূমিকা....................১
১.২ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:....................২
১.৩ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন....................২
১.৩.১ রূপকল্প (Vision)....................২
১.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)....................২
১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)....................৩
১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ....................৩
১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ....................৩
১.৪.৩ কার্যাবলি....................৩
১.৬ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী:....................৭
১.৬.১ প্রশাসন-....................৭
১.৬.২ খাসজমি....................৭
১.৬.৩ সায়রাত-....................৮
১.৬.৪ আইন-....................৮
১.৬.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা....................৯
১.৬.৬ জরিপ....................১০
১.৬.৭ অধিগ্রহণ-....................১০
১.৬.৮ উন্নয়ন....................১০
১.৬.৯ অন্যান্য....................১২
১.৭ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা....................১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়....................১৭
২০২০-২১ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি....................১৭
২.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্জিত উল্লেখযোগ্য সম্মাননা:....................১৭
২.২ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:....................১৯
২.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারি আয়:....................২৮
২.২ মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম:....................৩০
২.৩ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:....................৩১
২.৪ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা....................৩৬
তৃতীয় অধ্যায়....................৪০

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি........৪০
৩.১ ভূমিকা........৪০
৩.২ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন......৪২
চতুর্থ অধ্যায়........৫৬
ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার কার্যক্রম........৫৬
৪.১ প্রশাসন........৫৬
৪.১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):........৫৬
৪.১.২ শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ:........৫৬
৪.১.৩ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা........৫৭
৪.২ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা)........৫৯
৪.৩ খাসজমি........৬১
৪.৩.১ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত........৬১
৪.৩.২ চা বাগান........৬৩
৪.৪ সায়রাত মহল........৬৫
৪.৩.১ হাট-বাজার........৬৬
৪.৩.২ বালুমহাল........৬৭
৪.৩.৩ চিংড়িমহাল........৬৮
৪.৩.৪ লবণ মহাল........৬৯
৪.৪ আইন........৭১
৪.৪.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার কার্যক্রম........৭১
৪.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা........৮৫
৪.৬ জরিপ........৮৭
৪.৭ অধিগ্রহণ........৮৯
৪.৮ উন্নয়ন........৯৮
৪.৮.১ অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা........৯৯
৪.৮.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে একনেকে অনুমোদিত প্রকল্প:........৯৯
৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি........১০৩
পঞ্চম অধ্যায়........১২৫
ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর........১২৫
৫.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড........১২৫
৫.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি........১২৫
৫.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য........১২৫
৫.১.৩ কার্যাবলী........১২৫
৫.১.৪ জনবল........১২৭
৫.১.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন........১২৭
৫.১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম........১২৭
৫.১.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:........১২৯
৫.১.৮ অডিট আপত্তি........১২৯
৫.২ ভূমি আপীল বোর্ড........১৩২
৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি........১৩২
৫.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য........১৩৩
৫.২.৩ কার্যাবলী........১৩৩
৫.২.৪ জনবল........১৩৩
৫.২.৫ মানব সম্পদ........১৩৩
৫.২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম........১৩৪
৫.২.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা........১৩৪
৫.২.৮ অডিট আপত্তি........১৩৪
৫.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের........১৩৬
৫.৩.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পটভূমি........১৩৬

৫.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১৩৬
৫.৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): ১৩৬
৫.৩.৪ কার্যাবলী ১৩৬
৫.৩.৫ জনবল ১৩৭
৫.৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন ১৩৭
৫.৩.৬ ২০২০-২১ অর্থ-বছরের কার্যক্রম ও অর্জন ১৩৮
৫.৩.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৩৯
৫.৩.৮ অডিট আপত্তি ১৩৯
৫.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) ১৪২
৫.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি ১৪২
৫.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১৪২
৫.৪.৩ কার্যাবলী ১৪২
৫.৪.৪ জনবল ১৪৩
৫.৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন ১৪৪
৫.৪.৬ ২০২০-২১ কার্যক্রম ১৪৪
৫.৪.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৪৫
৫.৪.৮ অডিট আপত্তি ১৪৬
৫.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর ১৪৮
৫.৫.১ পটভূমি ১৪৮
৫.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১৪৮
৫.৫.৩ কার্যাবলী ১৪৮
৫.৫.৪ জনবল ১৪৯
৫.৫.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন ১৪৯
৫.৫.৬ ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম ১৪৯
৫.৫.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৫০
৫.৫.৮ অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি ১৫০
বিবিধ কার্যক্রমের **ফটোগ্যালারি** ১৫২
পরিশিষ্ট ক Allocation of Business of Ministry of Land ১৫৫
পরিশিষ্ট খ Ministry Of Land in SDG Mapping ১৫৭
পরিশিষ্ট গ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ ১৫৯

চার্ট ও টেবিল

চার্ট ১.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম ৬
চার্ট ১.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা ১৩
ইনফোগ্রাফ ২.১: ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও ই-মিউটেশন সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ.................................... ২০
চার্ট ২.১: ভূমিসেবা হটলাইনে স্থাপনের পর প্রায় দুই বছরে প্রাপ্ত কলের নিষ্পত্তির হার ২২
চার্ট ২.২: ভূমি উন্নয়ন কর নাগরিক নিবন্ধনসহ হোল্ডিং এন্ট্রির হার ২৩
চার্ট ২.৩: ই-নামজারি স্থাপনের শুরু হওয়ার পর হতে প্রায় চার বছরে (২০১৭-২১) নামজারি নিষ্পন্নের হার..................... ২৪
ইনফোগ্রাফ ২.২: ই-মিউটেশন www.land.gov.bd.. ২৬
টেবিল ২.১: সরকারি কোষাগারে জমা ট্যাক্স রেভিনিউ ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ ২৮
চার্ট ২.৪: ভূমি হতে প্রধান খাত-ভিত্তিক সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার (হাজার টাকা; শতাংশে) ২৯
ইনফোগ্রাফ ২.৩: অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর www.ldtax.gov.bd ৩২
ইনফোগ্রাফ ২.৪: সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম.. ৩২
ইনফোগ্রাফ ২.৫: সিঘরে বসেই খতিয়ান সংগ্রহ www.eporcha.gov.bd..................................... ৩৩
টেবিল ২.২: ২০২০-২১ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবাহটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্ন................................ ৩৪
চার্ট ২.৫ ২০২০-২১ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্নের হার (হাজারে)............................ ৩৪
টেবিল ২.৩: ২০২০-২১ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব ৩৫
চার্ট ২.৬ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব (হাজারে) ৩৫
ইনফোগ্রাফ ২.৬: ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা ৩৭
চার্ট ৩.১: ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৯টি সূচকের প্রাপ্ত স্কোরের হার.............................. ৪১
টেবিল ৩.১ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন ৪২
টেবিল ৪.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) ৫৬
টেবিল ৪.২: শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ... ৫৬
টেবিল ৪.৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি................................... ৫৮
টেবিল ৪.৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৫৯
টেবিল ৪.৫: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তথ্য.. ৬১
টেবিল ৪.৬: ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ ৬২
টেবিল ৪.৭: ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ.. ৬২
চার্ট ৪.১: কৃষি ও অকৃষি জমির বরাদ্দের হার (শতাংশে)... ৬৩
টেবিল ৪.৮: সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা ৬৩
টেবিল ৪.৯: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে আদায়কৃত এবং সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিভাগওয়ারি বিবরণ ৬৬
টেবিল ৪.১০: ২০২০-২১ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট হাটবাজারের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় ৬৬
টেবিল ৪.১১: ২০২০-২১ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট বালু মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়..................... ৬৭
টেবিল ৪.১২: ২০২০-২১ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট চিংড়ী মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় ৬৮
টেবিল ৪.১৩: ২০২০-২১ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট লবণ মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়.................. ৬৯
চার্ট ৪.২: বিভিন্ন ধরণের সায়রাত মহাল থেকে গত পাঁচ বছরে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার ৭০
টেবিল ৪.১৪: ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিচালিত রিট মামলা/সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/ কনটেম্পট মামলা ৭৩
টেবিল ৪.১৫: ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরূপ: ৭৩
চার্ট ৪.৩: ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার নিষ্পত্তির হার ৭৫
চার্ট ৪.৪: লীজমানি আদায়ের হার ৭৫
টেবিল ৪.১৬:'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী... ৭৫
চার্ট ৪.৩: জেলাভিত্তিক 'ক' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণের হার.. ৭৭
টেবিল ৪.১৭:' জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ.. ৭৭

চার্ট ৪.৩: জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণে ৭৮
টেবিল ৪.১৮: ২০২০-২১ অর্থ বছরে অর্পিত সম্পত্তি হতে মোট দাবী ও আদায়ের পরিমাণ ৭৯
চার্ট ৪.৩: অর্পিত সম্পত্তি হতে বছরওয়ারী দাবী ও আদায়ের পরিমাণ ৮০
টেবিল ৪.১৯: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৮১
টেবিল ৪.২০: ২০২০-২১ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়) ৮৫
চার্ট ৪.৪: বছরওয়ারী ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা ৮৬
টেবিল ৪.২১: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি...৮৬
টেবিল ৪.২২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনকৃত (অধিগ্রহণ ১ শাখার ব্যবস্থাপনায়) ৯০
টেবিল ৪.২৩: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহ (অধিগ্রহণ ১ শাখার ব্যবস্থাপনায়) ৯১
টেবিল ৪.২৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনকৃত (অধিগ্রহণ ২ শাখার ব্যবস্থাপনায়) ৯৪
টেবিল ৪.২৫: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহ (অধিগ্রহণ ২ শাখার ব্যবস্থাপনায়) ৯৬
টেবিল ৪.২৬: ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয় ৯৮
চার্ট ৪.৫: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও মোট প্রকল্প ব্যয়ের তুলনা ৯৮
টেবিল ৪.২৭: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়...৯৯
চার্ট ৪.৬: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক হার..................................১০০
টেবিল ৪.২৮: ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০১
চার্ট ৪.৭: ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়)..১০১
টেবিল ৪.২৯: ২০১৯-২০ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ১০৪
টেবিল ৪.৩০: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২১ পর্যন্ত). ১০৫
টেবিল ৪.৩১: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ ১০৬
টেবিল ৪.৩২: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম................ ১০৭
টেবিল ৫.১: ভূমি সংস্কার বোর্ডের জনবল ১২৭
টেবিল ৫.২: ভূমি আপীল বোর্ডের জনবল...১৩৩
টেবিল ৫.৩: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অফিসভিত্তিক জনবল..১৩৭
টেবিল ৫.৪: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের শ্রেণিভিত্তিক জনবল ১৩৭
টেবিল ৫.৫: অভ্যন্তরীণ-প্রশিক্ষণের কোর্সসমূহের বিস্তারিত:..১৩৭
টেবিল ৫.৬: বিসিএস অফিসারগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ ১৩৭
টেবিল ৫.৭: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল ১৪৩
টেবিল ৫.৮: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ অর্জন ১৪৪
চার্ট ৫.১: বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি অনুসারে অর্জন (প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা) ১৪৫
টেবিল ৫.৯: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের জনবল ১৪৯
টেবিল ৫.১০: ২০২০-২১ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ ১৪৯
টেবিল ৫.১১: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অডিট আপত্তি... ১৫০
টেবিল ৫.১২: ২০২০-২১ অর্থবছরসহ বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির উপাত্ত... ১৫০
চার্ট ৫.২: বছরওয়ারী আত্মসাৎকৃত ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ... ১৫০

ছবি

ছবি I: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জনের বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের পত্র XV
ছবি II: কেবিনেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দন প্রস্তাব XVI
ছবি III: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী-সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দনXVII
ছবি IV: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন সংবাদ সম্মেলন XVIII
ছবি V: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে অভিনন্দন...XVIII
ছবি VI: জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারির অভিনন্দন XVIII
ছবি ১.১: ভূমি রাজস্ব আদালতে অনলাইন শুনানি কার্যক্রমের উদ্বোধন ৩
ছবি ১.২: অনলাইন ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার পাইলটিং (১ম পর্যায়) কার্যক্রমের উদ্বোধন...........৪
ছবি ১.৩: ডিজিটাল তথ্য ব্যাংক-এর পাইলটিং কার্যক্রম উদ্বোধন..৪
ছবি ১.৪: ২১টি জেলার রেকর্ড রুমের নাগরিক সার্ভিস ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরের কার্যক্রমের উদ্বোধন ৫
ছবি ১.৫: জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা.........................৫
ছবি ১.৬: মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সাক্ষাৎকার ১২
ছবি ১.৭: ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী-এর সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি ১৪
ছবি ১.৮: ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীকে অভিনন্দন ১৪
ছবি ১.৯: ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের অবসর ও নব নিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিবের যোগদান ১৫
ছবি ১.১০: নব নিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিবের আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ ১৫
ছবি ১.১১: জাতির পিতার সমাধিতে নবনিযুক্ত ভূমি সচিবের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন...১৬
ছবি ১.১২: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত ১৬
ছবি ২.১: ভূমি সেক্টরে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ভূমিমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ ১৭
চিত্র ২.২: 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২০' অর্জন...১৮
চিত্র ২.৩: 'জাতীয় আইসিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন...১৮
ছবি ২.৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯' ১৮
ছবি ২.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০ ....১৮
ছবি ২.৬: ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা...............................১৯
ছবি ২.৭: বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ২২
ছবি ২.৮: ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় ফি অনলাইনে পরিশোধের সুবিধা সম্বলিত সিস্টেম স্থাপনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ... ২৩
ছবি ২.৯: ভূমি সচিবের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এক সহ ইভেন্টে যোগদান...২৫
ছবি ২.১০: 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম' নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত ৩০
ছবি ২.১১: লক্ষ্মীপুরের পোড়াগাছায় নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রামের ত্রিমাত্রিক সাইট প্ল্যান ৩১
ছবি ২.১২: অনলাইন ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার পাইলটিং (২য় পর্যায়) কার্যক্রমের উদ্বোধন........৩১
ছবি ২.১৩: ঢাকা কালেক্টরেটের ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম উদ্বোধন ৩৮
ছবি ২.১৪: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী এবং বুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধানের বৈঠক................. ৩৮
ছবি ২.১৫: আর এস খতিয়ান উন্মুক্তকরণ ৩৯
ছবি ২.১৬: সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন... ৩৯
ছবি ৩.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০২০-২১ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর ৪০
ছবি ৩.২: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ...৫৪
ছবি ৩.৩: - মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ...................৫৪
ছবি ৩.৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান..৫৫
ছবি ৩.৫: মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সন্দ্বীপ উপজেলার ভাষানচর পরিদর্শন করেন ৫৫
ছবি ৪.১: ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। ৫৮
ছবি ৪.২: 'সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের অনুকূলে ডাবল কেবিন পিক-আপ হস্তান্তর অনুষ্ঠান ৬০
ছবি ৪.৩: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১২৬তম সভা...৬১

ছবি ৪.৪: সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৬৩তম সভা ৬৫
ছবি ৪.৫: ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৬১ তম সভা ৭১
ছবি ৪.৬: কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সংক্রান্ত বিশেষ মাসিক সভা ৮৩
ছবি ৪.৭: 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালা ৮৩
ছবি ৪.৮: 'ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত ৮৮
ছবি ৪.৯: অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে এল-এ চেক হস্তান্তর ৮৯
ছবি ৪.১০: গোবিন্দশ্রী গুচ্ছগ্রাম, মদন, নেত্রকোনা ১০৩
ছবি ৪.১১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন ১০৮
ছবি ৪.১২: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর ১০৮
চিত্র ৪.১৩: কোট ভাজনী বালাসুতী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১০৯
চিত্র ৪.১৪ সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর ১০৯
চিত্র ৪.১৫: লপ্তে সরকারের চর-১, শিবচর, মাদারীপুর ১০৯
চিত্র ৪.১৬: বেতারা-১, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১০৯
চিত্র ৪.১৭: মাদেবপুর, মাগুরা সদর, মাগুরা ১০৯
চিত্র ৪.১৮: লক্ষীরচর, জামালপুর সদর, জামালপুর ১০৯
৪.১৯: নবনির্মিত উপজেলা ভূমি অফিস ১১১
ছবি ৪.২০: মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি ভবন পরিদর্শন ১১২
ছবি ৪.২১: নির্মাণাধীন ভূমি ভবন ১১৩
ছবি ৪.২২: ভূমি সচিব কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ১১৩
ছবি ৪.২৩: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস ১১৪
ইনফোগ্রাফ ৪.১: ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প ১১৭
ইনফোগ্রাফ ৪.২: ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ১২০
ইনফোগ্রাফ ৪.৩: ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প ১২২
ছবি ৫.১: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের মাঝে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১৩০
ছবি ৫.২: 'ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা ১৩০
ছবি ৫.৩: ভূমি সংস্কার বোর্ডের বার্ষিক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২০২০-২১ .... ১৩১
ছবি ৫.৪: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের মাঝে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১৩৫
ছবি ৫.৫: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের মাঝে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১৩৫
ছবি ৫.৬: ১২৩তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন ১৩৯
ছবি ৫.৭: বাংলাদেশ-ভারত ৩য় যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর ১৪০
ছবি ৫.৮: নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. মাসে রৌমারী, কুড়িগ্রাম সীমান্তে যৌথ পরিদর্শন ১৪০
ছবি ৫.৯: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১৪১
ছবি ৫.১০: ২০তম বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স অনুষ্ঠিত ১৪৬
ছবি ৫.১১: কারিকুলাম রিভিউ কর্মশালা ২০২১ .... ১৪৭
ছবি ৫.১২: এলএটিসি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের ইন্দোনেশিয়ার ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন ১৪৭
ছবি ৫.১৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাঝে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১৫১
চিত্র ৬.১: পিতার পক্ষে ভূমিমন্ত্রীর স্বাধীনতা পুরস্কার গ্রহন ১৫২
চিত্র ৬.২: দুবাইয়ে পুঁজিবাজার শীর্ষক রোডশোতে ভূমিমন্ত্রী ১৫২
চিত্র ৬.৩: ভারতীয় হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ ১৫২
চিত্র ৬.৪: দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ ১৫২
চিত্র ৬.৫: নৌ বাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ ১৫২
চিত্র ৬.৬: বিজিবি মহাপরিচালকের সৌজন্য সাক্ষাৎ ১৫২
চিত্র ৬.৭: ভূমিমন্ত্রী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মহড়া প্রদর্শন করেন ১৫৩
চিত্র ৬.৮: এলিভেটর ড্যামর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী ১৫৩
চিত্র ৬.৯: ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বিতর্ক প্রতিযোগিতা ১৫৩
চিত্র ৬.১০: ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যানের অবসর ১৫৪

চিত্র ৬.১১: ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যানের যোগদান.......... ১৫৪
চিত্র ৬.১২: ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যানের অবসর ১৫৪
চিত্র ৬.১৩: ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যানের যোগদান.......... ১৫৪
চিত্র ৬.১৪: অতিরিক্ত সচিব মো: আতাউর রহমান-এর অবসর ১৫৪
চিত্র ৬.১৫: মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার প্রধানমন্ত্রীর অনুদান লাভ.......... ১৫৪

বিশেষ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ অর্জন

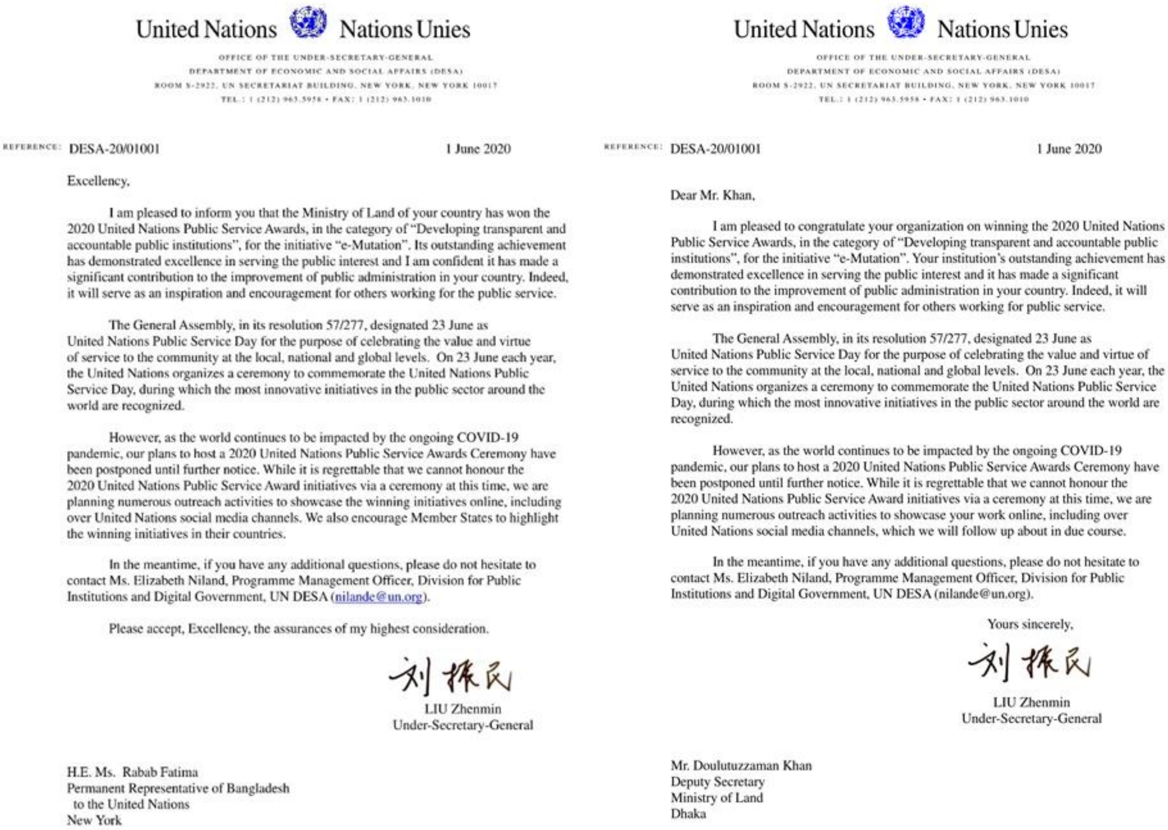

United Nations Nations Unies

OFFICE OF THE UNDER-SECRETARY-GENERAL
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS (DESA)
ROOM S-2922, UN SECRETARIAT BUILDING, NEW YORK, NEW YORK 10017
TEL.: 1 (212) 963.5958 • FAX: 1 (212) 963.1010

REFERENCE: DESA-20/01001 1 June 2020

Excellency,

I am pleased to inform you that the Ministry of Land of your country has won the 2020 United Nations Public Service Awards, in the category of "Developing transparent and accountable public institutions", for the initiative "e-Mutation". Its outstanding achievement has demonstrated excellence in serving the public interest and I am confident it has made a significant contribution to the improvement of public administration in your country. Indeed, it will serve as an inspiration and encouragement for others working for the public service.

The General Assembly, in its resolution 57/277, designated 23 June as United Nations Public Service Day for the purpose of celebrating the value and virtue of service to the community at the local, national and global levels. On 23 June each year, the United Nations organizes a ceremony to commemorate the United Nations Public Service Day, during which the most innovative initiatives in the public sector around the world are recognized.

However, as the world continues to be impacted by the ongoing COVID-19 pandemic, our plans to host a 2020 United Nations Public Service Awards Ceremony have been postponed until further notice. While it is regrettable that we cannot honour the 2020 United Nations Public Service Award initiatives via a ceremony at this time, we are planning numerous outreach activities to showcase the winning initiatives online, including over United Nations social media channels. We also encourage Member States to highlight the winning initiatives in their countries.

In the meantime, if you have any additional questions, please do not hesitate to contact Ms. Elizabeth Niland, Programme Management Officer, Division for Public Institutions and Digital Government, UN DESA (nilande@un.org).

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

刘振民
LIU Zhenmin
Under-Secretary-General

H.E. Ms. Rabab Fatima
Permanent Representative of Bangladesh
to the United Nations
New York

United Nations Nations Unies

OFFICE OF THE UNDER-SECRETARY-GENERAL
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS (DESA)
ROOM S-2922, UN SECRETARIAT BUILDING, NEW YORK, NEW YORK 10017
TEL.: 1 (212) 963.5958 • FAX: 1 (212) 963.1010

REFERENCE: DESA-20/01001 1 June 2020

Dear Mr. Khan,

I am pleased to congratulate your organization on winning the 2020 United Nations Public Service Awards, in the category of "Developing transparent and accountable public institutions", for the initiative "e-Mutation". Your institution's outstanding achievement has demonstrated excellence in serving the public interest and it has made a significant contribution to the improvement of public administration in your country. Indeed, it will serve as an inspiration and encouragement for others working for public service.

The General Assembly, in its resolution 57/277, designated 23 June as United Nations Public Service Day for the purpose of celebrating the value and virtue of service to the community at the local, national and global levels. On 23 June each year, the United Nations organizes a ceremony to commemorate the United Nations Public Service Day, during which the most innovative initiatives in the public sector around the world are recognized.

However, as the world continues to be impacted by the ongoing COVID-19 pandemic, our plans to host a 2020 United Nations Public Service Awards Ceremony have been postponed until further notice. While it is regrettable that we cannot honour the 2020 United Nations Public Service Award initiatives via a ceremony at this time, we are planning numerous outreach activities to showcase your work online, including over United Nations social media channels, which we will follow up about in due course.

In the meantime, if you have any additional questions, please do not hesitate to contact Ms. Elizabeth Niland, Programme Management Officer, Division for Public Institutions and Digital Government, UN DESA (nilande@un.org).

Yours sincerely,

刘振民
LIU Zhenmin
Under-Secretary-General

Mr. Doulutuzzaman Khan
Deputy Secretary
Ministry of Land
Dhaka

ছবি I: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জনের বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের পত্র

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-নামজারি (ই-মিউটেশন) কার্যক্রমটি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত 'Developing Transparent and Accountable Public Institutions' ('স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ') ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'United Nations Public Service Award 2020' ('জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০') অর্জন করেছে।

৫ জুন, ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লিউ জেনমিন (Liu Zhenmin) কর্তৃক জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমাকে প্রদত্ত এক চিঠির বরাত দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়কে জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জনের বিষয়টি জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরপর, ১৬ জুন, ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ৭টি দেশের ৭টি প্রতিষ্ঠান কিংবা উদ্যোগের নাম ঘোষণা করে। ২৩ জুন ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ সময়

সন্ধ্যা ৭টায় (যুক্তরাষ্ট্র ইএসটি সময় সকাল ৯টা) জাতিসংঘ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস' উদ্‌যাপন করে; এই অনুষ্ঠানে আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লিউ জেনমিন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানান।

ছবি II: কেবিনেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দন প্রস্তাব

৮জুন, ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ০৮ জুন ২০২০

'ই-মিউটেশন' উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটেগরিতে বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়কে সম্প্রতি জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০'-এ ভূষিত করা হয়েছে। ১ জুন ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধিকে এই বিষয়ে অবহিত করেন। আন্ডার সেক্রেটারি বলেন— 'ই-নামজারি একটি অসামান্য অর্জন, উদ্যোগ হিসাবে জনস্বার্থে যা সেবার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করে।' তিনি আরও বলেন, 'দেশের জনপ্রশাসনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগপ্রসূত অবদান তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা জনপ্রশাসনে কর্মরত অন্যান্য সকলকে জনসেবায় ব্রতী হতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে।'

উল্লেখ্য স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে গুণগতমান, উৎকর্ষ, সৃজনশীল উদ্যোগ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ রিজোল্যুশন ৫৭/২৭৭ গ্রহণের মাধ্যমে ২৩ জুন তারিখকে 'জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস ডে' নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর যথাযোগ্য আনুষ্ঠানিকতার সাথে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এই সময় বিশ্বজুড়ে সরকারি খাতে গৃহীত সর্বোত্তম উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলোকে পুরস্কৃত করে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এ বছর উক্ত সম্মাননা অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ এই বছর পাবলিক সার্ভিস পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে। তবে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ পুরস্কারের বিষয়টি প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বশৈলী, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, প্রয়োজনানুগ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে দেশে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, দ্রুত গতিতে দেশ এখন এগিয়ে চলেছে এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে এক অনন্য অবস্থানে সুস্থিত হতে পেরেছে। তাঁর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের দূরদর্শী উদ্যোগেরই ফসল হিসাবে মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার অর্জন সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রয়াস এবং প্রত্যক্ষ ও কার্যকর তত্ত্বাবধানে ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতে সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল ভূমিসেবা ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমিব্যবস্থাপনায় রেকর্ড হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রে নামজারি একটি আবশ্যকীয় প্রক্রিয়া। ভূমি সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অর্জন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-নামজারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ছবি III: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী-সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দন
২৯ জুন ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করার জন্য ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত গণকর্মচারী সহ ই-মিউটেশন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেন,

“ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গত ১ জুলাই ২০১৯ হতে দেশব্যাপী নামজারির প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসেই নামজারি করতে পারছেন। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করেছে। আমি ভূমিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকলকে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি সকল মন্ত্রণালয় এটা অনুসরণ করবে”।

ছবি IV: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন সংবাদ সম্মেলন

১০ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ‘ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ অর্জন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি V: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে অভিনন্দন

৭ জুন, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সাথে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ ‘ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ অর্জন উপলক্ষে সচিবালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত সকলের পক্ষ থেকে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান ভূমি সচিব।

ছবি VI: জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারির অভিনন্দন

২৩ জুন ২০২০ তারিখে ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস ভার্চুয়াল ইভেন্টে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লিউ জেনমিন 'ইউএন পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করার জন্য বাংলাদেশ সহ বিজয়ী দেশসমূহকে অভিনন্দন জানান। এ বছর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস ফোরাম' ও ‘পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ বিতরণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, যা জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করেছে। এবার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এ দেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম খাত এবং দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন (২০১৫-১৬ অর্থ বছর অনুযায়ী)। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি দেশের একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে নগরায়ণের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কমিশনার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমকে চারভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

১। নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম;

২। সংস্কারমূলক কার্যক্রম;

৩। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম; এবং

৪। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ২০২০ সালে ই-মিউটেশন কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত

'Developing Transparent and Accountable Public Institutions' ('স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ') ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ United Nations Public Service Award 2020' ('জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০) অর্জন করেছে।

১.২ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীন রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার" মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল যথা:

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুন নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয় ভূমি সংস্কার, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়"। পরবর্তীতে ১লা মার্চ ১৯৮৭ সালে নামকরণ করা হয় "ভূমি মন্ত্রণালয়" যা এখনো বলবৎ আছে।

১.৩ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

১.৩.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

১.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

(১) স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।
(২) বিজ্ঞানভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন।
কৃষি জমি সুরক্ষা,পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
(৩) অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং ভূমি বিষয়ক সমস্যার সমাধান।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা;
২. দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা;
৩. ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন;
৪. ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪.৩ কার্যাবলি

১. ভূমিস্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ;
২. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;
৩. খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা;
৪. ভূমি জরিপ, ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করণ;
৫. সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা;
৬. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ;
৭. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল;
৮. আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ;
৯. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

ছবি ১.১: ভূমি রাজস্ব আদালতে অনলাইন শুনানি কার্যক্রমের উদ্বোধন
৯ জুন ২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতে অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা চালুর উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি

ছবি ১.২: অনলাইন ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার পাইলটিং (১ম পর্যায়) কার্যক্রমের উদ্বোধন

২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনলাইন ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার পাইলটিং (১ম পর্যায়) কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

ছবি ১.৩: ডিজিটাল তথ্য ব্যাংক-এর পাইলটিং কার্যক্রম উদ্বোধন

২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী খুলনায় ডিজিটাল তথ্য ব্যাংক-এর পাইলটিং কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এর পূর্ণ কার্যক্রম পরবর্তীতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের কথা রয়েছে।

ছবি ১.৪: ২১টি জেলার রেকর্ড রুমের নাগরিক সার্ভিস ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরের কার্যক্রমের উদ্বোধন

২৩ ডিসেম্বর ২০২০ 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশের ২১টি জেলার রেকর্ড রুমের নাগরিক সার্ভিস ই-সার্ভিস বা ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরের কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

ছবি ১.৫: জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা

২৩ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভার সভাপতিত্ব করেন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীঃ

(১) সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ।
(২) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।
(৩) খাস জমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।
(৪) ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রণয়ন, প্রকাশ এবং সংরক্ষণ।
(৫) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।
(৬) সায়রাত মহাল (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়ীমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা।
(৭) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(৮) ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ন।
(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অর্গানোগ্রাম

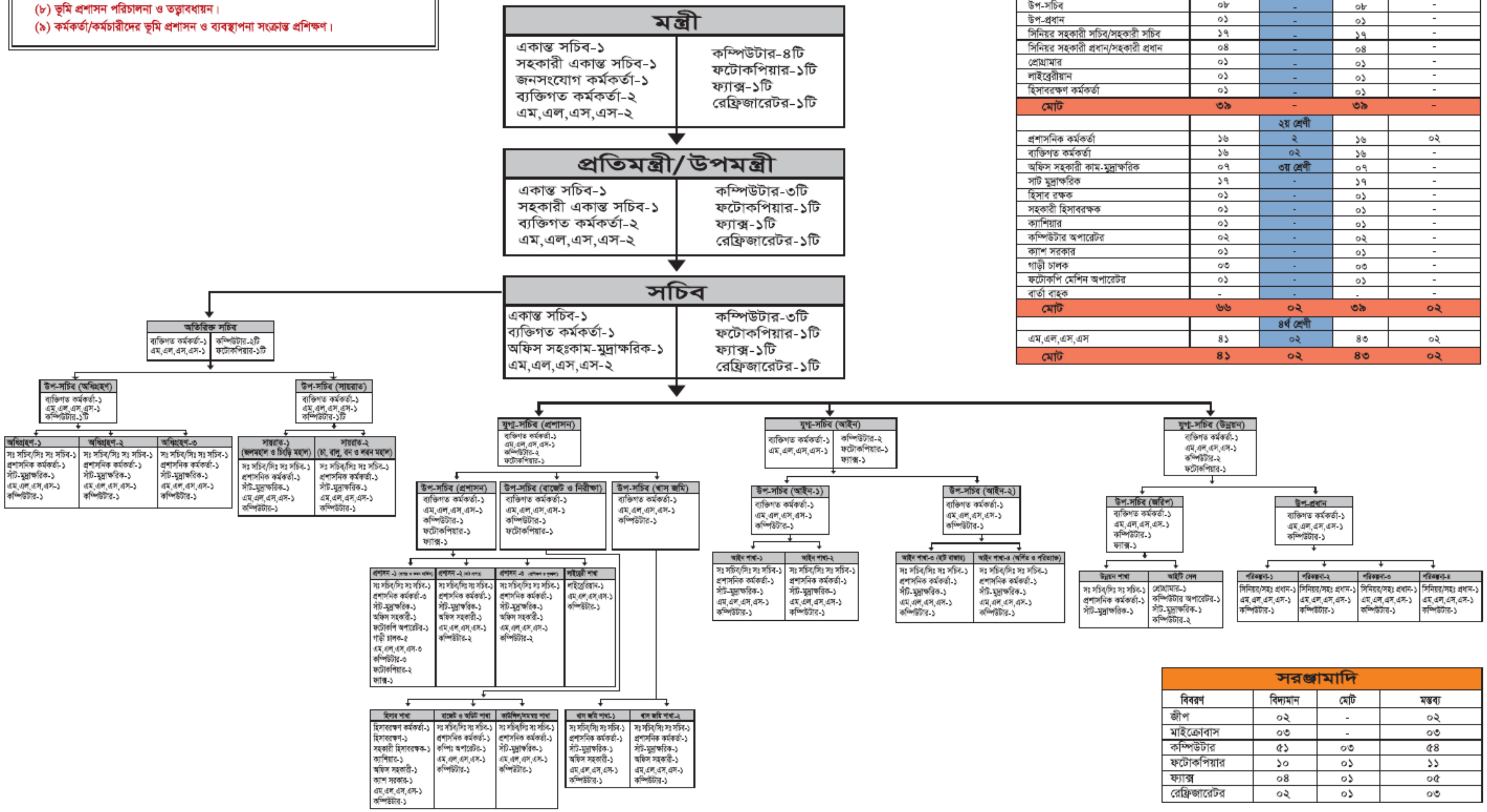

জনবল সংখ্যা				
পদের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট	অতিরিক্ত জনবল
মন্ত্রী	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	০৪	-	০৪	-
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
মোট	-	০৩	০৩	০৩
		১ম শ্রেণী		
সচিব	০১	-	০১	-
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	-	০১	-
যুগ্ম-সচিব	০৩	-	০৩	-
উপ-সচিব	০৮	-	০৮	-
উপ-প্রধান	০১	-	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৭	-	১৭	-
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৪	-	০৪	-
প্রোগ্রামার	০১	-	০১	-
লাইব্রেরীয়ান	০১	-	০১	-
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	৩৯	-	৩৯	-
		২য় শ্রেণী		
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	২	১৬	০২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৬	০২	১৬	-
অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০৭	৩য় শ্রেণী	০৭	-
সাট মুদ্রাক্ষরিক	১৭	-	১৭	-
হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
সহকারী হিসাবরক্ষক	০১	-	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০২	-	০২	-
ক্যাশ সরকার	০১	-	০১	-
গাড়ী চালক	০৩	-	০৩	-
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০১	-	০১	-
বার্তা বাহক	-	-	-	-
মোট	৬৬	০২	৩৯	০২
		৪র্থ শ্রেণী		
এম,এল,এস,এস	৪১	০২	৪৩	০২
মোট	৪১	০২	৪৩	০২

সরঞ্জামাদি			
বিবরণ	বিদ্যমান	মোট	মন্তব্য
জীপ	০২	-	০২
মাইক্রোবাস	০৩	-	০৩
কম্পিউটার	৫১	০৩	৫৪
ফটোকপিয়ার	১০	০১	১১
ফ্যাক্স	০৪	০১	০৫
রেফ্রিজারেটর	০২	০১	০৩

১.৬ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী:

১.৬.১ প্রশাসন-

(ক) প্রশাসন-১

- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এবং পদায়নকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি, ছুটি, বেতন ভাতাদি, এসিআর সংরক্ষণ;
- সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সেবামূলক কার্যাবলী;
- চিঠিপত্র ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অফিস ষ্টেশনারী, প্রটোকল এবং ক্রয় সংক্রান্ত কাজ;
- মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তাদের পদায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রণালয়ের স্টোর ও রেকর্ড-রুম ব্যবস্থাপনা।

(খ) প্রশাসন-২ (মাঠ প্রশাসন)

- মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরের সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট সাইডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ প্রশাসনে সকল দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো / নিয়োগবিধি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রশাসনিক বিষয়াদি;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস, দেবোত্তর সম্পত্তি, ওয়াকফ ও ট্রাস্টি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;
- মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূমি সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(গ) প্রশাসন-৩ (প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও ভূমি সংস্কার বোর্ড):

- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার) ও ২য় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

(ঘ) লাইব্রেরী:

১.৬.২ খাসজমি

(ক) খাসজমি-১

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতি/আইন সংক্রান্ত কাজ;
- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- পি ও ৯৮ এবং পি ও ১৩৫/৭৩ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

- পাহাড়ি খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- আন্তঃমন্ত্রণালয় খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- চা বাগানের জমি বন্দোবস্ত ও চা বাগান সংক্রান্ত নীতিমালা;
- অকৃষি খাসজমি ও চা বাগান বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) খাসজমি-২

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন ও সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূসম্পত্তি জবর দখল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাসজমি বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন;
- লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১.৬.৩ সায়রাত-

(ক) সায়রাত-১

- জলমহাল নীতি ও এর আওতাধীন সকল কার্যাবলী;
- জলমহাল হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক;

(খ) সায়রাত-২

- লবণমহাল/পাথরমহাল ও বোটমহাল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- লবণ চাষের জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- হাটবাজার ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- চিংড়ী মহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- বালুমহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সায়রাত সংক্রান্ত আইন বিধি ও নীতিমালা সংশোধন।

১.৬.৪ আইন-

(ক) আইন-১

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ)।

(খ) আইন-২

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);

- সলিসিটর উইং ও এটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন।

(গ) আইন-৩

- ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি ব্যবহার নীতি / আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য ফরম সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি আপীল বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইন/বিধি/নীতির প্রণয়নের বিষয়ে মতামত।

(ঘ) আইন-৪

- অর্পিত সম্পত্তি/পরিত্যক্ত সম্পত্তি/ বিনিময় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- অর্পিত সম্পত্তির বাজেট থেকে অর্থ ছাড়করণ ও অর্থব্যয়;
- অর্পিত সম্পত্তি সেল এবং যাবতীয় কার্যাবলী;
- ভি, পি কৌসুলী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন।

১.৬.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা

(ক) বাজেট ও অডিট শাখা

- ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সমূহের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত;
- গৃহ নির্মাণ/ মটর সাইকেল / মটর কার / কম্পিউটার অগ্রিম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রণালয়ের ও মাঠ পর্যায়ের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত;
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ-করণ;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি।

(খ) কাউন্সিল ও সমন্বয় শাখা

- জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদের কাউন্সিল অফিসারের যাবতীয় দায়িত্ব;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক, জেলা প্রশাসক সম্মেলন, বিভাগীয় কমিশনারদের সমন্বয় সভা;

(গ) হিসাব শাখা

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সকল প্রকার বিল প্রস্তুতকরণ;
- ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডিডিও, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা, সার্ভিস বুক হালনাগাদ করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সিজিএ অফিসের সাথে হিসাব মিল করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১.৬.৬ জরিপ

(ক) জরিপ - ১

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি;
- জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা নির্ধারণ বিষয়ক কার্যাবলী;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বাজেট ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(খ) জরিপ - ২

- জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী (জরিপ কর্মসূচি অনুমোদন, পূর্বের জরিপের সাথে বর্তমান জরিপের তুলনা, জরিপ কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ চলমান জরিপের মনিটরিং ইত্যাদি;
- আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী।

১.৬.৭ অধিগ্রহণ-

(ক) অধিগ্রহণ-১

- ভূমি হুকুম দখল/বাড়ি রিকুইজিশন (ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং রংপুর বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) অধিগ্রহণ-২

- ভূমি হুকুম দখল/ বাড়ি রিকুইজিশন (চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।
-

১.৬.৮ উন্নয়ন

পরিকল্পনা - ১ ও ২

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি-জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ-প্রকল্প (১ম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian Project);
- গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প;
- চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প (সিডিএসপি)-৪;
- ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প;

- ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
- উপজেলা পর্যায়ে পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প;
- ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- বাজেট প্রণয়ন ও আইবাস ডাটা এন্ট্রি;
- এডিপি, আরএডিপি প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা (এডিপি) সভা;
- সংসদরে প্রশ্নোত্তর;
- জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনের তথ্য প্রদান;
- এসডিজি (Sustainable Developments Goals);
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- ভূমিহীন ও গৃহহীন লোকদের তথ্যাদি ও বিবিধ বিষয়াদি;
- বর্তমান সরকাররে উল্লেখযোগ্য অর্জন;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যাদি প্রেরণ;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণ;
- জাইকা-এর অধীন যাবতীয় প্রকল্পের কাজ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত বিষয়াদির উপর মতামত প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

পরিকল্পনা - ৩ ও ৪

- সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প;
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব);
- Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System(CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প;
- মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প;
- ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প;
- বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান;
- মাস্টার প্ল্যান;
- ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (খসড়া);
- ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব একশন;
- Ease of Doing Business;

- ডিজিটাল মেলা;
- উন্নয়ন মেলা;
- ই-মিউটেশন সফটওয়্যার;
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

১.৬.৯ অন্যান্য

১। ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন মনিটরিং সেল

- মাঠ প্রশাসন শাখার আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওয়াভুক্ত ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের সমন্বয়।

২। এপিএ

- উন্নয়ন শাখার আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম।

৩। তথ্য প্রযুক্তি

- উন্নয়ন শাখার আওতায় মন্ত্রণালয়ের আইটি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।

৪। জনসংযোগ

- মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরের আওতায় মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।

ছবি ১.৬: মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সাক্ষাৎকার
১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

১.৭ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

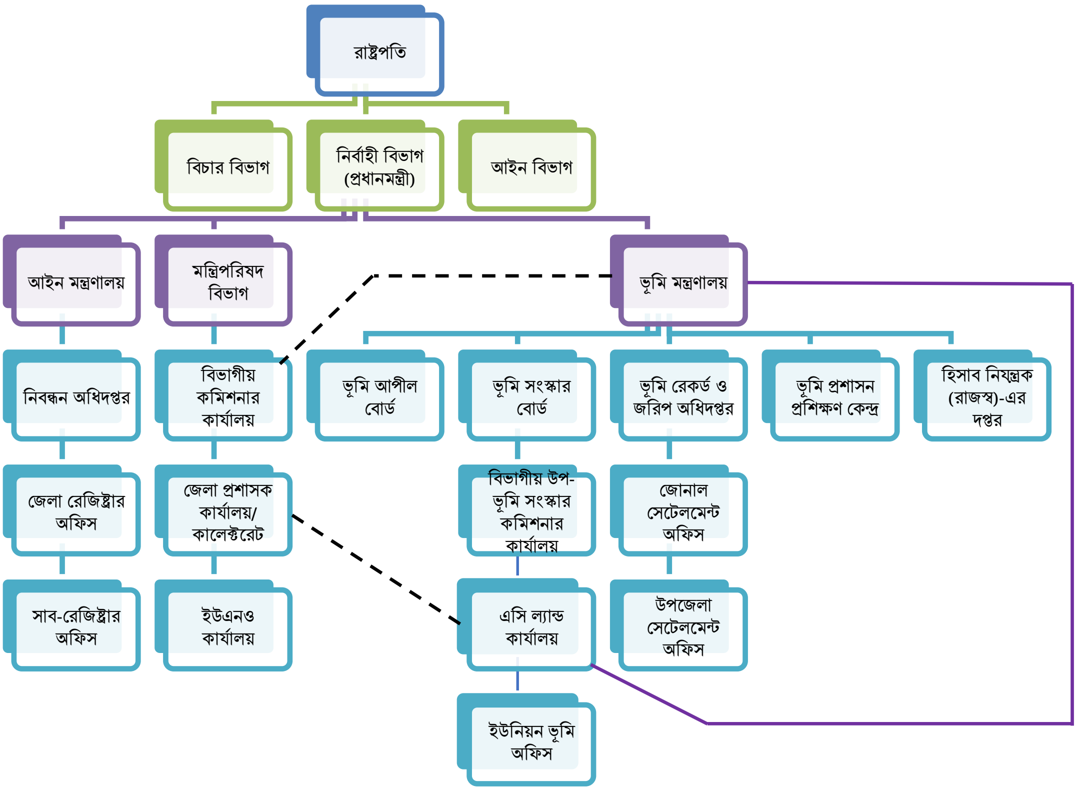

চার্ট ১.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

- নিবন্ধন অধিদপ্তর সম্পূর্ণভাবে আইন ও বিচার বিভাগ, 'আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়'-এর আওতায় কাজ করে।
- বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (কালেক্টর হিসেবে)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন। প্রশাসনিক ভাবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভুক্ত এবং ভূমি বিষয়ক ব্যাপারে তাঁরা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ।
- জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ হলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও) এবং রেকর্ড রুম কর্মকর্তা।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সরাসরি ভূমি বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত নন। তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কর্মকান্ড তিনি তদারকি করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- ল্যান্ড কমিশন - ৩টি পার্বত্য জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ও সহ অবস্থানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা পার্বত্য শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির ৪ ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হয়। ল্যান্ড কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জমাজমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এতে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি, সার্কেল চিফ, একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কমিশনের অন্তর্ভুক্ত। এই কমিশনকে

যাবতীয় সহায়তা দেয়া ভূমি মন্ত্রণালয় দায়িত্ব। ২০০১ সালে ল্যান্ড কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সরকারি সার্ভে ইন্সটিটিউটগুলো কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয় (চার্টে দেখানো হয়নি)।
- 'বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর', প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল, জিওডেটিক্যাল কন্ট্রোল সার্ভে ও টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে করে থাকে এবং ম্যাপ প্রস্তুত করে থাকে (চার্টে দেখানো হয়নি)। উল্লেখ্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর মূলত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করে।

ছবি ১.৭: ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী-এর সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি

১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী-এর সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়াতে এবং তিনি ও তাঁর দল জাতীয় পর্যায়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২০' অর্জন করাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ছবি ১.৮: ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারীকে অভিনন্দন

১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

ছবি ১.৯: ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের অবসর ও নব নিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিবের যোগদান

৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী-এর অবসর এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ-এর যোগদান উপলক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ।

ছবি ১.১০: নব নিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিবের আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ

৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী থেকে নবনিয়োগপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ছবি ১.১১: জাতির পিতার সমাধিতে নবনিযুক্ত ভূমি সচিবের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে নব নিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এ সময় গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ১.১২: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে সমন্বয় সভায় (ভূমি বিষয়ক) সভাপতিত্ব করেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২০-২১ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্জিত উল্লেখযোগ্য সম্মাননা:

১। ‘ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশ লাভ ও সেবা ডিজিটালাইজিং’-এ অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পিকে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংগঠন ‘ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস’ সম্মাননা প্রদান করে।

ছবি ২.১: ভূমি সেক্টরে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ভূমিমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ
২১ মার্চ ২০২১ তারিখ ‘ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশ লাভ ও সেবা ডিজিটালাইজিং’-এ অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পিকে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংগঠন ‘ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস’ সম্মাননা প্রদান করে।

২। 'অনলাইন খতিয়ান প্রদান ও ডিজিটাল রেকর্ড রুম তৈরি'র উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী ও তাঁর দল সরকারি সাধারণ ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরষ্কার ২০২০' অর্জন করেছেন। দলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এটুআই প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন মনিটরিং সেলের প্রধান ও ভূমি সচিবের একান্ত সচিব জনাব মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন। অন্যদিকে, অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ভূমি জরিপ সম্পন্নকরণের জন্য 'ই-গভর্নেন্স (নাগরিক সেবায় বিশেষ অবদান)'

ক্যাটাগরিতে ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরষ্কার-২০২০’ পান ঢাকার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোঃ মোমিনুর রশীদ।

চিত্র ২.২: ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরষ্কার ২০২০’ অর্জন
১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটোরিয়ামে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ। মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে বিজয়ীদের পদক ও সনদ তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।

চিত্র ২.৩: ‘জাতীয় আইসিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ অর্জন
১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক রাজধানীর শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মাল্টি-পারপাস হলে আয়োজিত আইসিটি বিষয়ক মেলা ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০' মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোঃ মোমিনুর রশীদকে ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরষ্কার-২০২০’ -এর পদক ও সনদ প্রদান করেন।

৩। ‘ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম’ ও ‘হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা মোবাইল অ্যাপ’-এর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো: দৌলতুজ্জামান খাঁন 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০' এর প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। ‘অনলাইন ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে অবদান রাখার জন্য ঢাকার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মো: মোমিনুর রশীদ তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: তসলীমুল ইসলাম এনডিসি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো: দৌলতুজ্জামান খাঁন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার অপারেটর মো: জাহিদুল ইসলাম নিজ নিজ ক্যাটাগরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯ অর্জন করেন। ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী বিজয়ীদের সনদ ও ক্রেস্ট তুলে দেন

ছবি ২.৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯’
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: তসলীমুল ইসলাম এনডিসি শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯ এর সনদ গ্রহণ করছেন

ছবি ২.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের ‘উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০
ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো: দৌলতুজ্জামান খাঁন 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০' প্রথম পুরস্কারের স্মারক গ্রহণ করছেন

২.২ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

১। সারা দেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর মঞ্জুরীকৃত পদ ৫১১ টি। এর মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে কর্মরত রয়েছেন মোট ৪৫৭ জন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে অবশিষ্ট পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ।

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তাদের ১০০ ভাগ প্রশিক্ষণ প্রদানের পত্র জারি করা হয়েছে।

৩। ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় সার্কেল ভূমি অফিস-৮ টি, উপজেলা ভূমি অফিস-২ টি, ইউনিয়ন ভূমি অফিস- ৩৮ টি এবং ২৫১ টি পদ (নড়াইল জেলার ২ টি উপজেলা ভূমি অফিস, বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ১০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও ৯০ টি পদ, গাজীপুর জেলার ২ টি সার্কেল ও ১৪ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১১২ টি পদ, চট্টগ্রাম জেলার ৩ টি সার্কেল ভূমি অফিস ও ০৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ২১টি পদ, রংপুর জেলার ০৪ টি সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭২টি পদ, ০৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও ২৮ টি পদ) সৃজনের নিমিত্ত জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন এবং ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডকে ইতঃপূর্বে অর্পিত দায়িত্বসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে ই-মিউটেশনসহ, ভূমিসেবা অটোমেশনের সকল কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান ও তদারকি, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও তদারককিকরণ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তঃবিভাগীয় বদলি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রদানের গ্রহণ করা হয়।

ছবি ২.৬: ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা

২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রথম সভা মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন

৫। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়/হস্তান্তরের পর ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির (মিউটেশন) মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়ে গত ০৯/১১/২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস হতে দলিলের একটি কপি এবং এলটি নোটিশের একটি কপি প্রাপ্তির পর নামজারি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে অধীনস্থ সকল দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা দিয়ে গত ১০/১২/২০২১ খ্রি. তারিখ ৩১.০০.০০০০.০৫৭.৩১.০২৩.২০.৬৫ নম্বর স্মারকে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিকভাবে সাভার উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে প্রাপ্ত দলিল এবং এলটি নোটিশের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের পাইলটিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত পাইলটিং এ দেখা যায় যে, রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত দলিলে দাতা এবং গ্রহীতার জন্মতারিখ, মোবাইল নম্বর এবং বর্তমান ঠিকানা না থাকায় প্রেরিত দলিল দিয়ে নামজারি করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত প্রেক্ষাপটে জরুরিভাবে দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় দলিল দাতা এবং গ্রহীতার জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর এবং বর্তমান ঠিকানা উল্লেখ করে দলিল সম্পাদন করে দলিলের তৃতীয় কপি প্রেরণের নিমিত্ত দেশের সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ-কে পত্র দেওয়া হয়। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজ করা হলে এ ০৩(তিন) টি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখা হতে গত ০৬/০৬/২০২১ তারিখে ১১৪ নম্বর স্মারকে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ ই-রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ নিয়েছে। ই-রেজিস্ট্রেশনের সাথে ডিজিটাল রেকর্ডরু ও ই-মিউটেশনের ইন্টিগ্রেশন-এর বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে।

ইনফোগ্রাফ ২.১: ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও ই-মিউটেশন সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ

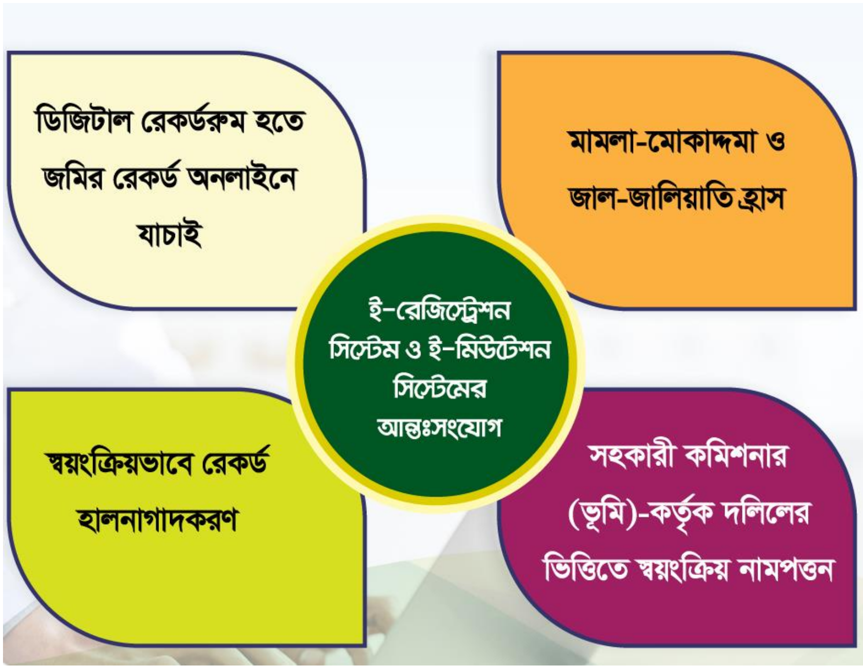

৬। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সকল ধরণের সরকারি ভূমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ, মোবাইল কোর্ট, বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের ৪৯৪টি কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১ (এক)টি করে ডাবল কেবিন পিক-আপ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫১,২৯,৫০০/- (একান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে ৯৬টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫০,২৯,৫০০/-

(পঞ্চাশ লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে ১৯২টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হিসেবে ২০৬টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয় এবং ইতোমধ্যে উক্ত গাড়িসমূহ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পরবর্তীতে নতুনভাবে সৃজিত চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার বাকলিয়া, কাট্টলী ও পতেঙ্গা রাজস্ব সার্কেল অফিস, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলা ভূমি অফিস, সিলেট সিটি-কর্পোরেশন এলাকার মহানগর রাজস্ব সার্কেল ভূমি অফিস ও ওসমানী নগর উপজেলা ভূমি অফিস, বান্দরবন পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা ভূমি অফিস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি, কাপ্তাই ও কাউখালী উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি ও লক্ষীছড়ি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলা ভূমি অফিসের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১টি করে সর্বমোট ১৭টি ডাবল কেবিন পিকআপ সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে গত ১৫/১২/২০১৯ তারিখে ৯৬৭ নম্বর স্মারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । উক্ত গাড়িসমূহ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান।

৭। ভূমি সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ভূমি সেবা সপ্তাহ-২০২১ উদযাপন হয়। করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে কারণে স্বাস্থ্যবিধি ০৬/০৬/২০২১ থেকে ১০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত এ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। এবারের এ সেবা সপ্তাহে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে ২ নং রেজিস্টারে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস ও ইউডিসিকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক প্রচারের নির্দেশনা দেওয়া হয়। ভূমি সেবা সপ্তাহ-২০২১ উদযাপনের জন্য প্রতিটি সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য ২৭,৫০০/- (সাতাশ হাজার পাচঁশত) টাকা, প্রতি জেলা প্রশাসকের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং প্রতি বিভাগীয় কমিশনারের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে ২ নং রেজিস্টারের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রমের উপর তৈরিকৃত TVC বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৮। দেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদেরকে ০৭ কর্মদিবসে নামজারি সময়সীমা কমিয়ে আনা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান/রপ্তানীমুখী শিল্প/বৈদেশিক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নামে নামজারি ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে গত ২৩/০১/২০২০ তারিখে ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.৫৩ নম্বর স্মারকে পরিপত্র জারি করা হয়। এ ছাড়া, উক্ত পরিপত্রে সাধারণভাবে প্রাপ্ত সেবা প্রত্যাশী জনগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নামজারি কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের জন্য সময়সীমা ৪৫ কার্যদিবসের পরিবর্তে ২৮ দিন এবং প্রবাসীদের ক্ষেত্রে ১২ কার্যদিবস করা হয়েছে। এ ছাড়া, কোম্পানি টু কোম্পানি ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে ২ (দুই) দিনের মধ্য অ-দায় সনদ ইস্যুকরণ সংক্রান্ত গত ০৯/০৯/২০২০ তারিখে ২৬ নং স্মারকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে পত্র দেওয়া হয়েছে।

ছবি ২.৭: বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়

৯। ২০২০-২১ অর্থবছরে ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৪ টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

১০। বর্তমানে সারাদেশে ২৬ টি পদে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্মরত আছে এবং আরো ১১ টি পদে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে ২০ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

১১। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে (১০/১০/২০১৯) এ পর্যন্ত (১১/০৮/২০২১) পর্যন্ত মোট কল ৮০৫১৪ টি, নিষ্পত্তি কল-৭৬৫০৪ টি, পেন্ডিং ৩৮৮৬টি।

চার্ট ২.১: ভূমিসেবা হটলাইনে স্থাপনের পর প্রায় দুই বছরে প্রাপ্ত কলের নিষ্পত্তির হার

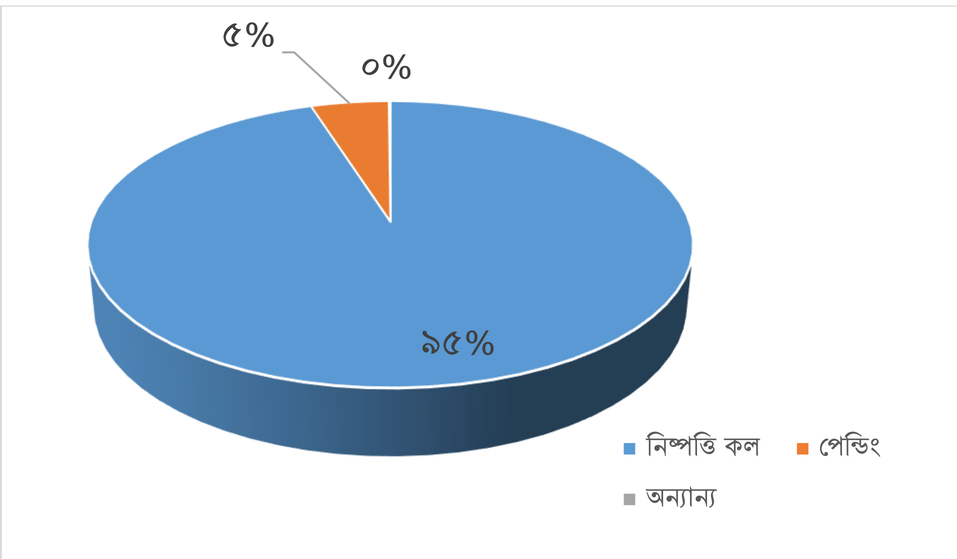

১২। নিবন্ধনের জন্য তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ভূমি সেবাসমূহের সঙ্গে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ডাটাবেইজ-এর আন্তঃসংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি গত ১২/০৭/২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

১৩। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ৪৯৫ টি উপজেলায় অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর নাগরিক নিবন্ধনসহ হোল্ডিং এন্ট্রির কাজ চলমান আছে। মোট ৩,৮৮,৭৬,৫৯২ (তিন কোটি আটাশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশত নিরানব্বই) টি হোল্ডিং-এর মধ্যে সর্বমোট ৬৪,৩১,০০০ (চৌষট্টি লক্ষ একত্রিশ হাজার) হোল্ডিং এন্ট্রি করা হয়েছে।

ছবি ২.৮: ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় ফি অনলাইনে পরিশোধের সুবিধা সম্বলিত সিস্টেম স্থাপনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২৪ মে ২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় ফি অনলাইনে পরিশোধের সুবিধা সম্বলিত সিস্টেম (কাঠামো) স্থাপনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়-এর সাথে পেমেন্ট গেটওয়ে চ্যানেল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উপায়, নগদ ও বিকাশ এবং ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)-এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

চার্ট ২.২: ভূমি উন্নয়ন কর নাগরিক নিবন্ধনসহ হোল্ডিং এন্ট্রির হার

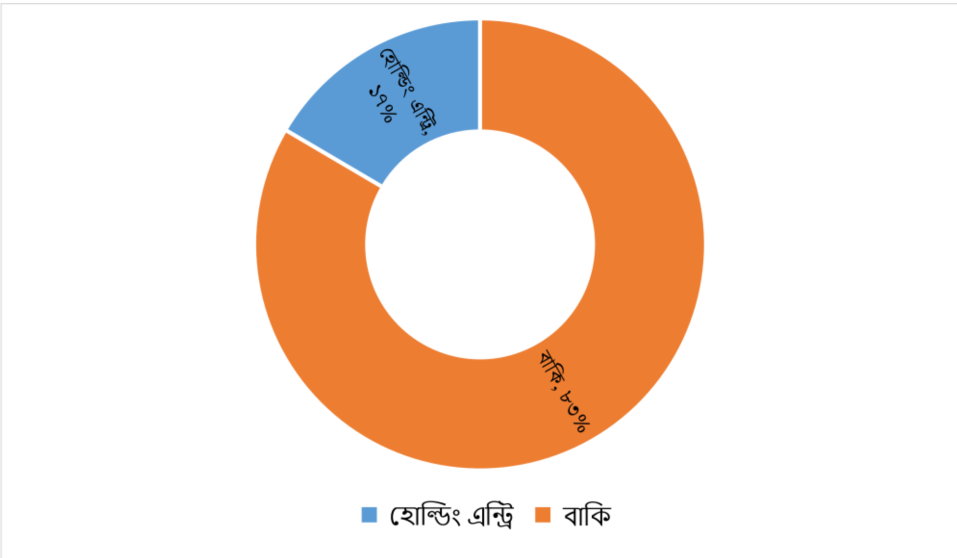

১৪। ২৮/০২/২০১৭ সাল থেকে একযোগে ই-নামজারি কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ০১ জুলাই ২০১৯ হতে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশে একযোগে ই-নামজারি কার্যক্রম শুরু করা হয়। ফেব্রুয়ারি/২০১৭

থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত ই-মিউটেশন আবেদন সংখ্যা-৪৫৬৬৮৭২ টি, মোট নিষ্পন্ন ৩৬৫৪৩৪৪ টি, পেন্ডিং-৯১২৫২৮টি।

চার্ট ২.৩: ই-নামজারি স্থাপনের শুরু হওয়ার পর হতে প্রায় চার বছরে (২০১৭-২১) নামজারি নিষ্পন্নের হার

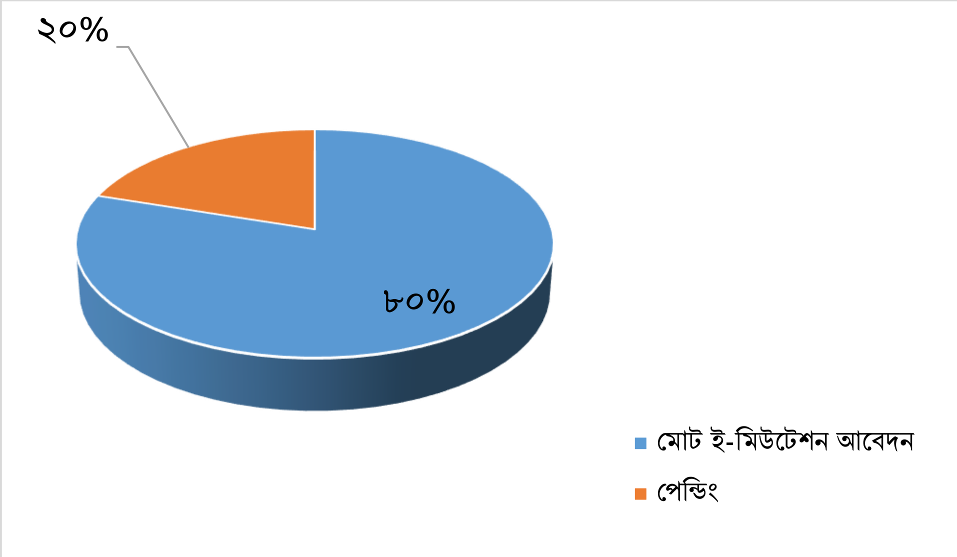

১৫। ভূমি সেবাসমূহ আরও সহজলভ্য, স্বল্পসময়ে প্রদান করার নিশ্চিতকরনণে এবং জনগণ যেন ঘরে বসে করতে পারে সে লক্ষ্যে বর্তমানে ই-নামজারি সিস্টেমে TCV data analysis চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি ভূমিসেবা TCV data analysis করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট stakeholder থেকে তথ্য নিয়ে উক্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল সেবাসমূহ আরও যুগোপযোগী করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে যেসব ডিজিটাল সেবা উদ্ভাবন করা হয়েছে সেগুলো TCV হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে সেটা Analysis করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত ভূমি মন্ত্রণালয় এর সচিব কে অবহিত করা হয়।

ছবি ২.৯: ভূমি সচিবের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এক সহ ইভেন্টে যোগদান

২ জুন ২০২১ তারিখে ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রাহমান, পিএএ "স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন" শীর্ষক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এক সহ ইভেন্টে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগদান করেন। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লিউ জেনমিন উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন।

১৬। সরকারের ভিশন ২০২১ রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উন্নত ভূমি সেবা সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৪৯২ টি উপজেলা অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। এ পর্যন্ত ই-মিউটেশন সিস্টেমে ৪৪,৬০,৯০০ টি মিউটেশনের আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩৯,০৩,৫২৬টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। আগামী ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে সারা দেশের উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

ইনফোগ্রাফ ২.২: ই-মিউটেশন www.land.gov.bd

১৭। ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারাদেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১৮। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ই-নামজারি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা, মেট্রো, সার্কেল ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ১৬টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১১৬৩ টি ল্যাপটপ, ৫৮২ টি প্রিন্টার, ৫২৬ টি স্ক্যানার ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

১৯। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে Land Information Management System (LIMS) সফটওয়্যারের (ক) ই-মিউটেশন System (খ) Budget Management System (গ) Employee Information Management System সকল উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চালু রয়েছে। অন্যান্য মডিউলসমূহের মধ্যে (ক) Land Development Tax Management System (খ) Mutation Review Management System (গ) Rent Certificate Management System ও (ঘ) Misc. Case Management System এর Development এবং TOT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।

২০। LIMS-এর বিভিন্ন Module সার্বক্ষণিক চালু রাখার লক্ষ্যে Support Maintenance Service ক্রয়ের নিমিত্ত ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাথে Mysoftheaven (BD) Ltd. এর ০৩-১০-২০১৯ তারিখে Annual Maintenance contract (AMC) for Customization, Enhancement and Maintenance service ৩ (তিন) বছরের

জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী Mysoftheaven (BD) Ltd. Software-এর Enhancement, Customization, Support & Maintenance service-এর কার্যক্রম চলমান আছে।

২১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা,১৯৯৭-এর আলোকে সারাদেশে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত (২০২১ সালের জুন পর্যন্ত) ৪,১৭,৮৬৯ টি ভুমিহীন পরিবারকে মোট ১,৪৬,৪৫০.৯৮ (এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ দশমিক নয় আট) একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৮১,৭৮৭ টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৩,২২৪.৩৬১৭ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখছে।

২৫। জরিপ অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. সমগ্র দেশের মৌজা ম্যাপ (ডিজিটাল পদ্ধতিতে) জরিপ ও মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি প্রণয়ন;

২. স্বত্বলিপি (মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান) সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ;

৩. আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি;

৪. আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন;

৫. আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত;

৬. পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন;

৭. ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৮. বিসিএস (প্রশাসন/পুলিশ/বন/রেলওয়ে) ক্যাডারভুক্ত ও বিচার বিভাগীয় (বিজেএস) কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান;

৯. ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা অনুমোদনকরতঃ স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ;

১০. অধিদপ্তর ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ;

১১. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

১২. ভারতের সাথে ৪র্থ যৌথ সীমানা সম্মেলন আয়োজন;

২৬। রেজিস্ট্রেশন এবং ই-মিউটেশনের ইন্টিগ্রেশন। ২০২০ সালের ২৪ অক্টোবর মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় এই কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। সেবা সহজিকরণের জন্য এমন একটি সিস্টেম চালু করা হয়েছে যাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে ই-পর্চার বা নামজারি খতিয়ানের ডাটাবেইজের সাথে জমি রেজিস্ট্রেশনের ইন্টিগ্রেশন থাকবে । ফলে সাব-রেজিস্ট্রারগণ খতিয়ান যাচাই করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের পরই একটি ডিজিটাল নামজারির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত স্বয়ংক্রিয় এলটি নোটিশ পেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নামজারি কার্যক্রম শুরু করবে। দেশের সতের উপজেলায় এ কার্যক্রমের পাইলটিং চলমান আছে।

২৭। এলডি ট্যাক্স অনলাইনে নেওয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রাহক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান আছে। আমাদের ই- চালানের সাথে নির্ধারিত সেটেলমেন্ট ব্যাংকের ইন্টিগ্রেশন হয়েছে। শীঘ্রই ট্রানজেকশন শুরু করতে হবে। আগ্রহী করদাতাগণ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পর ডিজিটাল মাধ্যম ব্যাবহার করে ঘরে বসে কর দিতে পারবে।

২৮। আমাদের সেটেলমেন্ট জরিপের ক্ষেত্রেও পরীক্ষামূলকভাবে দুইটি মৌজার সম্পূর্ণ ডিজিটাল জরিপ কাজ চলমান আছে। যেসব জায়গায় একবার ডিজিটাল জরিপ হবে সেখানে ভবিষ্যতে আর জরিপ করার প্রয়োজন হবে না; কারণ ম্যাপগুলোর পার্সেল মিউটেশন-এর সাথে ইন্টিগ্রেশন হবে এবং মিউটেশন হওয়ার সাথে সাথে ব্লক চেঞ্জ হতে থাকবে।

২৯। ভূমি অধিগ্রহণ বিধিমালা প্রণয়ন করার কাজ চলমান আছে। ইএফটি অথবা আইবাসের মাধ্যমে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা ক্ষতিপূরণ পায় তার ব্যবস্থা এই বিধিমালায় রাখা হবে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানায় ইতিপূর্বে কতটুকু জমি আছে তা যাচাই করার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যেই যদি প্রস্তাবিত প্রকল্প সংস্থান করা যায় তাহলে নতুন অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে বারিত করার বিধান সংযোজন করা হবে।

৩০। কল সেন্টারের মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা। ভূমি-সংক্রান্ত নাগরিক সেবা প্রদান এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি হটলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কল সেন্টার ১৬১২২-এ ফোন করে এনআইডির তথ্য দিয়ে পর্চার আবেদন দাখিল করা, মিউটেশন আবেদনের স্ট্যাটাস জানা এখন অনেক সহজ। এ ছাড়াও যে-কোন নাগরিক হটলাইন নম্বর ১৬১২২- এ ফোন করে ভূমি সেবা সংক্রান্ত যে-কোন অভিযোগ জানাতে পারেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৩১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণি ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারি রাজস্ব আয়ের একটি অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৬৯টি। পূর্ববর্তী বছরে যা ছিল ৩২৮১টি।

২.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারি আয়:

১। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১০১৩.১৯ কোটি টাকা ট্যাক্স রেভিনিউ ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (ইজারা ও অন্যান্য আয় বাদে) ভূমি মন্ত্রণালয় সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

টেবিল ২.১: সরকারি কোষাগারে জমা ট্যাক্স রেভিনিউ ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে নাম			২০২০-২১		২০১৯-২০		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
			লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮
ভূমি সংস্কার বোর্ড	রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	১৫০৯.০০	৮৩২.০০	১৪০৭.০০	৬০৬.০০	৭.০৫%	৩৭.২৯%
		নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১৬০.০০	১৬০.০০	৮৪.০০	৮৪.০০	৯০.৪৮%	৯০.৪৮%
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
		নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১৭.৫৭	২১.১৯	১৭.৫৭	১৫.৫৭	২৫.১৮%	২৫.১৮%
মোট			**১৬৮৬.৫৭**	**১০১৩.১৯**	**১৫০৮.৫৭**	**৭০৫.৫৭**		

২। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৬৫৪,১৯,২১,১০৭ টাকা আদায়ের হার ১১৬.৬৩%এবং সংস্থা ১৭৮,০৪,৪৮,৯১১ টাকা আদায়ের হার ১৮.৭৮%। মোট ৮৩২,২৩,৭০,০১৮/-

৩। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ-৮২,০০,৮৭,৮২৯.০০/-(বিরাশি কোটি সাতাশি হাজার আটশত উনত্রিশ) টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ইজারাকৃত হাট-বাজার ইজারা থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ-৫৬৮,৫৬,৭০,৮৮৩.০০/- (পাঁচশত আটষট্টি কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ সত্তর হাজার আটশত তিরাশি) টাকা; ইজারাকৃত বালুমহাল ইজারা থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ-১২৯,০০,৯৬,২৬২.০০/- (একশত উনত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত বাষট্টি) টাকা; ইজারাকৃত চিংড়িমহাল ইজারা থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ-২৬,৮৬,০৫৮.০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটান্ন) টাকা এবং ইজারাকৃত লবণমহাল ইজারা থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ- ১,৪৭,৪৫৫.০০/-(এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত পঞ্চান্ন) টাকা। সায়রাত মহাল থেকে সর্বমোট আদায় ৭৭৯,৮৬,৮৮,৪৮৭ /- (সাতশত উনআশি কোটি ছিয়াশি লক্ষ অষ্টাশি হাজার চারশত সাতাশি) টাকা

৪। ‘ক’ তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে লীজমানির দাবী ছিল ৮০,৫৯,৯৪,১৭৬/- টাকা তন্মধ্যে উক্ত অর্থবছরে দাবীর ২৭.৭৮% অর্থাৎ মোট ১৯,৯৭,৫০,০১৮/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

৫। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর, ইজারাকৃত সায়রাত মহাল ও ‘ক’ তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে লীজ বাবদ সর্বমোট ১৬৩২,০৮,০৮,৫২৩/- (ষোল হাজার বত্রিশ কোটি আট লক্ষ আট হাজার পাঁচশত তেইশ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়।

চার্ট ২.৪: ভূমি হতে প্রধান খাত-ভিত্তিক সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার (হাজার টাকা; শতাংশে)

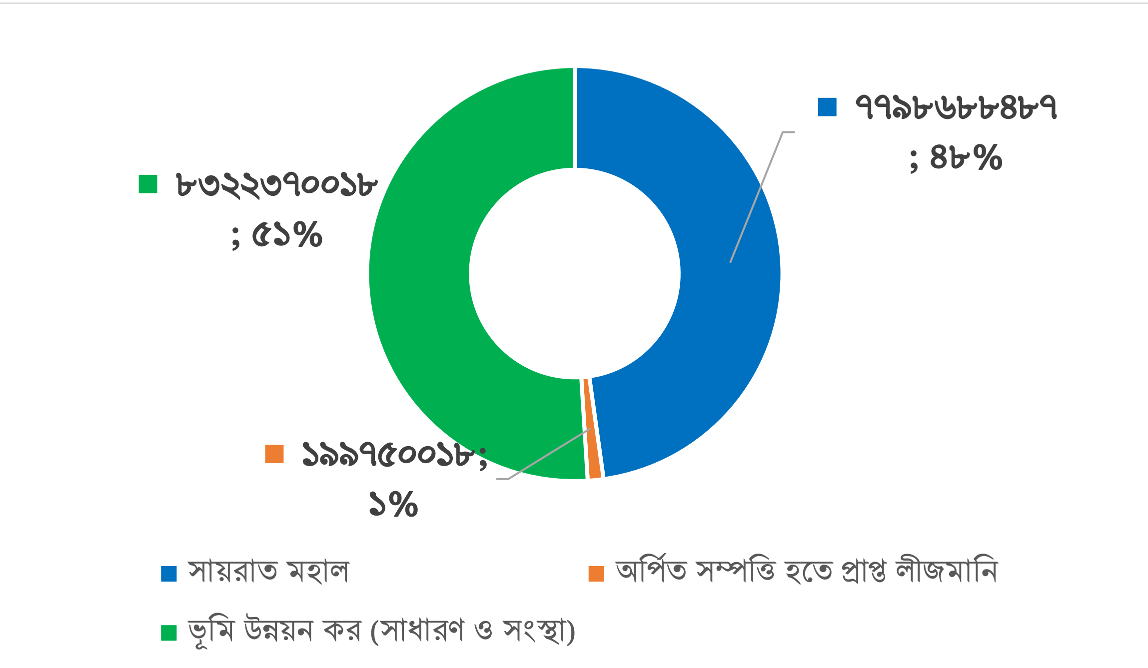

মোট প্রাপ্ত - ১৬৩২,০৮,০৮,৫২৩/- (ষোল হাজার বত্রিশ কোটি আট লক্ষ আট হাজার পাঁচশত তেইশ) টাকা

২.২ মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম:

ছবি ২.১০: 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম' নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকার নির্ধারিত স্থানে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি' কর্তৃক উপস্থাপিত সুপারিশমালা, প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান, ত্রিমাত্রিক নকশা এবং স্বতন্ত্র বাড়ির নকশা বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী এ. কে. এম. শাহজাহান কামাল, এমপি (লক্ষ্মীপুর-৩) ও সাবেক পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব.) আবদুল মান্নান, এমপি (লক্ষ্মীপুর-৪) উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১। বাংলাদেশ প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন এ দেশের নিত্যসঙ্গী। প্রতি বছরই আমাদেরকে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন নোয়াখালী (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) জেলা সফরকালে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন নিঃস্ব অসহায় পরিবারগুলোকে খাসজমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। নোয়াখালী জেলা প্রশাসন "পোড়াগাছায়" ৪ (চার) টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ১,৪৭০ টি অসহায় ঠিকানাবিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা নামক স্থানে একটি আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

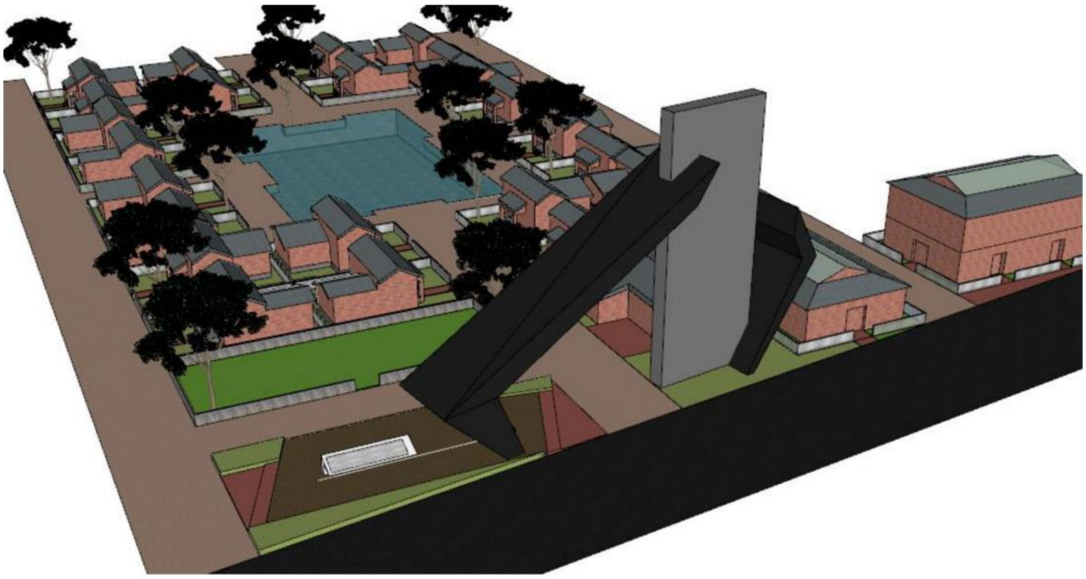

ছবি ২.১১: লক্ষ্মীপুরের পোড়াগাছায় নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রামের ত্রিমাত্রিক সাইট প্ল্যান

২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ১৫০০ পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাসজমিতে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বসতভিটা উঁচুকরণ, গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তর, বৃক্ষরোপণ, পুনর্বাসিতদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, উন্নত চুলা প্রদান, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

ছবি ২.১২: অনলাইন ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার পাইলটিং (২য় পর্যায়) কার্যক্রমের উদ্বোধন
২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনলাইন ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার পাইলটিং (১ম পর্যায়) কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

১। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের নিমিত্ত ‘মুজিববর্ষ’ ও ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষে ভূমি সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ডের অধীনে সকল মহানগর/উপজেলায় ১০০% ই-নামজারি সেবা চালু করা হয়েছে এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির সমন্বয়সাধন কার্যক্রম, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, ভূমি সংক্রান্ত মামলার অনলাইন শুনানি, ই-পর্চা, ভূমি সেবা সংক্রান্ত হট লাইন চালু, সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ইনফোগ্রাফ ২.৩: অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর www.ldtax.gov.bd

ইনফোগ্রাফ ২.৪: সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

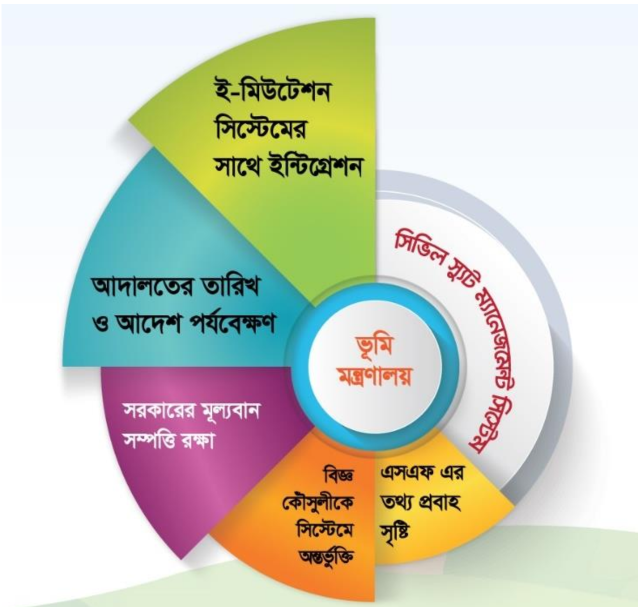

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহকে একই স্থানে আনয়নের জন্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন উক্ত ভূমি ভবন কমপ্লেক্সের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় ম্যুরাল বা ভাস্কর্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

৩। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুঃস্থ, ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যানার্থে ভূমি আইনের সংস্কারপূর্বক যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পুরাতন আইনের সংস্কার/সংশোধন, আইনের বঙ্গানুবাদ এবং নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতির পিতার আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইনফোগ্রাফ ২.৫: সিঘরে বসেই খতিয়ান সংগ্রহ www.eporcha.gov.bd

টেবিল ২.২: ২০২০-২১ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবাহটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্ন

	মোট কল	নিস্পন্ন কল	মোট অনিস্পন্ন
বরিশাল	২১৭৫	১৮৭৫	৩০০
চট্টগ্রাম	৫৬৬৩	৫২৪৯	৪১১
ঢাকা	১৭০১৩	১৫৭৮১	১২৩২
খুলনা	২৯৯৪	২৭৯১	২০৩
রাজশাহী	২৯৪৮	২৮২৭	১২১
রংপুর	৩৫০২	৩৩৪৬	১৫৩
সিলেট	১৪৯৯	১৩৫৫	১৪৪
ময়মনিসংহ	২৬৪৩	২২৭৮	৩৬৫
মোট	**৩৮৪৩৭**	**৩৫৫০২**	**২৯২৯**

চার্ট ২.৫ ২০২০-২১ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্নের হার (হাজারে)

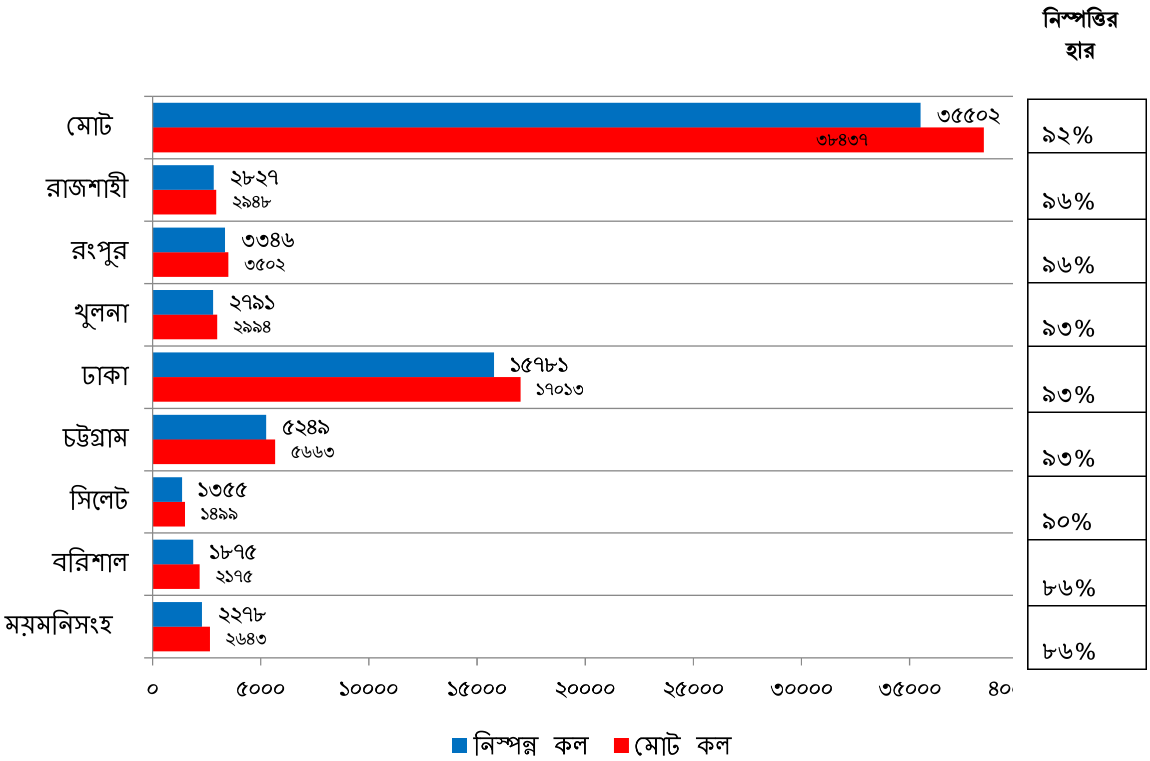

নোট: বিভাগ-ভিত্তিক প্রতি শতাংশে নিষ্পত্তির হারের উপর

টেবিল ২.৩: ২০২০-২১ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব

	ডিভিশন	মোট আবেদন	নিষ্পন্ন	পেন্ডিং
১	ঢাকা	৬১২৯৪১	৫০২৭১৬	১১০২২৫
২	রাজশাহী	৩২৩৮৫৪	৩০৩২২৬	২০৬২৮
৩	রংপুর	১৯১২১৫	১৭৯৬৫২	১১৫৬৩
৪	সিলেট	১১০০৬৩	৯৮১১৬	১১৯৪৭
৫	বরিশাল	১০৮৫৮১	৯২৯০৫	১৫৬৭৬
৬	চট্টগ্রাম	৩৮১২১১	২৯৭০৬২	৮৪১৪৯
৭	খুলনা	৩১৭২৩০	২৭৬১৪১	৪১০৮৯
৮	ময়মনসিংহ	১৬০৪৬৯	১৫১১৭৫	৯২৯৪
		২২০৫৫৬৪	১৯০০৯৯৩	৩০৪৫৭১

চার্ট ২.৬ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব (হাজারে)

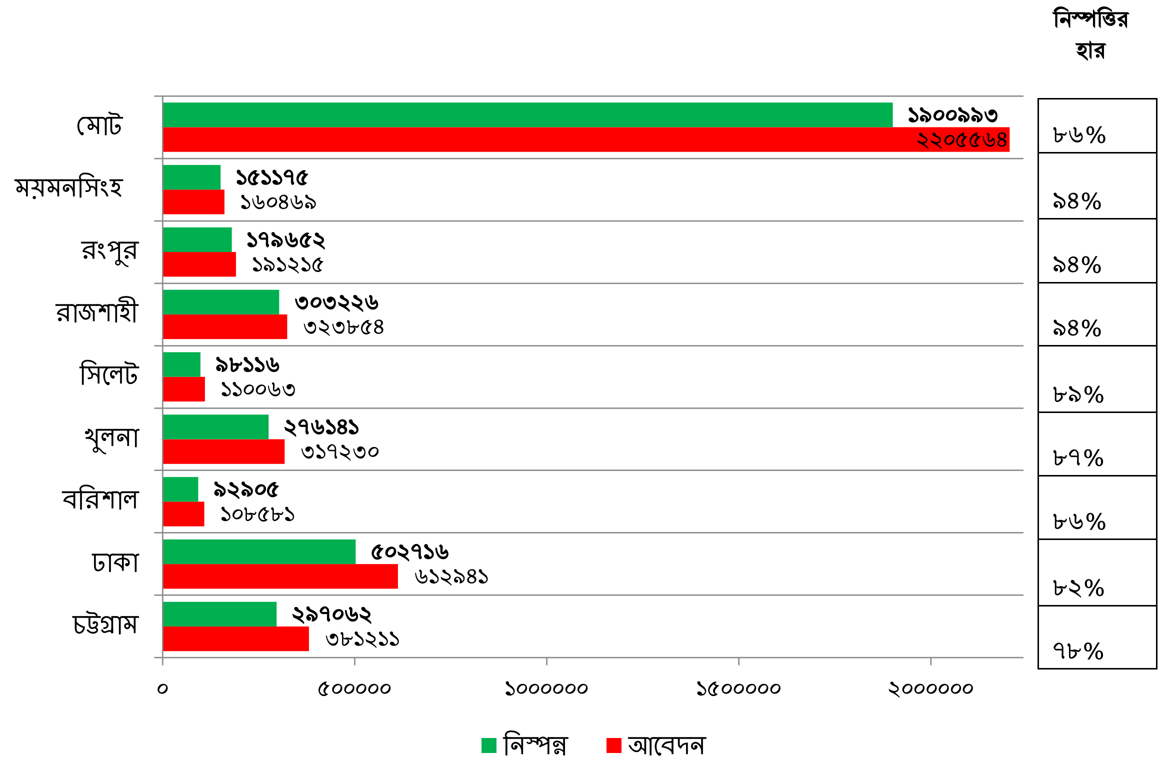

নোট: বিভাগ-ভিত্তিক প্রতি শতাংশে নিষ্পত্তির হারের উপর

২.৪ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(১) ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭টি বিভিন্ন ধরণের ভূমি সেবা এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তথা - ই-মিউটেশন, রিভিউ ও আপীল মামলা ব্যবস্থাপনা, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা, মিউটেটেড খতিয়ান, ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড, মৌজা ম্যাপ ডেলিভারি সিস্টেম, মিস মামলা ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা, দেওয়ানি মামলা তথ্য ব্যবস্থাপনা, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, বালু মহাল ব্যবস্থাপনা, চা-বাগান ব্যবস্থাপনা, ভিপি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ বাজেট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি - 'ল্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্ক' সিস্টেম সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে একই কাঠামোয় নিয়ে এসে আন্তঃপরিচালনযোগ্য (Interoperable) ডেটাবেজ তৈরি করে ভূমি নিবন্ধন সহ সরকারের অন্যান্য সব সেবার সাথে সমলয় (Synchronize) করা হবে। সকল পর্যায়ের ভূমি সম্পর্কিত অফিসের জন্য বাস্তবায়ন করা হবে, ফলে Online Smart Land Management প্রবর্তন সম্ভব হবে।

(২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ও ড্রোনের মাধ্যমে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে, নির্ভুলভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশের ৪৭০টি উপজেলার মৌজা পর্যায়ে জিওডেটিক সার্ভের মাধ্যমে ২,৬০,৩১০টি জিও-রেফারেন্সিং পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে ও ১,৩৩,১৮৮টি মৌজা ম্যাপের ডাটাবেজ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। এছাড়া, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় এসএ জরিপের পর আরএস জরিপ সম্পন্ন না হওয়ায় উক্ত দুটি জেলার ১৪ টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ সম্পন্ন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত জিও-রেফারেন্স-কৃত মৌজা ম্যাপ উপর্যুক্ত 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' প্রকল্পে সরবরাহ করা হবে।

(৩) জেলা রেকর্ড রুমকে ডিজিটাল রেকর্ড রুম বা ভার্চুয়াল রেকর্ড রুমে রূপান্তর করা হবে। সেজন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা ও ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্পন্ন করা।

(৪) ভূমির সকল আইন ও বিধি-বিধানকে একত্রীত করে ই-বুক তৈরি করা।

(৫) মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনলাইন হাজিরা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা।

(৬) ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা মোবাইল সার্ভিস হিসেবে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নাগরিকগণ যাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভূমি সেবা এক স্থান হতে পেতে পারে তার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ইনফোগ্রাফ ২.৬: ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা

ছবি ২.১৩: ঢাকা কালেক্টরেটের ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম উদ্বোধন

০২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে, 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা কালেক্টরেটের ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম উদ্বোধন করেন।

ছবি ২.১৪: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী এবং রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধানের বৈঠক

২০ জুন ২০১৯ তারিখে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অবস্থিত রোজরিস্তার (Rosreestr - Federal Agency for Geodesy and Cartography) সদর দপ্তরে, ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ-রাশিয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। পাশে উপবিষ্ট রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধান ভিক্টোরিয়া আব্রামচেঙ্কো।

ছবি ২.১৫: আর এস খতিয়ান উন্মুক্তকরণ

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে 'হাতের মুঠোয় খতিয়ান' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী আর এস খতিয়ান অনলাইনে অবমুক্তকরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩২ হাজার জরিপ-কৃত মৌজার ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর এস খতিয়ানের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

ছবি ২.১৬: সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে, ঢাকা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ঢাকা মহানগরসহ সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

তৃতীয় অধ্যায়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

৩.১ ভূমিকা

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সুসংহত-করণে সচেষ্ট। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। ফলশ্রুতিতে, সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে আধুনিক কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতিতে মূলত সরকারি কার্যক্রমকে ‘পদ্ধতি নির্ভর’ হতে ‘ফলাফল নির্ভর’ করা হয়েছে। এ চুক্তি কোন কার্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে তার পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রধানের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক বছর মেয়াদী একটি চুক্তি যাতে উভয় পক্ষ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। অর্থবছর শেষে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

ছবি ৩.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০২০-২১ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থেকে ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারীর নিকট হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

চার্ট ৩.১: ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৯টি সূচকের প্রাপ্ত স্কোরের হার

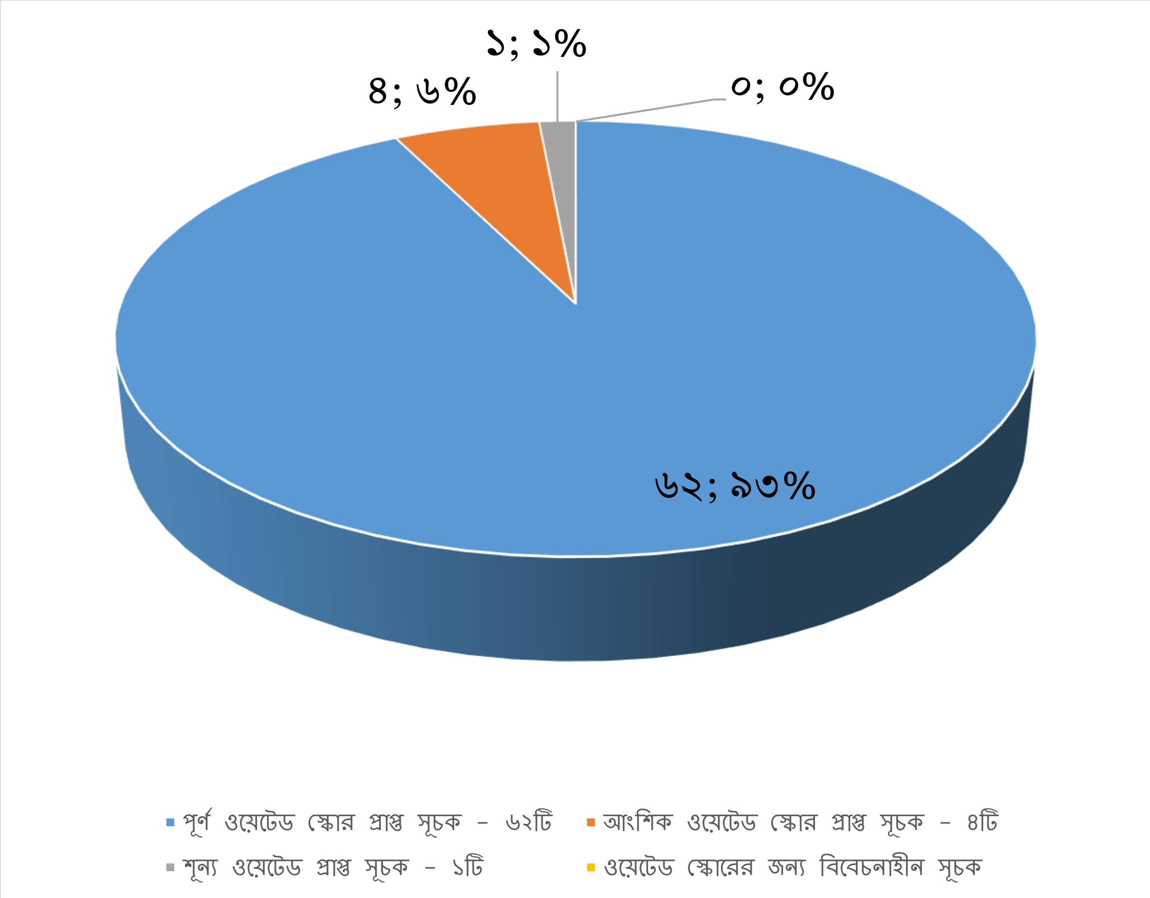

মোট সংযুক্ত স্কোর - **৯৬.৯৪**/১০০

৩.২ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন

টেবিল ৩.১ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ;	৩০	[১.১] খতিয়ান হালনাগাদকরণ কার্যক্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবীক্ষণ	[১.১.১] ই-মিউটেশনের মাধ্যামে নিষ্পত্তিকৃত নামজারী ও জমাখারিজের আবেদন	%	২	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	৮৫.৭৫	১০০	২	
				[১.১.২] ই-মিউটেশনের অগ্রগতি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	১০০	১০০	১	
				[১.১.৩] ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১	৮৪	৮২	৮০	৭৮	৭৬	৮৪.০৮	১০০	১	
				[১.১.৪] উপজেলা ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১	৮২	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৮২.২৫	১০০	১	
			[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায় কার্যক্রম তদারকিকরণ	[১.২.১] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারণ)	টাকা (কোটি)	২	৪৬৫	৪৬০	৪৫৫	৪৫০	৪৪৫	৭২৭	১০০	২	
				[১.২.২] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	টাকা (কোটি)	১	১২০	১১৮	১১৫	১১০	১০৫	১৬৯	১০০	১	
			[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভূত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	২	১১৮	১১৪	১১২	১১০	১০০	১৭০	১০০	২	
			[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	%	১	৯৭	৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯৭	১০০	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	%	১	৬০	৫৮	৫৬	৫৪	৫২	১০০	১০০	১	
				[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	%	১	৭৫	৭৩	৭১	৭০	৬৫	১০০	১০০	১	
			[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসুচি প্রণয়ন এবং এলএটিসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	সংখ্যা	২	২০২৫	১৯৩৫	১৮৭৫	১৮২৭	১৭৭৫	২২৮৪	১০০	২	
				[১.৫.২] ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের প্রশিক্ষণের জন্য জিও জারীকরণ	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	১	
			[১.৬] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৬.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণ প্রস্তাব নিস্পত্তি	%	২	৮০	৭০	৬৫	৬০	৫০	৯২.২৫	১০০	২	
				[১.৬.২] সি এল এসি কর্তৃক অধিগ্রহণ প্রস্তাব নিস্পত্তি	%	২	৮৫	৮০	৭০	৬৫	৬০	৯৬.৫	১০০	২	
			[১.৭] ভূমি আপীল বোর্ডের আদেশ অবহিতকরণ	[১.৭.১] নিম্ন আদালতসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট বোর্ডের চূড়ান্ত রায়/আদেশ প্রেরণ	সংখ্যা	১	১২০	৯৬	৯০	৮০	৭৫	৩৭৯	১০০	১	
			[১.৮] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.৮.১] নিরীক্ষাকৃত অফিস	সংখ্যা	২	৪৬০০	৪৫৫০	৪৫০০	৪৪০০	৪৩০০	৫০০৪	১০০	২	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[১.৮] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.৮.২] নিষ্পত্তিকৃত অডিট (রাঃ) আপত্তি	%	২	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩৫	১০০	২	
			[১.৯] ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ	[১.৯.১] নির্মাণকৃত উপজেলা ভূমি অফিসের সংখ্যা	সংখ্যা	২	৬৪	৬০	৫৬	৫২	৪৮	৬০	৯০	১.৮	
				[১.৯.২] নির্মাণকৃত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা	সংখ্যা	১	৫	৪	৩			১৬৫	১০০	১	
			[১.১০] পরিবীক্ষণ ও তদারকি	[১.১০.১] ভিডিও কনফারেন্স আয়োজিত	সংখ্যা	২	২৪	২২	২০	১৮	১৬	৪৫	১০০	২	
২	ভূমিহীন, অতি দরিদ্র এবং নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ;	১৩	[২.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[২.১.১] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমি চিহ্নিত	একর	২	৩২০০	৩১০০	৩০৫০	৩০০০	২৯৫০	৮৫৮৭	১০০	২	
				[২.১.২] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমি	একর	২	৭০০০	৬৮০০	৬৬০০	৬৪০০	৬২০০	৭০৩০	১০০	২	
				[২.১.৩] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	একর	২	১১০০০	১০৫০০	১০০০০	৯০০০	৬৫০০	৪৩৮১৯	১০০	২	
				[২.১.৪] শনাক্তকৃত ভূমিহীন পরিবার	সংখ্যা	২	৮০০০	৭৫০০	৭৩০০	৭২০০	৭০০০	১৪৭৪৫০	১০০	২	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[২.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[২.১.৫] কৃষিজমি অবৈধ দখলমুক্তকরণ এবং কৃষি জমি পতিত না থাকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান	তারিখ	১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৫-০২-২০২১	০৫-০৩-২০২১	১২-০৩-২০২১	১৪-১০-২০২০	১০০	১	
			[২.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[২.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাস জমি	একর	১	৮০০	৭০০	৬০০	৫০০	৪০০	১৪৪২৩	১০০	১	
			[২.৩] গুচ্ছগ্রাম সৃজন	[২.৩.১] ভূমি ও গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ঘর	সংখ্যা	২	১৫০০	১৩৫০	১২৬০	১১৫৯	১১১০	৪৫৬৫	১০০	২	
			[২.৪] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অধিকার বিষয়ক	[২.৪.১] পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের কর্মকর্তাদের সাথে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা	তারিখ	১	২৮-০২-২০২১	১০-০৩-২০২১	২৫-০৩-২০২১	১৩-০৪-২০২১	২০-০৪-২০২১	২৮-০১-২০২১	১০০	১	
				[৩.১.১] মৌজা জরিপকৃত (যাঁচ পর্যন্ত)	%	২	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	২	
৩	দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা ;	১২	[৩.১] মৌজা জরিপকরণ	[৩.১.২] স্বত্বলিপির (খতিয়ানের) শুদ্ধকপি প্রস্তুতকৃত	সংখ্যা(লক্ষ)	২	৪.৭৫	৪.৪১	৪.২৭	৪.১০	৩.৯৬	৪.৭৫	১০০	২	
				[৩.১.৩] মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতকৃত	মৌজা সংখ্যা	১	৬০০	৫৮০	৫৬০	৫৪০	৫২০	৬০০	১০০	১	
			[৩.২] স্বত্বলিপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও মুদ্রণ	[৩.২.১] খতিয়ান মুদ্রিত	সংখ্যা (লক্ষ)	২	৮.০৫	৭.৭০	৭.৩৫	৭.১৫	৬.৮০	৮.০৫	১০০	২	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[৩.২] স্বত্বলিপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও মুদ্রণ	[৩.২.২] ম্যাপ মুদ্রিত	সংক্যা (লক্ষ)	২	৩.৪০	৩.৩০	৩.২০	৩.১৩	২.৮০	৩.২	৮০	১.৬	
				[৩.২.৩] খতিয়ান কম্পিউটারে এন্ট্রিকৃত	সংখ্যা (লক্ষ)	১	১০.০০	৮.৮০	৮.৭০	৮.৬০	৮.৫০	১০	১০০	১	
			[৩.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[৩.৩.১] স্বত্বলিপি চুড়ান্ত প্রকাশিত	মৌজা সংখ্যা	১	২২৫০	২২৪০	২২২৫	২২০০	২১৭৫	২৫০৫	১০০	১	
				[৩.৩.২] স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত	মৌজা সংখ্যা	১	৩১০০	৩০৭৫	৩০৩০	২৯৯৫	২৮২০	৩১০০	১০০	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৪	ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আইন-প্রণয়ন ;	১০	[৪.১] আইন ও বিধি-বিধানসমূহ যুগোপযোগিকরণ	[৪.১.১] “The State Acquisition & Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অনুবাদের খসড়া যাচাই বাচাইয়ের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ	তারিখ	২	২৭-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	০৬-০৬-২০২১	১০-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২৭-০৫-২০২১	১০০	২	
				[৪.১.২] প্রস্তাবিত ‘ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৯’ এর খসড়া যাচাই বাচাইয়ের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ	তারিখ	২	২৭-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	০৬-০৬-২০২১	১০-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২৭-০৫-২০২১	১০০	২	
				[৪.১.৩] “The State Acquisition & Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অনুবাদের উপর মাঠ প্রশাসন হতে মতামত গ্রহণ	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	০৫-০১-২০২১	১০-০১-২০২১	১৭-০১-২০২১	২৪-০১-২০২১	১০-০১-২০২১	৮০	০.৮	
				[৪.১.৪] “The State Acquisition & Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অনুবাদের উপর মাঠ প্রশাসন হতে প্রাপ্ত মতামতের উপর কর্মশালা আয়োজন	তারিখ	১	১৫-০২-২০২১	২২-০২-২০২১	০৩-০৩-২০২১	১১-০৩-২০২১	১৮-০৩-২০২১	১৩-০২-২০২১	১০০	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[৪.১] আইন ও বিধি-বিধানসমূহ যুগোপযোগিকরণ	[৪.১.৫] “The State Acquisition & Tenancy Act, 1950” এর খসড়ার উপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাবাকোতে প্রেরণ	তারিখ	১	১৭-০৩-২০২১	২৪-০৩-২০২১	৩১-০৩-২০২১	০৬-০৪-২০২১	১৩-০৪-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১০০	১	
				[৪.১.৬] প্রস্তাবিত ‘ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৯’ এর খসড়ার উপর মাঠ প্রশাসন হতে মতামত গ্রহণ	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	০৫-০১-২০২১	১০-০১-২০২১	১৭-০১-২০২১	২৪-০১-২০২১	৩১-১২-২০২০	১০০	১	
				[৪.১.৭] প্রস্তাবিত ‘ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৯’ এর মাঠ প্রশাসন হতে প্রাপ্ত মতামতের উপর কর্মশালা আয়োজন	তারিথ	১	১৫-০২-২০২১	২২-০২-২০২১	০৩-০৩-২০২১	১১-০৩-২০২১	১৮-০৩-২০২১	১৩-০২-২০২১	১০০	১	
				[৪.১.৮] প্রস্তাবিত ‘ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৯’ খসড়ার উপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাবাকোতে প্রেরণ	তারিখ	১	১৭-০৩-২০২১	২৪-০৩-২০২১	৩১-০৩-২০২১	০৬-০৪-২০২১	১৩-০৪-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১০০	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৫	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন এবং স্বত্বলিপি সংক্রান্ত নাগরিকসেবা সহজলভ্যকরণ;	১০	[৫.১] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিস্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিস্পত্তি	[৫.১.১] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিস্পত্তিকৃত	সংখ্যা	২	২	১				২	১০০	২	
				[৫.১.২] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	২	১৫	১৪	১৩	১২	১০	১৫	১০০	২	
				[৫.১.৩] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	১	০	০	১	০	১	১০০	২	
				[৫.১.৪] সীমানা পিলার মেরামতকৃত	সংখ্যা	১	৫০০	৪৮৫	৪৭০	৪৫০	৪২৫	৫০০	১০০	১	
			[৫.২] মৌজা ম্যাপ স্ক্যানকরণ এবং ফ্রন্টডেস্কের মাধ্যমে সরবরাহ	[৫.২.১] স্ক্যানকৃত মৌজা ম্যাপ ফ্রন্টডেস্কের মাধ্যমে সরবরাহ/বিক্রয়	সংখ্যা (হাজার)	২	১৪.০০	১৩.৭৫	১৩.৬০	১৩.৫০	১০.০০	১৪	১০০	২	
				[৫.২.২] মৌজা ম্যাপ স্ক্যানকরণ	সংখ্যা	১	৩২০	৩১০	৩০০	২৯০	২৮০	৭০৯	১০০	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	১২	১১				১২	১০০	২	
				[এম.১.১.২] এপিএ’র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	১	৪					৪	১০০	১	
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩				৪	১০০	২	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২			৪	১০০	১	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			৪	১০০	২	
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩				৪	১০০	২	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			৩৭.২২	০	০	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১		২৮-১০-২০২০	১০০	২	
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি নতুন সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	১	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১		১০-১২-২০২০	১০০	১	
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	২	৫০	৪০	৩০	২০		৫৩.৬৭	১০০	২	
				[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪				৯.৯১	১০০	১	
			[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১					১	১০০	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	১	
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			৮৭.১৯	৮৭	১.৭৪	
				[এম.৩.২.২] প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইএমইডি'র সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	১	
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০		১০০	১০০	১	
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫		৭৩	১০০	১	
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	96.94	৯৬.৯৪

*সাময়িক (provisional) তথ্য

ছবি ৩.২: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিনে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ-এঁর নেতৃত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ রাজধানীর ইস্কাটনে বিয়াম ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান মো: মোকাব্বির হোসেন ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল।

ছবি ৩.৩: - মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ। এ সময় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ৩.৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান

০৫ মে, ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসের নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে করোনা মোকাবেলায় ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের এক দিনের বেতন অনুদান হিসেবে প্রদানের চেক হস্তান্তর করেন ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী

ছবি ৩.৫: মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সন্দ্বীপ উপজেলার ভাষানচর পরিদর্শন করেন

০৪ মার্চ, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সন্দ্বীপ উপজেলার ভাষানচর পরিদর্শন করেন। আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প পরিচালক কমোডর এ এ মামুন চৌধুরী এ সময় মন্ত্রীকে ভাষানচরে স্বাগত জানান এবং ব্রিফ করেন। এসময় স্থানীয় সংসদ সদস্য মাহফুজুর রহমান মিতা ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী উপস্থিত ছিলেন

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীকে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী অধিশাখা ও শাখার কর্মকাণ্ড পুনর্বিন্যাস করতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা দায়িত্ব ও কার্যাবলী সার্বিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত আরও কিছু কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৪.১ প্রশাসন

৪.১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

টেবিল ৪.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
১	২	৩	৪	৫
ভূমি মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসন	১১৫২২	৭২০৯	৪৩১৪	
ভূমি আপীল বোর্ড	**৫০**	**৪০**	১০	
ভূমি সংস্কার বোর্ড	১০৬	৮৫	২১	
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৭৬৪২	২৪১৮	৫২২৪	**১০**
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪২	৩৮	০৪	**১৫**
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)এর দপ্তর	২৭৯	২৩৮	৪১	-
মোট	**১৯৬৪১**	**১০০২৮**	**৯৬১৪**	**২৫**

৪.১.২ শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ:

টেবিল ৪.২: শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	শূন্যপদ
	১	২
	ভূমি মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসন	সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল আপীল নং-৪৮/২০১১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিয়োগ বিধিমালাসমূহ বাতিল হওয়ায় “ ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১” এবং “ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	শূন্যপদ
		বিধিমালা ২০২১”নামে দুটি নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটি। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের অনুমোদন শেষে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং সম্পন্ন হয়ে গেজেট জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। শ্রীঘ্রই নিয়োগবিধি দুটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে। নিয়োগবিধি প্রণয়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের শূন্যপদ পূরণ করে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পারে ও জনগণের হয়রানি লাঘব হবে। ০২। তাছাড়া The Land Reforms Ordinance, 1984 (Ordinance No.X of 1984) কে বাংলায় ভাষান্তর, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে “ভূমি সংস্কার আইন, ২০২১” রূপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত আইনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৩। এ ছাড়াও, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৯৫৮টি পদে বিভিন্ন জেলায় জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের কানুনগো, উপসহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারদের পদায়ন/বদলি/মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তির ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্তে গত ১৫/০২/২০২১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.৮৯ নম্বর স্মারকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসনের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বিভাগীয় কমিশনাগণের কাজের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ০৪। Ease of Doing Business-এর কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১/০২/২০১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নম্বর স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র আংশিক সংশোধনক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার আওতাধীন বিদ্যমান সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি, রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানি থেকে কোম্পানির নামে নামজারি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্নকরণ সংক্রান্তে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের স্থানীয় বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের অপরিসীম ত্যাগ এবং অবদানের প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় শ্রদ্ধাশীল হয়ে “সনদপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামজারি ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্নকরণ” সংক্রান্তে ১৫/১১/২০২০ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.৬৬৭/১ নম্বর স্মারকে পরিপত্র জারি করেছে।
	ভূমি আপীল বোর্ড	-
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	-
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের মধ্যে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত ১ম শ্রেণির শূন্য পদসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রেষণে পূরণযোগ্য। এ সমস্ত শূন্যপদ পূরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-
	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	রিট পিটিশন নং-৩৮২৯/২০১৮ ও ৩৮৩০/২০১৮ উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন থাকায় ৩য় শ্রেণির ১৩টি নিরীক্ষক (রাজস্ব) ও ০৯টি অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার-এর শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগ করা যাচ্ছে না।

৪.১.৩ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা

ছবি ৪.১: ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে খুলনা বিভাগের ৭ টি জেলা - খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, সাতক্ষীরা, নড়াইল এবং বাগেরহাট জেলায় অনুষ্ঠিত ৪ দিন ব্যাপী ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

টেবিল ৪.৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	১	২	৩
	ভূমি মন্ত্রণালয়	০৮	৫৪
	ভূমি আপীল বোর্ড	-	-
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	১৩১	৩,৮৯০
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	২৫	৯৪৯
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫১	১,৯৪৭
	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	-	-
	মোট	**২১৫**	**৬,৮৪০**

টেবিল ৪.৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				জুন:- ২০২১ অন্তে অনিষ্পত্তিকৃত/চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
			চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড		
	১	২	৩	৪	৫		৬
	ভূমি মন্ত্রণালয়	৮৮	০৭	২১	১৭	-	৪৩
	ভূমি আপীল বোর্ড	-	-	০২	--	০২	-
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	-	-	-	-	-
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১০২	০০	২২	১৩	৩৫	৬৭
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	-	-	-	-	-
	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)এর দপ্তর	-	-	-	-	-	-
	মোট	**১৯০**	**৭**	**৪৫**	**৩০**	**৩৭**	**১১০**

৪.২ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা)

সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিয়োগ বিধিমালাসমূহ বাতিল হওয়ায় “ ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১” এবং “ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ২০২১” নামে দুটি নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটির, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের অনুমোদন শেষে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং সম্পন্ন হয়ে গেজেট জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। শ্রীঘ্রই নিয়োগবিধি দুটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে। নিয়োগবিধি প্রণয়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের শূন্য পদ পূরণ করে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জনগণের হয়রানি লাঘব হবে।

০২। তাছাড়া The Land Reforms Ordinance, 1984 (Ordinance No.X of 1984)কে বাংলায় ভাষান্তর, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে “ভূমি সংস্কার আইন, ২০২১” রূপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত আইনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৩। এছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৯৫৮টি পদে বিভিন্ন জেলায় জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের কানুনগো, উপসহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারদের পদায়ন/বদলি/মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তির ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্তে গত ১৫/০২/২০২১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.৮৯ নম্বর স্মারকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসনের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বিভাগীয় কমিশনাগণের কাজের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৪। Ease of Doing Business এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১/০২/২০১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নম্বর স্মারকের পরিপত্র আংশিক সংশোধনক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার আওতাধীন বিদ্যমান সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি, রপ্তানীমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানি থেকে কোম্পানির নামে নামজারি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্নকরণ সংক্রান্তে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের স্থানীয় বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেন। তাঁদের ত্যাগ এবং অপরিসীম অবদানের প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় শ্রদ্ধাশীল হয়ে "সনদপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামজারি ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্নকরণ" সংক্রান্তে ১৫/১১/২০২০ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.৬৬৭/১ নম্বর স্মারকে পরিপত্র জারি করেছে।

ছবি ৪.২: 'সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের অনুকূলে ডাবল কেবিন পিক-আপ হস্তান্তর অনুষ্ঠান

১৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি মাঠ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের অনুকূলে ডাবল কেবিন পিক-আপ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৪.৩ খাসজমি

ছবি ৪.৩: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১২৬তম সভা

৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১২৬তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

৪.৩.১ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশ কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে দু' প্রকারের খাসজমি আছে। কৃষি খাসজমি এবং অকৃষি খাসজমি। সারাদেশে মোট কৃষি খাসজমির পরিমাণ ১৭,১২,০৩৩.৯০ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির পরিমাণ ৪,৬৬,১২০.৮৩৬৬ একর। সারাদেশে অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ২৩,০৫,৫৯১.২৯ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ১,২৫,৯২১.১১০৬ একর।

টেবিল ৪.৫: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তথ্য

বিভাগের নাম	মোট খাসজমি (একরে)			বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি (একরে)		
	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঢাকা	১৫২৪৪৩.৮৯	২৮৭০৬৪.০৫	৪৩৯৫০৭.৯৪	৭০৮০৪.৯৬৫৯	১০৬২৫.২২০৩	৮১৪৩০.১৮৬২
চট্টগ্রাম	৮৪০৬২৭.৪০৬	১২৮৬৯৫১.৭৪৫	২১২৭৫৭৯.১৫১	১৫২৪৮২.৫০৭	৯০৯২৩.৬৪২	২৪৩৪০৬.১৪৯
রাজশাহী	১১১৩৪৬.৭৫৫৬	১৬৬৫৯০.৫৬৮৩	২৭৭৯৩৭.৩২৩৯	৩৭৪৮৯.৫৯৬	২৬৩৬.৯৬৬৬	৪০১২৬.৫৬২৬
খুলনা	৯৪৫০১.৩৫৭৬	১৩২৭৫৭.০৯৪৪	২২৭২৫৮.৪৫২	৪৮১৪.২৬৯৭	৮৬৭.২৯	৫৬৮১.৫৫৯৭
ময়মনসিংহ	১২১৬৯২.৫৯	৯৫৫৬৮.৩৬	২১৭২৬০.৯৫	৫২৮০২.৫০	৪৩৬৫.৪৫	৫৭১৬৭.৯৫
রংপুর	১৩৮১৭৩.৮০	১১৮৩৩০.৯০	২৫৬৫০৪.৭	৬২৭৮৮.৯০	২৩৫২.৪৩	৬৫১৪১.৩৩

বিভাগের নাম	মোট খাসজমি (একরে)			বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি (একরে)		
সিলেট	১৫৮২৯৯.৯৫	২১৬৮১৬.৯৫৬	৩৭৫১১৬.৯০৬	৬১৭৫০.২১১	১৩০৪৯.৯৬৩	৭৪৮০০.১৭৪
বরিশাল	৯৪৯৪৮.১৪৭৫	১৫১১.৬১৭৩	৯৬৪৫৯.৭৬৪৮	২৩১৮৭.৮৮৭	১১০০.১৪৮৭	২৪২৮৮.০৩৬
সর্বমোট	**১৭১২০৩৩.৯০**	**২৩০৫৫৯১.২৯**	**৪০১৭৬২৫.১৯**	**৪৬৬১২০.৮৩৬৬**	**১২৫৯২১.১১০৬**	**৫৯২০৪১.৯৪৭৫**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা,১৯৯৭-এর আলোকে সারাদেশে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত (২০২১ সালের জুন পর্যন্ত) ৪,১৭,৮৬৯ টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ১,৪৬,৪৫০.৯৮ (এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ দশমিক নয় আট) একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৮১,৭৮৭ টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৩,২২৪.৩৬১৭ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখছে।

টেবিল ৪.৬: ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

বিভাগের নাম	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি (একর)	ভূমিহীন পরিবার
ঢাকা	৫৪২.২২৯১	১০১৪৬
চট্টগ্রাম	৯০২.০৪	১০৪৩২
রাজশাহী	২৯৫.০০	১২৫৬০
খুলনা	১৬৫.৫৬১৩	৭৯০৬
ময়মনসিংহ	২০৩.১৪	৫৬১৪
রংপুর	৫৪৬.৭৯৫	২১৮৯৮
সিলেট	১৮৮.৫৯৬৩	৬৬০৫
বরিশাল	৩৮১.০০	৬৬২৬
সর্বমোট	**৩২২৪.৩৬১৭**	**৮১৭৮৭**

অপরদিকে, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫-এর আওতায় দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে।

টেবিল ৪.৭: ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

সরকারি দপ্তর (একর)	অর্থনৈতিক অঞ্চল (একর)	হাইটেক পার্ক (একর)	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স (একর)	বিভিন্ন বাহিনী (একর)	ব্যক্তি,শিক্ষা,ধর্মীয়,ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (একর)	মোট (একর)
১,৪০৬.৪১	১২,৯৪৩.৭১৬	৯.৭৭	-	৩.৭৬	৫৫.৩২	**১৪৪১৮.৯৮**

চার্ট ৪.১: কৃষি ও অকৃষি জমির বরাদ্দের হার (শতাংশে)

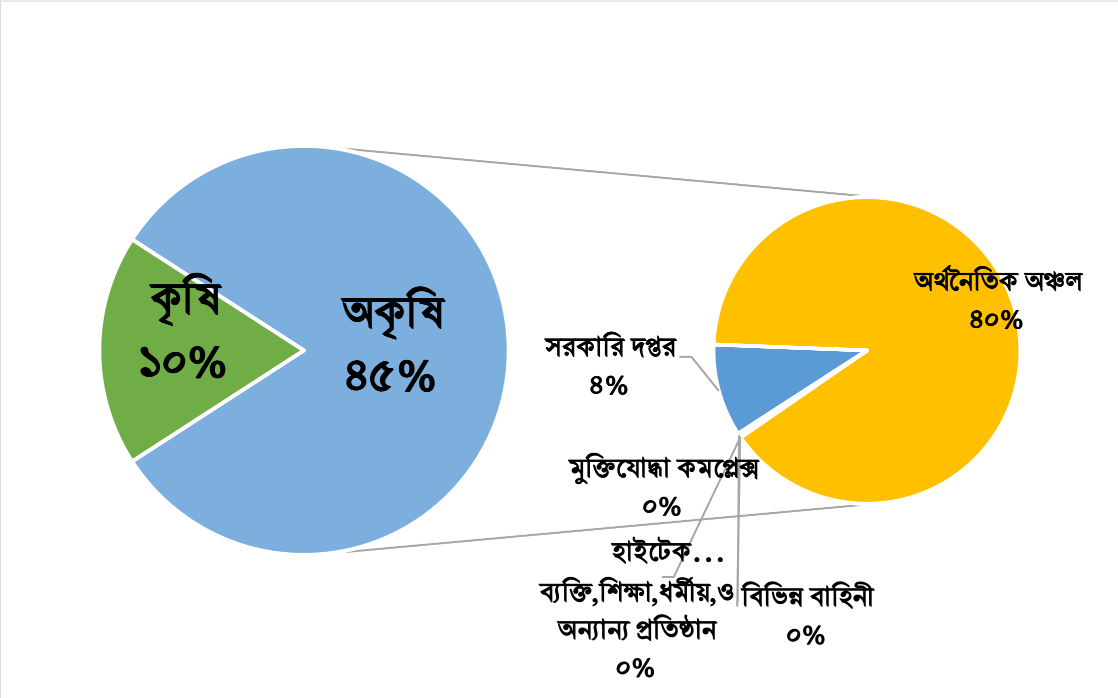

বি.দ্র.: দেশে দ্রুত শিল্পায়নে সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ খাতে সবচেয়ে বেশি খাস জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

৪.৩.২ চা বাগান

সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লিজ প্রদান, লিজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৬০ টি। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি এবং ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯টি। চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়া, ইজারা বহির্ভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা দেশে জেলাভিত্তিক মোট চা বাগানের তালিকা, ইজারাকৃত চা বাগানের তালিকা এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের তালিকা নিম্নে “ছক” আকারে উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল ৪.৮: সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা

	জেলার নাম	মোট চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা
০১।	সিলেট	১৯	১৫	০৪
০২।	হবিগঞ্জ	২৪	২৩	০১
০৩।	মৌলভীবাজার	৯২	৮৪	০৮
০৪।	চট্টগ্রাম	২৩	১৭	০৬
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১	-	০১

	জেলার নাম	মোট চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা
০৬।	রাঙ্গামাটি	০১	-	০১
	মোট	**১৬০**	**১৩৯**	**২১**

বাংলাদেশ চা বোর্ডের তালিকা অনুযায়ী মোট চা বাগানের সংখ্যা উল্লিখিত ৬ জেলায় সর্বমোট ১৬০টি। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপর্যুক্ত ১৬০ টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬ টি চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা বাগান সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগানের সংখ্যা - ১৬০টি।
- ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা - ১৩৯টি।
- ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা - ২১টি।
- ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলী আধুনিকীকরণ করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৭ জারি করা হয়েছে।

৪.৪ সায়রাত মহল

ছবি ৪.৪: সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৬৩তম সভা
৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৬৩তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত অনুবিভাগকে ০২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সায়রাত শাখা-০১ হতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হতে বালুমহাল, লবণমহাল, চিংড়িমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয়। দেশের জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমান সরকারের মেয়াদ শুরুর প্রাক্কালে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ,২০০৯ প্রণীত হয়েছে ।

(ক) জলমহালের সংখ্যা:

- জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ২০ একরের উর্ধ্বে ও নীচে মোট জলমহালের সংখ্যা ৩৮,০৪৪/- (আটত্রিশ হাজার চুয়াল্লিশ)টি।

টেবিল ৪.৯: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে আদায়কৃত এবং সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিভাগওয়ারি বিবরণ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	(২০ (বিশ) একরের উপরে ও নীচে জলমহাল থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	২০১৬-২০১৭	৯২,৫৩,৩০,৮৯৩.৩৩ (বিরানব্বই কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত তিরানব্বই টাকা তিন তিন পয়সা মাত্র)
২.	২০১৭-২০১৮	৮৪,২৪,২৪,৮৫৭.৭৮ (চুরাশি কোটি চব্বিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত সাতান্ন টাকা সাত আট পয়সা মাত্র)
৩.	২০১৮-২০১৯	৯৭,৬৩,৬৬,২৮৪.০০ (সাতানব্বই কোটি তেষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত চুরাশি টাকা মাত্র)
৪.	২০১৯-২০২০	১০১,১১,০৪,৮১১.০০ (একশত এক কোটি এগার লক্ষ চার হাজার আটশত এগার টাকা মাত্র)
৫.	২০২০-২০২১	সাধারণ আবেদনে জেলা থেকে ইজারার তথ্যাদি না পাওয়ায় তা সন্নিবেশিত করা যায়নি।
	সর্বমোট=	৪৫২,৭৯,৬৮,২৭১.৩০ (চারশত বায়ান্ন কোটি ঊনাশি লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশত একাত্তর টাকা তিন শূন্য পয়সা মাত্র)।

(গ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ- ২৯,৭৭,৯৯,১৩৬.০০ (ঊনত্রিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)। সাধারণ আবেদনে জেলা থেকে ইজারার তথ্যাদি না পাওয়ায় তা সন্নিবেশিত করা যায়নি।

(ঘ) বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে ২২টি জলমহাল এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৭৮৩টি খাস পুকুর হস্তান্তর করা হয়েছে।

(ঙ) প্রাকৃতিকভাবে মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং মা মাছ সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় জলমহাল অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং নির্বাহী আদেশে ঐতিহ্যবাহী/দর্শনীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত করায় বেশ কিছু জলমহাল ইজারাবিহীন রাখা হয়েছে।

৪.৩.১ হাট-বাজার

প্রতিবছর বিভিন্ন জেলায় নতুন হাটবাজার সৃষ্টি এবং বিলুপ্তির কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মধ্যে মামলাজনিত কারণে কোন কোন হাটের খাস আদায় করা হয়। হাটবাজারের মোট ইজারা মূল্যের ৫% ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয় হিসেবে ভূমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে থাকে।

টেবিল ৪.১০: ২০২০-২১ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট হাটবাজারের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারাকৃত হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারাবিহীন হাটবাজারের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৬-১৭	৯,৮৭৪ টি	৮,১০৫ টি	১,৭৬৯ টি	৩৮৬,২২,০৭,১৪৪/- (তিনশত ছিয়াশি কোটি বাইশ লক্ষ সাত হাজার একশত চুয়াল্লিশ টাকা)
০২	২০১৭-১৮	৯,৭৪৭ টি	৭,৮৬৬ টি	১,৮৮১ টি	৪৪১,৫৬,৭১,৭৭১/- (চারশত একচল্লিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত একাত্তর)
০৩	২০১৮-১৯	৮,৫৮৭ টি	৬,৫৪৯ টি	২,০৩৮ টি	৪১১,২৬,৪০,৯৩০/- (চারশত এগারো কোটি ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা)
০৪	২০১৯-২০	১০,০৯৮ টি	৭,৫০৪ টি	২,৫৯৪ টি	৪৮১,২৬,০০,৫০৬/- (চারশত একাশি কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পাঁচশত ছয় টাকা)
০৫	২০২০-২১	৯,৯৯৩ টি	৭,৩৪৮ টি	২,৬৪৫ টি	৫৬৮,৫৬,৭০,৮৮৩/- (পাঁচশত আটষট্টি কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ সত্তর হাজার আটশত তিরাশি টাকা)

<u>৪.৩.২ বালুমহাল</u>

প্রতিবছর বিভিন্ন জেলায় নতুন বালুমহাল সৃষ্টি এবং বালু না থাকার কারণে বালুমহাল বিলুপ্তির কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মধ্যে মামলাজনিত কারণে এবং কোন কোন স্থানে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের নানাবিধ জটিলতায় বালুমহাল ইজারাবিহীন থাকে।

টেবিল ৪.১১: ২০২০-২১ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট বালু মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন বালু মহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান
০১	২০১৬-১৭	৭৬৫ টি	৪৩৪ টি	৩৩১ টি	৬৫,৯৩,১৪,৩৬৯/- (পঁয়ষট্টি কোটি তিরানব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশত উনসত্তর টাকা)
০২	২০১৭-১৮	৭০৬ টি	৩৮১ টি	৩২৫ টি	৪৬,৭৪,৯৭,৫০৪/-

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন বালু মহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান
					ছেচল্লিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত চার টাকা)
০৩	২০১৮-১৯	৫৫০ টি	৩০৮ টি	২৪২ টি	৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬/- (তেষট্টি কোটি সাতান্ন লক্ষ তিন হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন টাকা)
০৪	২০১৯-২০	৬২৯ টি	৩৪৩ টি	২৮৬ টি	৯১,০১,২৪,১০৮/- (একানব্বই কোটি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত আট টাকা)
০৫	২০২০-২১	৫৭৬ টি	২৯৫ টি	২৮১ টি	১২৯,০০,৯৬,২৬২/- (একশত উনত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত বাষট্টি টাকা)

৪.৩.৩ চিংড়িমহাল

সমগ্র দেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের কিছু জেলায় চিংড়ীমহাল হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়।

টেবিল ৪.১২: ২০২০-২১ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট চিংড়ী মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চিংড়ীমহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৬-১৭	১৫৮৬ টি	১৩৭৩ টি	২১৩ টি	১,৩৭,৩৫,৩৭২/- (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা)
০২	২০১৭-১৮	১৫৮৬ টি	১৩৭৩ টি	২১৩ টি	১,৩৭,৩৫,৩৭২/- (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা)
০৩	২০১৮-১৯	১,৫৮৬ টি	১,৩৭৩ টি	২১৩ টি	১,৩৭,৩৫,৩৭২/- (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা)
০৪	২০১৯-২০	১,৩৮৩ টি	১,৩৭৮ টি	০৫ টি	২,৯৬,০০,৬১৯/-

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চিংড়ীমহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
					(দুই কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছয়শত উনিশ টাকা)
০৫	২০২০-২১	১,৫৯৬ টি	১,৫৮৪ টি	১২ টি	২৬,৮৬,০৫৮/- (ছাব্বিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটান্ন টাকা)

৪.৩.৪ লবণ মহাল

দেশের শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলায় লবণমহালের ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং বিগত কয়েক বছর যাবত সকল মহাল ইজারার আওতায় রয়েছে।

টেবিল ৪.১৩: ২০২০-২১ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট লবণ মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট লবণ মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত লবণ মহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন লবণ মহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৬-১৭	১৫৫ টি	১৫৩ টি	০২ টি	১,৪৫,৬২০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত বিশ টাকা)
০২	২০১৭-১৮	১৫৫ টি	১৫৩ টি	০২ টি	১,৪৫,৬২০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত বিশ টাকা)
০৩	২০১৮-১৯	১৫৫ টি	১৫৩ টি	০২ টি	১,৪৫,৬২০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত বিশ টাকা)
০৪	২০১৯-২০	১৫৪ টি	১৫৪ টি	-	২২,৬৮১/- (বাইশ হাজার ছয়শত একাশি টাকা)
০৫	২০২০-২১	১৬৫ টি	১৬৫ টি	-	১,৪৭,৪৫৫/- (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত পঞ্চান্ন)

চার্ট ৪.২: বিভিন্ন ধরণের সায়রাত মহাল থেকে গত পাঁচ বছরে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার

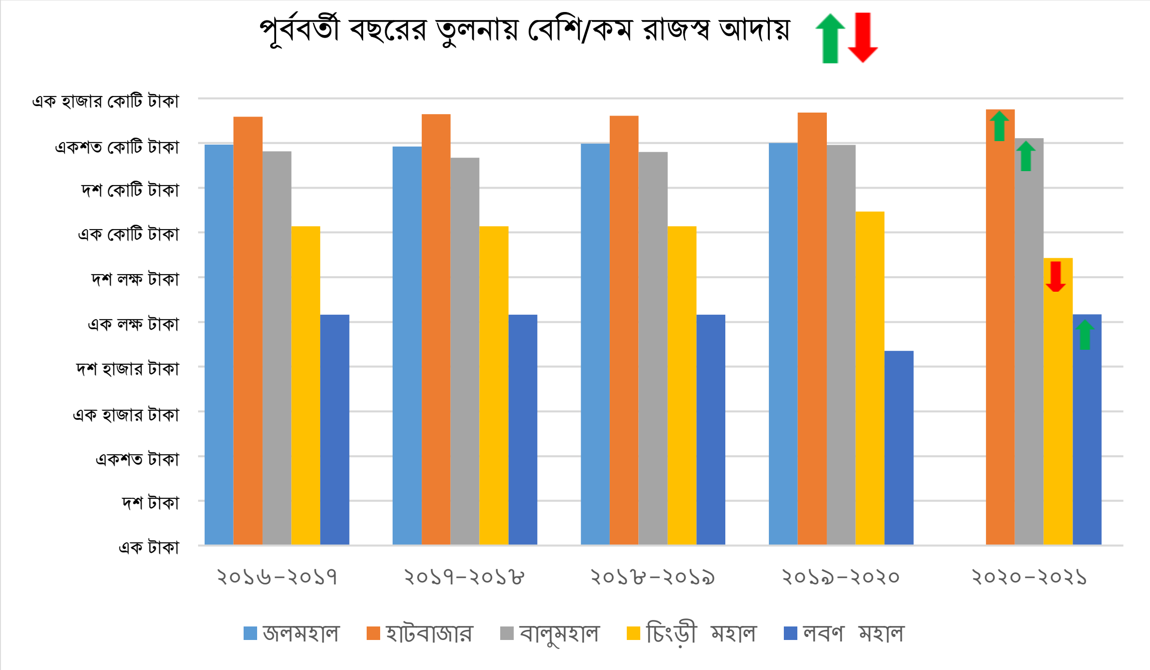

নোট: চিংড়িমহাল ও লবণ মহাল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব অনুপাতহীনভাবে কম, এজন্য ১০ ভিত্তিক লগ স্কেলে দেখানো হয়েছে

৪.৪ আইন

ছবি ৪.৫: ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৬১ তম সভা
০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে দেওয়ানি মামলার সহজ, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও অনলাইনে মনিটরের জন্য সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএসএমএস) স্থাপনের জন্য সবদিক বিবেচনায় নির্বাচিত সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সিএসএমএস স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এ সময় ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ সভাপতি হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আইন অনুবিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত চারটি অধিশাখা/ শাখায় বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। আইন অধিশাখা-১, আইন অধিশাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন অধিশাখা-৪। এই চারটি অধিশাখা/শাখার কার্যক্রমের মাধ্যমেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তরের আইন ও মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

৪.৪.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার কার্যক্রম

(ক) ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতসমূহের বিচারিক কার্যক্রমে অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা চালুকরণ

দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ও টেকসই ভূমি রাজস্ব বিষয়ক বিচারিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সেটেলমেন্ট অফিস, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও ভূমি আপীল বোর্ড-এ ভূমি রাজস্ব বিষয়ক বিচারিক আদালতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল রাজস্ব আদালতসমূহের বিচারিক কার্যক্রম বিদ্যমান ব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে বিচারিক সেবা আরও সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে।

(খ) অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান/গ্রহণ এবং দাখিলার ব্যবহার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩১.০০১.০১৭.১৩.১৪৯ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় বিশেষভাবে ২০০৯ সন হতে ধারাবাহিকভাবে তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর বহু জনমুখী উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে। জনগণের দোরগোড়ায় ভূমিসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে "হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা" নামে মোবাইল অ্যাপস প্রস্তুত করা হয়েছে। সারাদেশে ই-নামজারি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন কর ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে আদায়ের জন্য অনলাইন সিস্টেম (Online system) তৈরি করা হয়েছে।

ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সংক্রান্ত সেবাটি স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও সহজে জনগণের হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিকগণ ঘরে বসেই মোবাইল বা অনলাইন ব্যাংকিং বা অন্য যে কোনো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ জমা প্রদান করতে পারবেন। ফলে নাগরিককে আর ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে গিয়ে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের প্রয়োজন হবে না। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান/পরিশোধ করলে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতেই দাখিলা পাওয়া যাবে। অনলাইনে প্রাপ্ত দাখিলা বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দাখিলার মতোই গ্রহণযোগ্য এবং আইনসিদ্ধ হবে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দাখিলাতে QR-Code বা বারকোড দেয়া হবে। প্রয়োজনে উক্ত কোড স্ক্যান করে অনলাইনে প্রাপ্ত দাখিলার সঠিকতা যাচাই করা যাবে।

ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ অথবা ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ অর্থ জমা প্রদান করা হলে উক্ত অর্থ জমা প্রদানের পর ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দাখিলা অথবা Duplicate Carbon Receipt (DCR) ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রদত্ত বা বিজি প্রেস হতে ছাপানো দাখিলা ও DCR- এর সমপর্যায়ের এবং আইনগতভাবে বৈধ ও সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য হবে।

(গ) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য-

(১) The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ও ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনাল বিষয়ক কতিপয় ধারা সংশোধনের বিষয় বিগত ০৯/০৩/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাবিত The State Acquisition and Tenancy (Amendment) Act, 2021 এর খসড়া বিষয়ে যৌথ স্বাক্ষর করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং ইউনিট, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও স্থাপনাদির দখল পুনরুদ্ধার, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, আদায় ও অবৈধ দখলদারের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য বিদ্যমান The Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance (Ordinance xxiv of 1970) পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সমন্বয়ক্রমে সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও স্থাপনাদি (দখল পুনরুদ্ধার) আইন, ২০২০ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

(৩) প্রস্তাবিত ভূমি অপরাধ আইন-২০২১ এবং ভূমি ব্যবহার ও কৃষি জমি সুরক্ষা আইন,২০২১ প্রণয়ন করা হচ্ছে যা পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে উপস্থাপন করার বিষয়ে কাজ চলমান রয়েছে। আইন প্রণয়ন করা হলে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা, অবৈধ দখল বা অপরাধগুলো কমে যাবে।

(ঘ)সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CSMS) স্থাপন:

হাতের নাগালে সকল ভূমি সেবা প্রদান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষে সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CSMS) নামে নতুন একটি

ডিজিটাল সেবা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের মামলাসহ দেশের সকল জেলার দেওয়ানি আদালতে দায়েরকৃত মামলায় সরকার পক্ষে পরিচালনা কার্যক্রম তদারকি করা হয় ।

মামলার কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে কোন ডিজিটাল পদ্ধতি না থাকার কারণে মামলাসমূহ মনিটরিং করার ক্ষেত্রে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। CSMS সিস্টেমে পূর্বের ডাটাসমূহ ব্যবহার করা হবে এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের সঙ্গে এই সিস্টেমের যোগসূত্র থাকবে। ই-মিউটেশন সিস্টেমের সঙ্গে এই সিস্টেমটি একীভূত করা হবে, যাতে করে ইউনিয়ন হতে Statement of Fact (SF) দেয়া থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত SF এর কপি দাখিল পর্যন্ত অনলাইন সিস্টেমে তৈরি করা সম্ভব হবে। এতে করে আদালতের তথ্য হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না এবং মামলায় SF আদালতে দেয়া হয়েছে কিনা, SF কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, মামলার সর্বশেষ অবস্থা কি ইত্যাদি বিষয়ে এখান থেকে তথ্য নেওয়া যাবে। নতুন এই সিস্টেমে আদালতের বিজ্ঞ কৌঁসুলিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে; যাতে আদালতের তারিখ ও আদেশ সরকারের পাশাপাশি তা পর্যবেক্ষণ করা যাবে। উক্ত সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (CSMS) কার্যক্রমে সেবা গ্রহীতাগণ উপকৃত হবে এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল কার্যক্রমে আরও অগ্রগতি সাধিত হবে।

টেবিল ৪.১৪: ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিচালিত রিট মামলা/সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/ কনটেম্পট মামলা

শাখা	অর্থ বছর	রিট পিটিশন	সিভিল পিটিশন	এটি/এএটি	কনটেম্পট	মন্তব্য
	১	২	৩	৪	৫	
আইন শাখা ১	**২০২০-২১**	**৩৯৮টি**	**-**	**২১টি**	**১১টি**	**বর্ণিত মামলাগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে**
আইন শাখা ২	**২০২০-২১**	**২০১ টি**	**-**	**০৩ টি**	**-**	**বর্ণিত মামলাগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে**

(ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ এবং সংস্থার সর্বমোট ৮৩২২৩৭০০১৮ (আটশত বত্রিশ কোটি তেইশ লক্ষ সত্তর হাজার আঠার) টাকা দাবী ও আদায়ের বিবরণী ভূমি সংস্কার বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ছক আকারে দেখানো হলো (কপি সংযুক্ত)।

টেবিল ৪.১৫: ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরূপ:

বিভাগের নাম	ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সাধারণ)	ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সংস্থা)	ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (মোট)	ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সাধারণ)	আদায়ের হার % (সাধারণ)	ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সংস্থা)	আদায় হার % (সংস্থা)	সর্বমোট পুঞ্জিভূত আদায়	সর্বমোট পুঞ্জিভূত আদায়ের % হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রাজশাহী	৬৮১৭০৮১৫৯	৪৭০৪১৫৭৬৭	১১৫২১২৩৯২৬	৯৬৭৯৮৪০৯০	১৪১.৯৯	১২৮২১১৩১০	২৭.২৫	১০৯৬১৯৫৪০০	**৯৫.১৫**
সিলেট	৩৩৮৪১৮০৫৩	৩৯১৫৮৯৬৮০	৭৩০০০৭৭৩৩	৪৬৩৭১২৩২৫	১৩৭.০২	১৭২৯০৫৩৯১	৪৪.১৫	৬৩৬৬১৭৭১৬	**৮৭.২১**
বরিশাল	২৪৪৪২৫০১২	১৫৯৭৯০০৮৭	৪০৪২১৫০৯৯	২৪৪৪৮৯৫৬৬	১০০.০৩	১০৬৫৩১০৯৩	৬৬.৬৭	৩৫১০২০৬৫৯	**৮৬.৮৪**
ঢাকা	১৮৮৬৬৭৯৮৯২	২১০৮৭৭২৩২৮	৩৯৯৫৪৫২২২০	২০৪৯৬৬৪৬৯৪	১০৮.৬৪	৬৪২৫৫৮৬৩৮	৩০.৪৭	২৬৯২২২৩৩৩২	**৬৭.৩৮**
রংপুর	৩৮০৭৩৪৩২৫	৬৪৩৪৫৪৩২৩	১০২৪১৮৮৬৪৮	৪৬৫৪৭১৪৯৩	১২২.২৬	৮৮০০১৩৭০	১৩.৬৮	৫৫৩৪৭২৮৬৩	**৫৪.০৪**

খুলনা	৮১৩৮২১৭৩৩	১১৪৫৩২৬২৯৬	১৯৫৯১৪৮০২৯	৮৮১৫২৬৮৫৯	১০৮.৩২	১১৫৭০৯২৩৩	১০.১	৯৯৭২৩৬০৯২	**৫০.৯**
ময়মনসিংহ	১৬০৪৪২২৬২	৫৩১৬০২৪৩৪	৬৯২০৪৪৬৯৬	১৮২২৭৪২৩৫	১১৩.৬১	৬৮২০৩০২০	১২.৮৩	২৫০৪৭৭২৫৫	**৩৬.১৯**
চট্টগ্রাম	১১০২৯৯০৪১৫	৪০২৭৬৪৪৮৪২	৫১৩০৬৩৫২৫৭	১২৮৬৭৯৭৮৪৫	১১৬.৬৬	৪৫৮৩২৮৮৫৬	১১.৩৮	১৭৪৫১২৬৭০১	**৩৪.০১**
	৫৬০৯২১৯৮৫১	**৯৪৭৮৫৯৫৭৫৭**	**১৫০৮৭৮১৫৬০৮**	**৬৫৪১৯২১১০৭**	**১১৬.৬৩**	**১৭৮০৪৪৮৯১১**	**১৮.৭৮**	**৮৩২২৩৭০০১৮**	৫৫.১৬

(চ) "The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act No, XXVIII of 1951" এর "রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০" শিরোনামে বাংলায় অনুবাদকৃত খসড়াটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) থেকে প্রমিতকরণ করা হয়।

(ছ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১৪ (চৌদ্দ) টি আইন, বিধি ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(চ) অর্পিত সম্পত্তি:

Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 1965) এবং তদাধীন প্রণীত Defence of Pakistan Rules, 1965 মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্বে ন্যস্ত তথাকথিত শত্রু সম্পত্তি Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 এর ৩(১) ধারা মোতাবেক সরকারে ন্যস্ত হয়; যাহা Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 1974 এর ২(জি) ধারামতে অর্পিত সম্পত্তি বা Vested Property হিসেবে নামকরণ করা হয়। অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসমূহ উহাদের বৈধ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম মেয়াদে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে জনস্বার্থে আইনটি কয়েকবার সংশোধন করা হয়।

অর্পিত সম্পত্তিসমূহ আইনানুগভাবে উহার মালিককে প্রত্যর্পণের নিমিত্তে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্পিত সম্পত্তি 'ক' তালিকার গেজেটে এবং অন্যান্য অর্পিত সম্পত্তি 'খ' তালিকার গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

'ক' তফসিলে প্রকাশিত দেশের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২,৩৬,৫১৮.৮০ একর। উক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চলমান আছে। ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ১,১৪,২৭৮ টি। তন্মধ্যে এযাবৎ ১৫,৬১৪টি মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে এবং ১৪,৩৬২ টি মামলায় আবেদনকারীর বিপক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে। রায় মোতাবেক ১১,৯৫৪.৮৫ একর সম্পত্তি অবমুক্ত হয়েছে।

চার্ট ৪.৩: ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার নিস্পত্তির হার

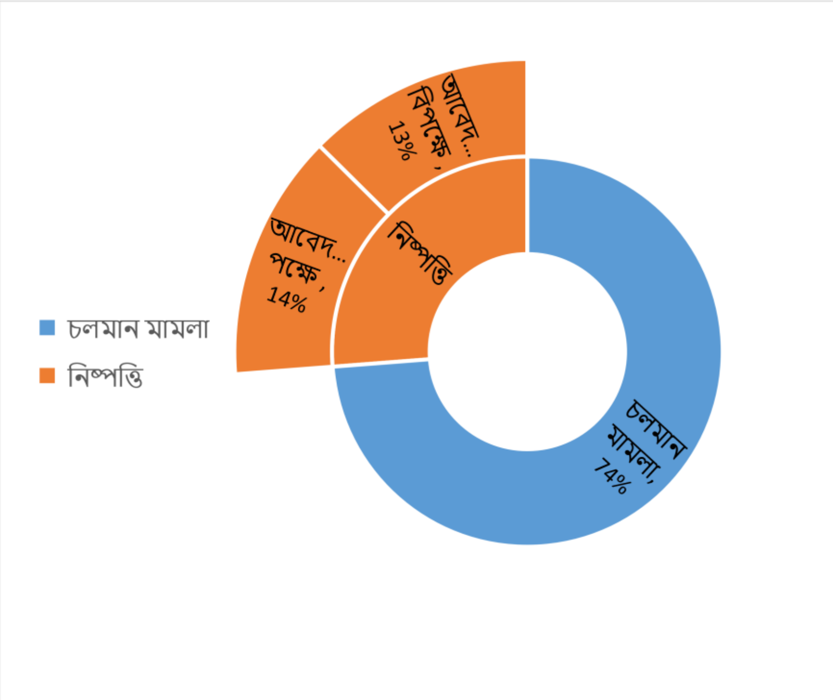

অপরদিকে ‘খ’ তফসিলে সারাদেশে মোট ৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১ একর সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৬ নম্বর আইন) এর বিধান অনুযায়ী ‘খ’ তফসিল বাতিল করা হয়েছে।

‘ক’ তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে লীজমানির দাবী ছিল ৮০,৫৯,৯৪,১৭৬/- টাকা তন্মধ্যে উক্ত অর্থবছরে দাবীর ২৭.৭৮% অর্থাৎ মোট ১৯,৯৭,৫০,০১৮/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

চার্ট ৪.৪: লীজমানি আদায়ের হার

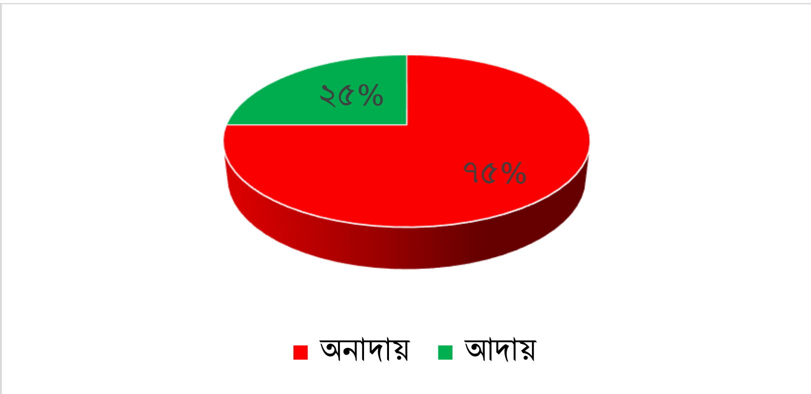

টেবিল ৪.১৬:‘ক’ তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী

ক্রম	জেলার নাম	‘ক’ তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)	ক্রম	জেলার নাম	‘ক’ তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা	১২৩৩৩.১৯২	৩২।	লালমনিরহাট	৭৪৫.৪৫
২।	নারায়নগঞ্জ	১৭৫০.৮০৩	৩৩।	নীলফামারী	১৯৬৫.৭৮৪
৩।	মানিকগঞ্জ	৩৫৯৮.৯৪৫৮	৩৪।	গাইবান্ধা	১৬৭৬.৭৫
৪।	মুন্সীগঞ্জ	৪৯৪৬.৫২১৩	৩৫।	ঠাকুরগাঁও	২৮১৩.৬০৩
৫।	নরসিংগী	১৫৫৩.৭২৫	৩৬।	কুড়িগ্রাম	৮৭৬৮
৬।	গাজীপুর	৪২৫৮.১৮	৩৭।	পঞ্চগড়	৪০৬৭.৯৫৭৬
৭।	শরীয়তপুর	১০৯৮.৭৫০৯	৩৮।	খুলনা	১২৭৬৭.২
৮।	মাদারীপুর	১৪৫৬.৩২৬৮	৩৯।	বাগেরহাট	৬৭০০.৩৯৪
৯।	টাংগাইল	২৬০৮.৫৫	৪০।	যশোর	৫৪৬২.২৯
১০।	ফরিদপুর	৩৩১৯.৪৫৭	৪১।	সাতক্ষীরা	১০৭০৪.৯২
১১।	রাজবাড়ী	৩২০৭.৬১২৫	৪২।	মেহেরপুর	২৬২.৭৬
১২।	কিশোরগঞ্জ	২৪০৪.৪৫৭৭	৪৩।	নড়াইল	১৫৯৩.৬৫
১৩।	গোপালগঞ্জ	৪২২৪.৯৩	৪৪।	কুষ্টিয়া	২৩১৪.১০০৩
১৪।	চট্টগ্রাম	৯২২০.০৩	৪৫।	ঝিনাইদহ	৪০৩০.৫১
১৫।	কক্সবাজার	১০৬৮.৮৯২৯	৪৬।	মাগুরা	১৫০৫.৪৯
১৬।	কুমিল্লা	১৭২৩.৯৮৮৫	৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	৯৫০.৫০৮৬
১৭।	নোয়াখালী	২৪৮৩.২৬১৫	৪৮।	বরিশাল	৯৩৪০.৯৩
১৮।	চাঁদপুর	১৫৪৩.১৯২৪	৪৯।	পিরোজপুর	৩১৩৬.৬৮২৮
১৯।	লক্ষ্মীপুর	৩১৬২.০৯৪৮	৫০।	বরগুনা	১২৪৮.৭৭৭৫
২০।	ফেনী	৫৪২.৪৬	৫১।	ভোলা	২৪২৫.৬৯৭৮
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩২৪.৪৯	৫২।	পটুয়াখালী	২৯১৫.৯৮
২২।	রাজশাহী	৫২০.২৩৭	৫৩।	ঝালকাঠি	৮৭৫.৪৪০৯
২৩।	নওগাঁ	৯৪১৭.১৯	৫৪।	ময়মনসিংহ	২২০৪.৫৬২
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৮৯.১৫৪৯	৫৫।	শেরপুর	৬৫০০.১৯৭
২৫।	সিরাজগঞ্জ	১১৫৪২.৫৯	৫৬।	নেত্রকোণা	৩৯৯৬.০৭
২৬।	বগুড়া	১৬৩০.২২	৫৭।	জামালপুর	৭৭১.৮৯২৬
২৭।	পাবনা	৬৩৯৭.০৬	৫৮।	সিলেট	৬৯৮৯.৮১
২৮।	নাটোর	২৬৬৭.১১৪৫	৫৯।	হবিগঞ্জ	৫১৪৫.৪১৩৪
২৯।	জয়পুরহাট	৭৩৪.৩৮৫	৬০।	সুনামগঞ্জ	১২৪০৪.৯৫৯
৩০।	রংপুর	৮৯৮.২৩৮	৬১।	মৌলভীবাজার	৫০৬১.৮২৮
৩১।	দিনাজপুর	৪৬৮৫.১৬২১		**মোট=**	**২৩৬৫১৮.৮**

চার্ট ৪.৩: জেলাভিত্তিক 'ক' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণের হার

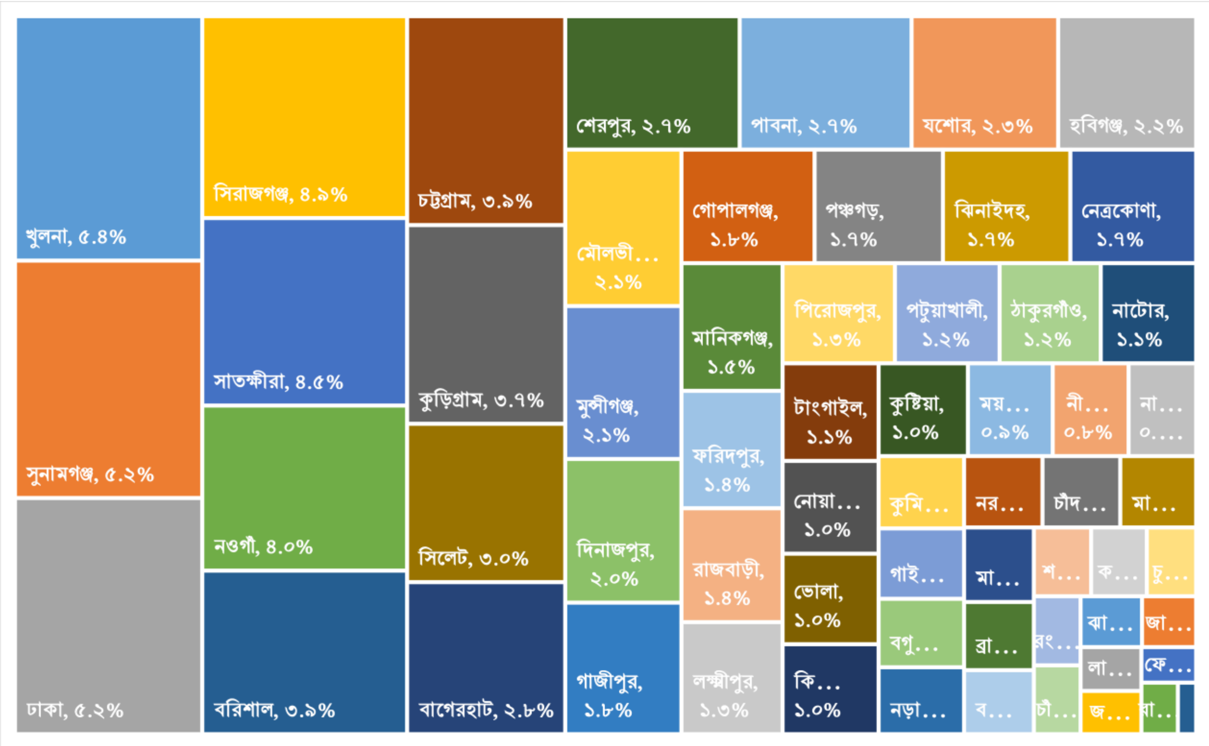

চার্টে দেখা যাচ্ছে জেলাভিত্তিক ‘ক’ তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণ খুলনা, সুনামগঞ্জ, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও নওগাঁয় সর্বোচ্চ

টেবিল ৪.১৭:‘ জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত ‘খ’ তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)	ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা	২৩৪৯৯.৬৫৭	৩২।	লালমনিরহাট	৩৭৩৯.৯৩৫
২।	নারায়ণগঞ্জ	৭৬২১.১২৯	৩৩।	নীলফামারী	৬১৬৫.১৯৫৬
৩।	মানিকগঞ্জ	৯৮৪৫.৭০৫	৩৪।	গাইবান্ধা	২৮৮১.৫৫
৪।	মুন্সীগঞ্জ	১২৬২০.৮৪৬	৩৫।	ঠাকুরগাঁও	৩৫৩৮.০৬
৫।	নরসিংদী	৫৭৫২.১৭	৩৬।	কুড়িগ্রাম	৫৩৫৮.৩১৫
৬।	গাজীপুর	১২৯৯৯.১৮৪	৩৭।	পঞ্চগড়	৪২৫৮
৭।	শরীয়তপুর	৪৩১২.৪২৯	৩৮।	খুলনা	১৪৬১০.৪২৮৫
৮।	মাদারীপুর	৬৮১১.৪৪৩	৩৯।	বাগেরহাট	১৫২৪৮.৮১৯
৯।	টাংগাইল	৪২৭০৭.০২	৪০।	যশোর	২৩৭২০.১
১০।	ফরিদপুর	৮৯৩৭.৭৬৫৫	৪১।	সাতক্ষীরা	২৫০৯১.১১৩
১১।	রাজবাড়ী	৩০০৭.২৭৬	৪২।	মেহেরপুর	৪৭৮৯.৭২
১২।	কিশোরগঞ্জ	১৭২০২.০৬৭	৪৩।	নড়াইল	৯৬৩৬.৬৫
১৩।	গোপালগঞ্জ	২০২৪০.৫	৪৪।	কুষ্টিয়া	৬৪৬৩.৬০৭
১৪।	চট্টগ্রাম	১৭২২২.৫৮৫৯	৪৫।	ঝিনাইদহ	১১৯৩৮.৭১
১৫।	কক্সবাজার	১৯৯৪.৭০৭	৪৬।	মাগুরা	৯২৯২.৫৩

ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)	ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)
১৬।	কুমিল্লা	৩২২৬৮.৫১৮	৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	১৮৭৪৯.৫৫৬৫
১৭।	নোয়াখালী	৮৫০০.৩৭৭	৪৮।	বরিশাল	১৭৬৭২.৭০৭
১৮।	চাঁদপুর	১২৪৬৭.৪০৮	৪৯।	পিরোজপুর	১১৬১০.৫১৮
১৯।	লক্ষ্মীপুর	৪৯৩৮.৯৯৩৩	৫০।	বরগুনা	৩৭২৪.৮৮২৯
২০।	ফেনী	৭৫৪৪.৭৭২	৫১।	ভোলা	৫৮৬১.৩৩
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩৬২৩.৬০৩	৫২।	পটুয়াখালী	৭৪০৫.৬৩৫
২২।	রাজশাহী	১৯৪৯১.৪৫৭৪	৫৩।	ঝালকাঠি	৭২১৩.৯৮৮
২৩।	নওগাঁ	২৫৪৯৩.২৬৯	৫৪।	ময়মনসিংহ	৩৭২৩২.০৫২৩
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪০৫২.৫০১	৫৫।	শেরপুর	২৩৪৯৪.১৪৪
২৫।	সিরাজগঞ্জ	১৩,২৪১.৩৬৯৪	৫৬।	নেত্রকোনা	১৫৬০১.৫৩
২৬।	বগুড়া	৬৪৫৬.৮২	৫৭।	জামালপুর	৫৫৮৯.৫৭২
২৭।	পাবনা	১০০৯৭.০৮১	৫৮।	সিলেট	১৫৪৪৮.৩৫৬
২৮।	নাটোর	১৩২২২.৪২৪৮	৫৯।	হবিগঞ্জ	১২৫৬০.৫০৭
২৯।	জয়পুরহাট	২৫৯৭.৪৩	৬০।	সুনামগঞ্জ	১৫৪৪৮.৩৫৫
৩০।	রংপুর	৩১৪৬.০১৩	৬১।	মৌলভীবাজার	১৪৪৯৬.১৩৬
৩১।	দিনাজপুর	১৫৬৫৬.৯১৫		**মোট=**	**৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১ একর**

চার্ট ৪.৩: জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণে

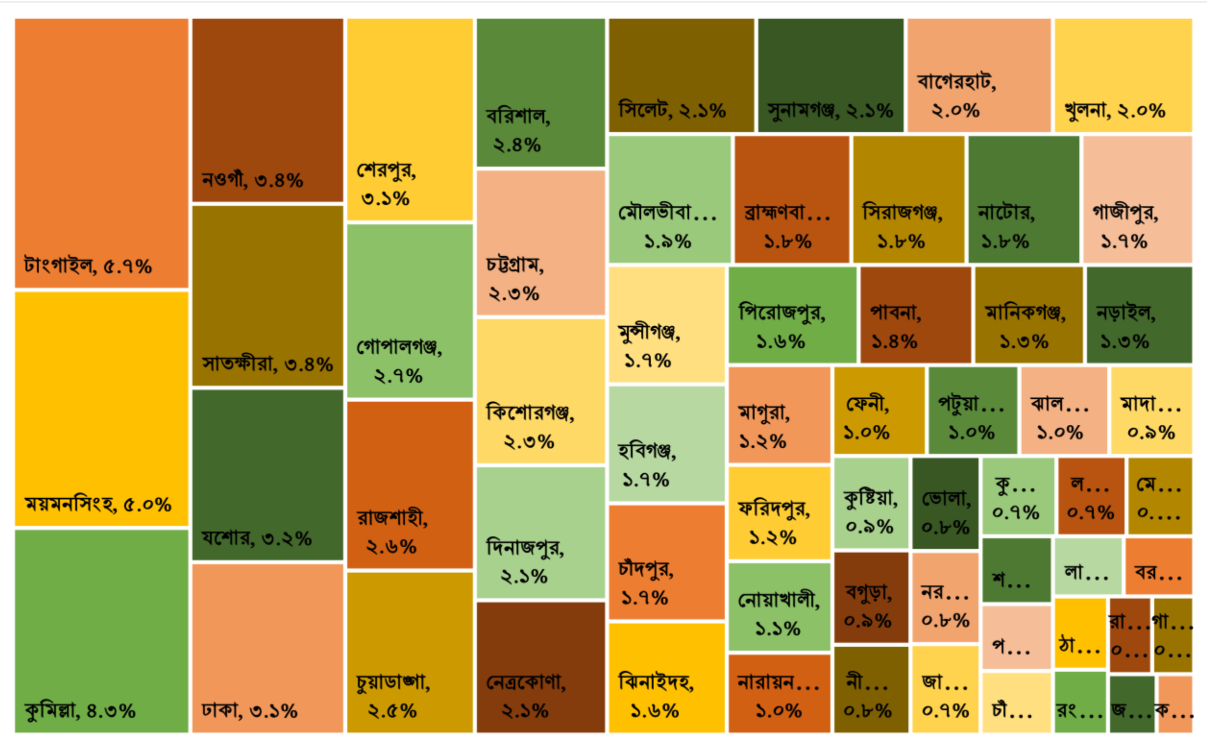

নোট: চার্টে দেখা যাচ্ছে জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত ‘খ’ তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণ টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় সর্বোচ্চ

‘ক’ তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০২০-২১ অর্থ বৎসরে লীজমানির মোট দাবী ও আদায়ের তথ্যাবলী:

টেবিল ৪.১৮: ২০২০-২১ অর্থ বছরে অর্পিত সম্পত্তি হতে মোট দাবী ও আদায়ের পরিমাণ

ক্রমিক নং	জেলার নাম নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরে দাবী (টাকা)	২০২০-২১ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায় (টাকা)	আদায় (শতাংশে) সবুজ সর্বোচ্চ আদায়/লাল সর্বনিম্ন আদায়
(১)	(২)	(৩)	(২)	(৪)
১।	ঢাকা	৮,০৮,৭৯,৭৪৬/-	১,৫৯,৭১,৭৫৮/-	১৯.৭৫%
২।	নারায়ণগঞ্জ	১,৭০,৮৮,৮১০/-	৫,৫৬,০২৯/-	৩.২৫%
৩।	মানিকগঞ্জ	৯৪,৭১,৪৩৯/-	৫৫,৩৭,১০৯/-	৫৮.৪৬%
৪।	মুন্সীগঞ্জ	৬,৩১,৯০,০৫৫/-	৮০,৫৩,৯৫৪/-	১২.৭৫%
৫।	নরসিংদী	৩০,০৬,৪১৮/-	৩০,২৫,৮৯৫/-	১০০.৬৫%
৬।	গাজীপুর	১,৯৪,২০,৬০৫/-	২৯,৯৪,০৭৩/-	১৫.৪২%
৭।	শরীয়তপুর	৪৬,১৪,৯৬২/-	৪,৭৯,১১১/-	১০.৩৮%
৮।	মাদারীপুর	৭২,৫১,২৭৮/-	১৪,৪৫,৭৭০/-	১৯.৯৪%
৯।	টাংগাইল	৬৬,১৫,৩১৫/-	১৬,২৮,১৯৩/-	২৪.৬১%
১০।	ফরিদপুর	১,০৩,২৩,৪৬৬/-	৩৩,৮৩,৯১৯/-	৩২.৭৮%
১১।	রাজবাড়ী	৩০,৩৩,০০৩/-	১,৬৮,২৫০/-	৫.৫৫%
১২।	কিশোরগঞ্জ	১,৫১,৮২,২৯৮/-	২০,৭৪,১০১/-	১৩.৬৬%
১৩।	গোপালগঞ্জ	১,৬০,১৫,৯২৩/-	২০,৩৬,৬৩১/-	১২.৭২%
১৪।	চট্টগ্রাম	৩,২৭,১৩,৫৮৮/-	১,৮৯,৭৪,২৮৮/-	৫৮.০০%
১৫।	কক্সবাজার	৩১,৭১,৯৮৪/-	১,৩৩,৮৮০/-	৪.২২%
১৬।	কুমিল্লা	৪৬,৩২,৮৭০/-	৩৩,৫৮,৫৩১	৭২.৪৯%
১৭।	নোয়াখালী	৯৩,০৮,৩৯০/-	১২,০৬,৩০১/-	১২.৯৬%
১৮।	চাঁদপুর	৬৫,৯১,৪৯২/-	৩৫,৮৯,৯৭৯/-	৫৪.৪৬%
১৯।	লক্ষ্মীপুর	৮২,৭২,৫৩৬/-	৩১,১৯,১৮০/-	৩৭.৭১%
২০।	ফেনী	৫০,৮৫,৬৮৭/-	১,৫৫,৬১৫/-	৩.০৬%
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৩,১২,৩০১/-	৩০,৪৮,০১৩/-	৭০.৬৮%
২২।	রাজশাহী	২,১৫,৬৯,০৪৬/-	৪০,১৩,৭৪২/-	১৮.৬১%
২৩।	নওগাঁ	৯২,৩৭,৮৯০/-	৫১,৭১,৭৭০/-	৫৫.৯৮%
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৫,১৮,৯২১/-	১১,৯৮,৭৯৪/-	৩৪.০৭%
২৫।	সিরাজগঞ্জ	৫৭,৯৫,৮৪৭/-	৩৩,৮৪,৮৭০/-	৫৮.৪০%
২৬।	বগুড়া	৬৬,০৭,৫১৫/-	৩৯,৩৯,৩৭৯/-	৫৯.৬২%
২৭।	পাবনা	৮৯,১৯,৪১০/-	৩৯,৪৮,৩২৯/-	৪৪.২৭%
২৮।	নাটোর	৩৩,০৮,৭১৮/-	১৮,৮২,২৫০/-	৫৬.৮৯%
২৯।	জয়পুরহাট	২২,৬০,৪০৭/-	৩,২৭,৯৭৩/-	১৪.৫১%
৩০।	রংপুর	২,৬১,১১,৫৩১/-	৮৩,৪৮,৫৯৪/-	৩১.৯৭%
৩১।	দিনাজপুর	১,৮০,৩০,০২৪/-	৮৮,৬৬,৯১৭/-	৪৯.১৮%
৩২।	লালমনিরহাট	৩৮,৪১,৯০০/-	১৪,৩২,৬০৪/-	৩৭.২৯%
৩৩।	নীলফামারী	৫৯,৮৮,৫৭৯/-	১৪,০৭,৭৬৭/-	২৩.৫১%
৩৪।	গাইবান্ধা	১৯,৩৪,৮৭৩/-	১৩,১৯,৮৫৫/-	৬৮.২১%
৩৫।	ঠাকুরগাঁও	৫১,৪১,৪৪৭/-	২০,২৩,৫৮৯/-	৩৯.৩৬%
৩৬।	কুড়িগ্রাম	১৭,৭৬,৭২৩/-	৯৩,৩৫০/-	৫.২৫%
৩৭।	পঞ্চগড়	১৭,৭৫,৩৯৭/-	৩০,৩৮৫/-	১.৭১%
৩৮।	খুলনা	১৬৪২৪২৮০/-	৯০,৯১,৯৯২/-	৫৫.৩৬%
৩৯।	বাগেরহাট	১,১২,৪৯,৫৮০/-	৪১,৩০,৮২৭/-	৩৬.৭২%
৪০।	যশোর	৭১,৫৯,৬০২/-	৩১,২৩,২৮৮/-	৪৩.৬২%
৪১।	সাতক্ষীরা	৭১,৫৯,৬০২/-	৪৮,৩৬,৩৯৬/-	৬৭.৫৫%
৪২।	মেহেরপুর	৩,২৭,০৪৮/-	১,৩৮,০৭৩/-	৪২.২২%

ক্রমিক নং	জেলার নাম নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরে দাবী (টাকা)	২০২০-২১ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায় (টাকা)	আদায় (শতাংশে) সবুজ সর্বোচ্চ আদায়/লাল সর্বনিম্ন আদায়
৪৩।	নড়াইল	৪৩,৪৬,০৭৮/-	১০,০৯,৭২৬/-	২৩.২৩%
৪৪।	কুষ্টিয়া	১,১৭,৩৩,০৪০/-	৪১,০৩,০৩৯/-	৩৪.৯৭%
৪৫।	ঝিনাইদহ	৩২,৬০,২৩৬/-	৩৭,৬৯,৪৫৭/-	১১৫.৬২%
৪৬।	মাগুরা	২৪,০০,৭৬১/-	৩৮,১৯০/-	১.৫৯%
৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	৩৪,৩৯,৭০৪/-	৪,৯১,৫০২/-	১৪.২৯%
৪৮।	বরিশাল	২,১৫,৩৯,৬৬৮/-	১,১১,০১,৫৫০/-	৫১.৫৪%
৪৯।	পিরোজপুর	২৯,১৬,৫৪৮/-	১৩,৭৫,৬৫৭/-	৪৭.১৭%
৫০।	বরগুনা	১২,৮০,২৬৮/-	৩,৫৫,২৮৬/-	২৭.৭৫%
৫১।	ভোলা	১৮,৪৪,৫৪৫/-	৭,৯৬,০৫০/-	৪৩.১৬%
৫২।	পটুয়াখালী	৩৪,৩৩,৪১১/-	১১,০৮,২৪৪/-	৩২.২৮%
৫৩।	ঝালকাঠি	৩২,৬৮,৪৪৫/-	৩,৭৯,৯৭৩/-	১১.৬৩%
৫৪।	ময়মনসিংহ	৮,৪৪,২৪,২০৬/-	৬৩,১৬,৩৮৩/-	৭.৪৮%
৫৫।	শেরপুর	৬০,৮২,০৯৪/-	৫,৪৬,৭৬৬/-	৮.৯৯%
৫৬।	নেত্রকোণা	৫৫,১৫,০৬৯/-	১৬,২০,৮৬৬/-	২৯.৩৯%
৫৭।	জামালপুর	৭৩,৬৬,৮০৬/-	৪,৭৬,৪১৩/-	৬.৪৭%
৫৮।	সিলেট	১,৩৭,২২,০৬৩/-	৩৭,৩৩,৪৬৭/-	২৭.২১%
৫৯।	হবিগঞ্জ	১,৮৬,৫৮,৬৩০/-	১৯,১৬,৭৪১/-	১০.২৭%
৬০।	সুনামগঞ্জ	৭,৮১,৬৩,৮৫১/-	৫৭,৩৮,৯৩৭/-	৭.৩৪%
৬১।	মৌলভীবাজার	৩,৩২,০৬,২৪৪/-	৩২,৩৬,৬৭৮/-	৯.৭৫%
	সর্বমোট=	৮০,৫৯,৯৪,১৭৬/-	১৯,৯৭,৫০,০১৮/-	২৪.৭৮%

চার্ট ৪.৩: অর্পিত সম্পত্তি হতে বছরওয়ারী দাবী ও আদায়ের পরিমাণ

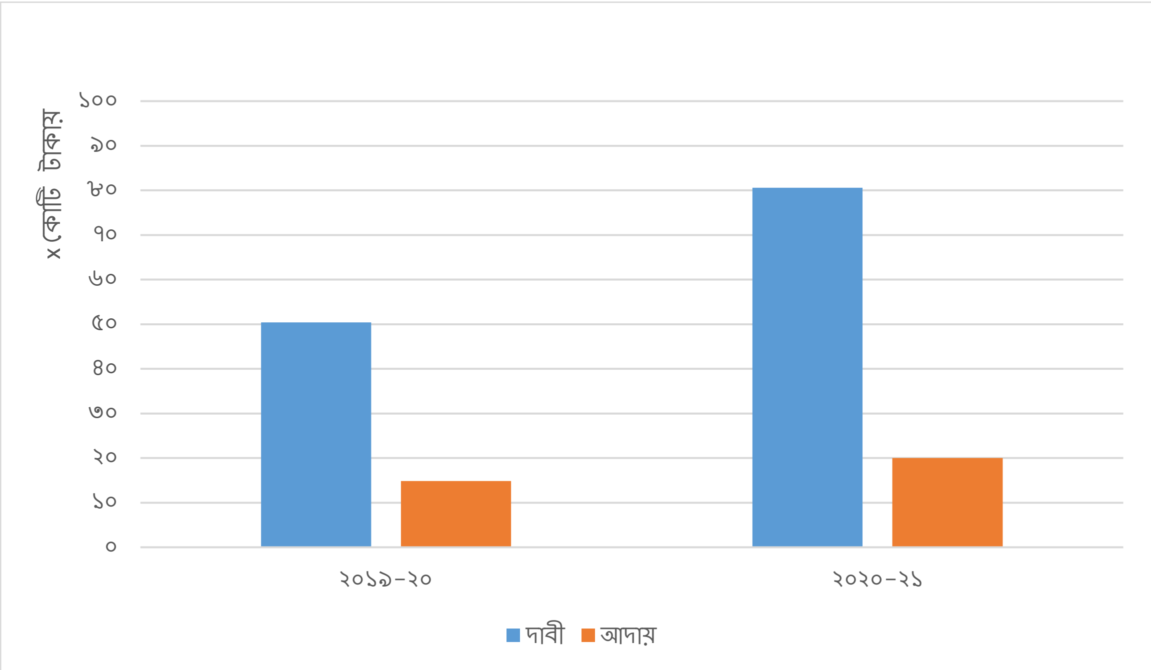

(ছ) পরিত্যক্ত সম্পত্তি:

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জারির মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। অতঃপর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules 1972, The Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any Other Property) Rules 1972, Policy for disposal of Vested/Abandoned Properties 1982, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নগর এলাকাসমূহের বাড়ী ঘর) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২ এবং The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance 1985 প্রভৃতি আইন ও বিধি বিধান জারি করা হয়। The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 এর বিধি ৬ অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে উক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। উল্লিখিত বিধি-বিধান দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে। মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি ১ নম্বর খাস খতিয়ানে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নামে আনয়নের নিমিত্ত একটি পরিপত্র প্রণয়নপূর্বক জারি করা হয়েছে। যার স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৪৫.০৩৬.১৪-৪৩৬;তারিখ: ২০/১২/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।

টেবিল ৪.১৯: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রম	মন্ত্রণালয়ের নাম	জমির পরিমাণ (একর)
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৪৬৫.৩৮০৮
২।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪৯৩.৩৩৫৪
৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯৩.৮৬০০
৪।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২.৯৪৩২
৫।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৫৫৩৫
৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	০.২৪২০
৭।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০.২৫০০
৮।	রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	৮.৯০৪৪
৯।	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২.০০০০
	সর্বমোট=	**৬,০৬৮.৪৬৯৩**

(জ) বিনিময় সম্পত্তি:

বাংলাদেশ হতে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত হতে বাস্তুত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে আসা মুসলমানদের মধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ এর পূর্বে সম্পাদিত দলিলমূলে বিনিময়কৃত সম্পত্তিসমূহ বিনিময় সম্পত্তি নামে পরিচিত। এ সকল সম্পত্তি হস্তান্তরে সত্যতা যাচাইক্রমে প্রকৃত বিনিময়কারীগণের অনুকূলে নিয়মিতকরণের কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা আছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে জেলা প্রশাসক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে থাকেন। গঠিত কমিটি নিম্নরূপ:

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার - সভাপতি

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন সমাজ সেবক - সদস্য

(৩) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান - সদস্য

(৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য সচিব

(ঝ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিধিমালা:

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিধিমালা:

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর ধারা ৩০ অনুযায়ী ধারা ২৬ ও ২৭-এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিধিমালা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনস্বার্থ বিবেচনায় রেখে সুচিন্তিতভাবে উক্ত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। তদুপরি উক্ত বিধিমালার খসড়ার উপর পর্যবেক্ষণ, মতামত, সুপারিশ প্রকাশ করার জন্য উহার কপি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট, ফেসবুক পেইজে, দেশের সকল সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক বরাবর ই-মেইল ও ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্তরুপে পর্যবেক্ষণ, মতামত, সুপারিশ প্রাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর আইন:

The Land Development Tax Ordinance, 1976 এবং উক্ত অধ্যাদেশের কতিপয় সংশোধন ও অর্থ আইন অনুযায়ী সৃষ্ট বিধানবলি মোতাবেক ভূমি উন্নয়ন কর আরোপ ও আদায় হচ্ছে। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নম্বর ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯-এ বাংলাদেশ সুপ্রিমে কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইন অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদান করা সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নম্বর আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত 'The Land Development Tax Ordinance, 1976' অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পায়। তদপরিপ্রেক্ষিতে '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নম্বর আইন) দ্বারা অন্যান্য অধ্যাদেশের পাশাপাশি 'The Land Development Tax Ordinance, 1976' কার্যকর রাখা হয়। সময়ের পরিক্রমায় উক্ত অধ্যাদেশের সংশোধন ও পরিমার্জনসহ বাংলা ভাষায় নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হওয়ায় 'ভূমি উন্নয়ন কর আইন' প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভূমি উন্নয়ন কর আইনের খসড়া জনস্বার্থে সুচিন্তিতভাবে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করে আভ্যন্তরীণ সভায় নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; বিভিন্ন দপ্তরের মতামত, সুপারিশ সংগ্রহসহ আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ/বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ হতে প্রমিতকরণ করা হয়েছে: 'আইনের খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি' র পর্যালোচনা জন্য ২০/০৬/২০২১ তারিখের ২৩৫ নম্বর স্মারকে প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটির পর্যালোচনান্তে কিছু সুপারিশ সহ ০২/০৮/২০২১ তারিখের ১২৬ নম্বর স্মারকে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনাকল্পে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

ছবি ৪.৬: কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সংক্রান্ত বিশেষ মাসিক সভা

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী দুপুরে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সংক্রান্ত বিশেষ মাসিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ছবি ৪.৭: 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালা

২৫ জুন, ২০১৯ তারিখে 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

৪.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা

সম্পূরক মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবী (পরিচালনা ও উন্নয়ন) ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে পরিচালন খাতে বরাদ্দ ছিল ১১৭২,৭১,০০,০০০/- টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৮৪৪,২৩,৪৭,০০০/- টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে পরিচালন খাতে ১১৩৮,৩৪,১৫,০০০/- টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৬৮৭,২১,২৮,০০০/- টাকা। পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় খাত মিলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৮২৫,৫৫,৪৩,০০০/-টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নসমূহে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

টেবিল ৪.২০: ২০২০-২১ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	দপ্তরের নাম	২০২০-২১ বাজেট (হাজার টাকায়)	২০২০-২১ সংশোধিত বাজেট
০১	সচিবালয়	৬৭৯৫২১	৫৬৫৪৭৩
০২	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	২৭৫১৯	২৭০৩৬
০৩	বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক রাজস্ব এ কার্যালয়সমূহ	২৮৭০৮	২৩৪৩৮
০৪	রাজস্ব হিসাব কার্যালয়সমূহ	১৬৩৮৫৮	১৩৩৪৩১
০৫	ভূমি সংস্কার বোর্ড	১৬৫৪৫৭	১২১৬১৩
০৬	উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কার্যালয়সমূহ	৪৮৮৪৫	৪৩৫৯১
০৭	জেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	১২১১২২৭	১০৫৮১৫০
০৮	উপজেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	২৯৮৪৩৯৪	২৭৫৮৬৭০
০৯	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ	৪৬০৭৯৬৪	৪৪৭৪০৫৯
১০	মেট্রো থানা ভূমি অফিসসমূহ	১৪১০০০	১১১৭৩৫
১১	সার্কেল ভূমি অফিসসমূহ	৪৪১১৬	৩৯৯৪৭
১২	ভূমি আপীল বোর্ড	৬৭২৪৫	৪১০৫৬
১৩	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১১২৮২৪	৮০২৯৫
১৪	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৫৫৪৪৮২	৪৪৯৬১৭
১৫	দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৬৩২০৯	৪৫০০৮
১৬	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	২৩৫৪২০	২০৫৫১৬
১৭	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১১৯১১৭৬	১১৯৫৬২১
১৮	ভূমি কমিশন	৯৮৩৫	৯১৫৯
	উপমোট	১২৩৩৬৮০০	১১৩৮৩৪১৫
	উপমোট উন্নয়ন ব্যয়	৯৯৪৭০৩৮	৬৮৭২১২৮
	সর্বমোট পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয়	**২২২৮৩৮৩৮**	**১৮২৫৫৫৪৩**

চার্ট ৪.৪: বছরওয়ারী ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা

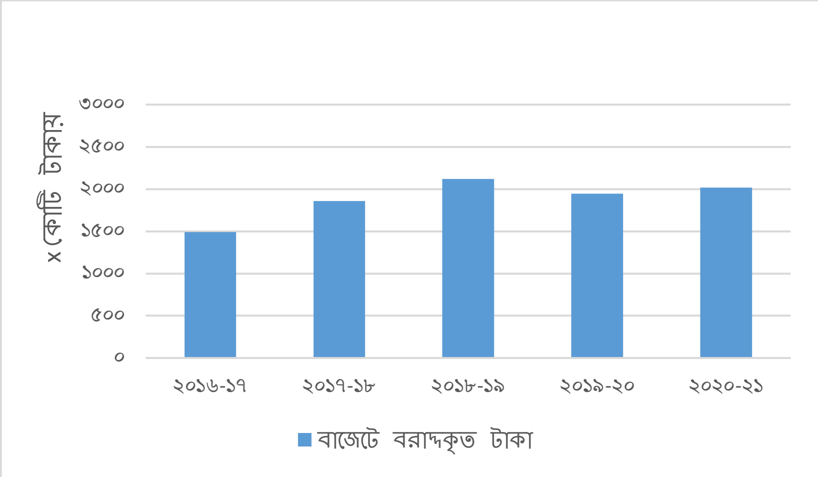

টেবিল ৪.২১: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	৩৯	৭৮.৬৫	০	০	০	৩৯	-
ভূমি মন্ত্রণালয় (মাঠ পর্যায়ের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন)	৬০৭	১,০৬,৮৪৬.০৯	০	০২	৩৩.৯৯	৬০৫	-
ভূমি আপীল বোর্ড	১৯	৪৩.১৭	০৯	-	-	১৯	-
ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৫১৬	৮২.৮৪	৫১৬	৪৪০	৬৬.৯৪	৭৬	-
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	-	-	-	-	-	-
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)এর দপ্তর	--	-	-	-	-	-	-
মোট	**১১৮১**	**১০৭০৫০.৭৫**	**৫২৫**	**৪৪২**	**১০১.৯৩**	**৭৩৯**	**-**

৪.৬ জরিপ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ। এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে সাংবৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তন্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপীল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণ শেষে চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের সমাপ্তি ঘটে।

বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, জবাবদিহি এবং গণমুখী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান জরিপ কার্যক্রমও আধুনিক এবং তথ্য-প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর GNSS (Global Navigation Satellite System)/ ETS (Electronic Transfer Station) মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বিধায় চলমান ডিজিটাল জরিপকে ''বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (Bangladesh Digital Survey)'' সংক্ষেপে BDS নামে নামকরণ করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ । এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে সাংবৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তন্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপিল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণ শেষে চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সারাদেশে বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৪টি মৌজার নতুন জরিপ কার্যক্রম শুরু করার জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এছাড়াও ২৫০৫টি মৌজার জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশিত হয়েছে এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বলিপি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৫৯,৪৭০ টি মৌজা (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত) বিদ্যমান রয়েছে। রিভিশনাল সার্ভে (RS) আরম্ভ হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত মোট ৫১,১৯৯ টি মৌজার জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮,২৭১ টি মৌজার জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১১২৪টি শ্রেণির জমির অস্তিত্ব রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই শ্রেণির ভূমিকে বিভিন্ন নামে নামকরণ এবং এমন কিছু দুর্বোধ্য নাম রয়েছে যা সাধারণ জনগণের নিকট আদৌ বোধগম্য নয়। এই পরিস্থিতিতে ভূমির শ্রেণিসমূহকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজবোধ্য, প্রয়োগযোগ্য ও যুগোপযোগী করে ১৬টি শ্রেণিতে রূপান্তর করার পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়াও খতিয়ান ফরম সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এর চেয়ারম্যান হিসাবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারউল হক কে ৩১ মে, ২০২১ তারিখ হতে পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ছবি ৪.৮: 'ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত
১৫ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে 'ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে 'ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালার উদ্বোধন করার পর বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

৪.৭ অধিগ্রহণ

জনসাধারণের প্রয়োজন বা জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।

ছবি ৪.৯: অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে এল-এ চেক হস্তান্তর

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ভূমি সচিব মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী বাগেরহাটের জেলার রামপাল উপজেলায় নবনির্মিত খানজাহান আলী বিমানবন্দরের জন্য অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এল,এ চেক হস্তান্তর করেন। জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

২০২০-২১ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম, প্রত্যাশী সংস্থা এবং জমির পরিমাণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল ৪.২২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনকৃত (অধিগ্রহণ ১ শাখার ব্যবস্থাপনায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের তারিখ
১	২	৩
১	"রাজৈর-কোটালীপাড়া এফডিসিআই প্রকল্পের আওতায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ" প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য ৩৭.১৪ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৯/০৭/২০২০
২	কিশোরগঞ্জ জেলার "ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩৯.৬৫৬৭ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন।	২২/০৭/২০২০
৩	কিশোরগঞ্জ জেলার "ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩১.৪১৩২ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন।	২২/০৭/২০২০
৪	কিশোরগঞ্জ জেলার" ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২৬.৬৪০৪ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৩/০৭/২০২০
৫	"পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প" বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় ২৮.৩১৫৩ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন।	৩০/০৭/২০২০
৬	"ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১৭.০৮৯৪ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৪/১১/২০২০
৭	"হাওড় এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২.৫৩১৫ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৭/১২/২০২০
৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতাধীন "বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমী" স্থাপনের নিমিত্ত গজারিয়া উপজেলাধীন রায়পাড়া মৌজায় ১০০.৯২ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	২২/০২/২০২১
৯	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন ০৮টি মৌজায় Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Project (DESWSP) শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১৯.৯৯৫০ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৮/০২/২০২১
১০	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী মৌজায় ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) এর ডিপো ও ডিপো এক্সে করিডোর নির্মাণের জন্য ৯২.৯৭২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৩/০৩/২০২১
১১	"পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প" এর জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান ও শ্রীনগর উপজেলাধীন ১৭টি মৌজায় ৩৩.২২৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৬/০৫/২০২১
১২	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের জন্য ঢাকা জেলার উত্তরা থানা ও সাভার উপজেলাধীন ০৯টি মৌজায় ৪১.৬১৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৬/০৫/২০২১
১৩	ঢাকা ওয়াসার Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Project (DESWSP) শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার মোট ০৪টি মৌজায় ২২.০৬৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৬/০৫/২০২১

টেবিল ৪.২৩: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহ (অধিগ্রহণ ১ শাখার ব্যবস্থাপনায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩
১	ঢাকা ওয়াসার " হাজারীবাগ, বাইশটেকি, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ি খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পন:খনন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩.৫৬৯৫৫ (তের দশমিক পাঁচ ছয় নয় পাঁচ পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন। (জেলা প্রশাসক ঢাকা)	০৭/১০/২০২০
২	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুর এপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৫.১৪০৫ (পাঁচ দশমিক এক চার শূন্য পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক গাজীপুর)	০৭/১০/২০২০
৩	রাজশাহী বিভাগীয় শহরের বোয়ালিয়া থানাধীন ছোট বনগ্রাম মৌজায় ০১টি সরকারী মাধ্যমিক' বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।(জেলা প্রশাসক, রাজশাহী)	০৭/১০/২০২০
৪	'ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৭/১০/২০২০
৫	ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	০৭/১০/২০২০
৬	"পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প" এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলায় ফতুল্লা থানাধীন আলীগঞ্জ ও দাপা ইদ্রাকপুর মৌজায় আর, এস বিভিন্ন দাগে মোট ২.৭৩২১ (দুই দশমিক সাত তিন দুই এক) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	০৭/১০/২০২০
৭	ঢাকা ওয়াসার ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনবল ওয়াটার সাপ্লাই (DESWS) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে রূপগঞ্জের গন্ধর্বপুর এলাকায় প্রস্তাবিত ৫০০ (MLD) ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার পরিশোধিত পানির ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার উপজেলাধীন হরিনাগ্রাম, রূপগঞ্জ, নাওড়া ও গন্ধর্বপুর মৌজা এলাকায় ১৭.৩১৭৫ (সতের দশমিক তিন এক সাত পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	০৭/১০/২০২০
৮	"স্কায়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লি:" এর সম্প্রসারিত উৎপাদন কারখানার স্থাপনা নির্মাণের নিমিত্ত ১.০০২৫ (এক দশমিক শূন্য শূন্য দুই পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, পাবনা)	০৭/১০/২০২০
৯	ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪ লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ" প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলাধীন ৩.৭৪৪৩ (তিন দশমিক সাত চার চার তিন) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৭/১০/২০২০
১০	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ব্যক্তিমালিকানাধীন ১.০৪৭৬ (এক দশমিক শূন্য চার সাত ছয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৭/১০/২০২০

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ
১১	“পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প” বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ রেল ওয়ের অনুকূলে ১৪.৭৬২৮ (চৌদ্দ দশমিক ছয় দুই আট) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৭/১০/২০২০
১২	“ঢাকা ওয়াসা’র এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই শীর্ষক” প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার মাদানী এভিনিউ সংলগ্ন বড় বেড়াইদ, ছোট বেড়াইদ, সাতারকুল ও ভাটারা মৌজায় বিভিন্ন দাগে ৫.৪২৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০২/১২/২০২০
১৩	“এস্টাবলিশমেন্ট অব সোশ্যাল সার্ভিসেস কমপ্লেক্স ইন ৬৪ ডিস্ট্রিক্টস” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২য় পর্যায় গাজীপুর জেলার সমাজসেবা কমপ্লেক্স, গাজীপুর অনুকূলে গাজীপুরের অনুকূলে গাজীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জয়দেবপুর মৌজায় আরএস-১৩৫২ নম্বর দাগে ০.৬৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, গাজীপুর)	০২/১২/২০২০
১৪	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠান (২য় সংশোধিত) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন খিরসন মৌজায় ১৭.০০ (সতেরো দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, রাজশাহী)	০২/১২/২০২০
১৫	ডিএমপি’র “চকবাজার পুলিশ ফাঁড়ি” নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লালবাগ মৌজার ০.০৫৪৫২ (শূন্য দশমিক পাঁচ চার পাঁচ দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০২/১২/২০২০
১৬	“জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রিজ কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ” শীর্ষক প্রকল্পের জেটি নির্মাণের লক্ষ্যে ০.০৬ (শূন্য দশমিক শূন্য ছয়) একর ভূমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	০২/১২/২০২০
১৭	ডিএমপি’র “চকবাজার পুলিশ ফাঁড়ি” নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লালবাগ মৌজার ০.০৪৫২ (শূন্য দশমিক শূন্য চার পাঁচ দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০২/১২/২০২০
১৮	“জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ” শীর্ষক প্রকল্পের জেট নির্মাণের লক্ষ্যে ০.০৬ (শূন্য দশমিক শূন্য ছয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	০২/১২/২০২০
১৯	“১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল স্টেশন স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোনাবাড়ী গাজীপুর মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ০.৮০ একর অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, গাজীপুর)	০২/১২/২০২০
২০	“১১ টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১.১৪ (এক দশমিক এক চার) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, গাজীপুর)	২৫/০৩/২০২১
২১	গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্সসহ ফোর্সের ব্যারাক, প্যারেড, গ্রাউন্ড, অফিস ও অন্যান্য স্থাপন নির্মাণের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন যোগীতলা মৌজার আরএস বিভিন্ন দাগে ১০.০০ (দশ দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, গাজীপুর)	২৫/০৩/২০২১
২২	পিজিসিবি’র প্রস্তাবিত “বন্দর ১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রিড উপকেন্দ্র” নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলাধীন সাতেঙ্গা ও কাশিয়ারা মৌজায় আর, এস বিভিন্ন	২৫/০৩/২০২১

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ
	দাগে-১.০১৬২ (এক দশমিক শূন্য এক ছয় দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	
২৩	রাজশাহী জেলার সদর মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ০.০৪০১ (শূন্য দশমিক শূন্য চার শূন্য এক) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।(জেলা প্রশাসক, রাজশাহী)	২৫/০৩/২০২১
২৪	"১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন জালকুড়ি মৌজায় আরএস বিভিন্ন দাগে ১.৫০ (এক দশমিক পাঁচ শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	২৫/০৩/২০২১
২৫	"হাজীগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ফতুল্লা থানার ইসদাইর মৌজার ০.৩৩ (শূন্য দশমিক তিন তিন) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	২৫/০৩/২০২১
২৬	গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এর বাসভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের নিমিত্ত গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর থানাধীন চান্দনা মৌজার আরএস ৫৮৬ ও ৫৮৮ নম্বর দাগে ০.৩৩০০ (শূন্য দশমিক তিন তিন শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, গাজীপুর)	২৫/০৩/২০২১
২৭	'রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন দাগে ৩৪.৭২৫৮ (চৌত্রিশ দশমিক সাত দুই পাঁচ আট) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	০৯/০৬/২০২১
২৮	ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া- বাবুবাজার লিংক সড়কসহ মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক ৪ লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ৩.৭৪৪৩ (তিন দশমিক সাত চার চার তিন) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৯/০৬/২০২১
২৯	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন '৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়' স্থাপন প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী বিভাগীয় শহরে বোয়ালিয়া থানাধীন বড়বনগ্রাম মৌজায় ০১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।(জেলা প্রশাসক, রাজশাহী)	০৯/০৬/২০২১
৩০	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫), নর্দার্ন রুট এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য ১ম পর্যায়ে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন কোন্ডা মৌজার ৭৭.৯৯০০ একর এবং বিলামালিয়া মৌজার বিভিন্নদাগে ২১.২৬০০ একরসহ সর্বমোট ৯৯.২৫০০ (নিরানব্বাই দশমিক দুই পাঁচ শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৯/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
৩১	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর মেট্রোপলিটন এলাকার মতিঝিল থানাধীন উত্তর ব্রাহ্মণচিরণ মৌজার ১.৬৮৯২ একর ও মতিঝিল মৌজার ০.১৮৬৭ একরসহ সর্বমোট ১.৮৭৫৯ (এক দশমিক আট সাত পাঁচ নয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৯/০৬/২০২১
৩২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে 'আমিন বাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বলিয়াপুর	০৯/০৬/২০২১

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ
	মৌজার বিভিন্ন দাগে মোট ৭৯.১৭৯৯ (উনআশি দশমিক এক সাত নয় নয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	
৩৩	ঢাকা-এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ৩য় ধাপ (অতিরিক্ত-৪) বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা জেলার ১.১০৬৯ (এক দশমিক এক শূন্য ছয় নয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৯/০৬/২০২১
৩৪	ঢাকা ওয়সার'র উত্তরা এলাকায় পয়:শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার তুরাগ থানার ধউর ও নলভোগ মৌজার কম/বেশি ৫২.৩০১৫ (বায়ান্ন দশমিক তিন শূন্য) এক পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)	০৯/০৬/২০২১
৩৫	'১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ মডার্ন ফায়ার স্টেশনের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন শিমরাইল মোট ০.৩৩ (শূন্য দশমিক তিন শূন্য) এক পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	০৯/০৬/২০২১
৩৬	পাঁচদোনা-ভাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়কসহ একস্তর নীচু দিয়ে উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ-৪ লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিংকসহ) প্রকল্পের সড়ক নির্মাণের জন্য ৬.১২০ (ছয় দশমিক এক দুই শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। (জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ)	০৯/০৬/২০২১

টেবিল ৪.২৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনকৃত (অধিগ্রহণ ২ শাখার ব্যবস্থাপনায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের তারিখ
১	২	৩
১	কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২১/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে মোট ২৭.২৩৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন	২৫/০৬/২০২০
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1)' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১৬.৮৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৫/০৮/২০২০
৩	"চট্টগ্রাম বন্দর সুবিধাদি সম্প্রসারণ (বে-টার্মিনাল)" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ৮০৩.১৭১০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন।	২২/০৬/২০২১
৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে ১৬/২০১৭-১৮ নম্বর এলএ কেসমূলে ৬৫২.৯৯ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন।	২২/০৬/২০২১

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের তারিখ
৫	"খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কুলনা জেলার দৌলতপুর থানাধীন আড়ংঘাটা মৌজায় ০.২২৭০ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন।	২২/০৬/২০২১
৬	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার গলচিপাস্থ পোল্ডার নম্বর-৪৩/২ সি এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, পুনর্বাসন এবং রেগুলেটর নির্মাণের নিমিত্ত ৫৭.১৫৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	২২/০৬/২০২১
৭	"খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণে র জন্য অধিগ্রহণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন মাথাভাঙ্গা মৌজায় ০৭/২০১৯-২০ নম্বর এলএ কেসে ১১.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	১১/০২/২০২১
৮	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1)' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০.৬৪ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৮/১২/২০২০
৯	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনভুক্ত 'বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত সংযোগ খাল খনন' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৩২/২০১৮-১৯ নম্বর এলএ কেসে ৩.৭৮১৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৪/১১/২০২০
১০	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ০৬/২০১৯-২০ নম্বর এলএ কেসে ১২৩.৯০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৪/১১/২০২০
১১	নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (আর-২০৩)' বাস্তবায়নের জন্য ০৮/২০১৮-১৯ নম্বর এলএ ৮৬.৪৬৬৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৩/১১/২০২০
১২	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনভুক্ত 'বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত সংযোগ খাল খনন' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ০৫/২০১৯-২০ নম্বর এলএ কেসে ৬.৯৫৯৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	০৩/১১/২০২০
১৩	'কর্ণফুলী নদীর তলাদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলাধীন ৪টি মৌজায় ১১/২০১৯-২০ নম্বর এলএ কেসে ১.৬২৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	০৩/১১/২০২০
১৪	'চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০১/২০১৯-২০ নম্বর এলএ কেসে ০.৮৩৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	০৫/০৮/২০২০
১৫	'চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২৩/২০১৮-১৯ নম্বর এলএ কেসে ৩.৯৩৯০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	০৫/০৮/২০২০
১৬	'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য লালমাই পাহাড় মৌজায় ১৮/২০১৮-১৯ নম্বর এলএ কেসে ১৯৮.৮৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৭/০৭/২০২০
১৭	কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন বাঁকখালী নদীর উপর কস্তরীঘাটে ৫৯৫.০০ মিটার Pc Box Girder Bridge ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ০৮/২০১৯-২০ নম্বর এলএ কেসে ২১.০৮৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৪/০২/২০২১

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের তারিখ
১৮	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ০৫/২০১৯-২০ নম্বর এলএ কেসে ১৫৯.৩৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৩/১১/২০২০
১৯	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্পের আওতাধীন 'করেরহাট ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি জিআইএস গ্রীড উপকেন্দ্র' নির্মাণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার জয়পুর পূর্ব জোয়ার মৌজায় ০৬/২০১৯-২০ নম্বর এল এ কেসে মোট ২৫.০০ (পঁচিশ) একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৫/০১/২০২১
২০	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর "পায়রা বন্দর"-এর কোল টার্মিনালের সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ০৫/২০২০-২১ নম্বর এল এ কেস মূলে ১.৯৫ একর ভূমি অধিগ্রহনের চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৮/০৫/২০২১

টেবিল ৪.২৫: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহ (অধিগ্রহণ ২ শাখার ব্যবস্থাপনায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩
০১	'খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ারেজ অঞ্চল-০১ এর জন্য একটি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ০.২৪৭১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	১৫/০৬/২০২১
০২	'খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ারেজ অঞ্চল-০৬ এর জন্য একটি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ০.২৪৭১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	১৫/০৬/২০২১
০৩	'খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ারেজ অঞ্চল-০৮ এর জন্য একটি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ০.২৪৭১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৫/০৬/২০২১
০৪	'খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ারেজ অঞ্চল-০৭ এর জন্য একটি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ০.২৪৭১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	২০/০৫/২০২১
০৫	'খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ারেজ অঞ্চল-০২ এর জন্য একটি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ০.২৪৭১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২০/০৫/২০২১
০৬	'খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ারেজ অঞ্চল-০৯ এর জন্য একটি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ০.৩৭০৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২০/০৫/২০২১
০৭	খুলনা শহরের ভূমি অফিসের অন্তর্গত ছোট বয়রা মৌজার 'খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ারেজ অঞ্চল-০৪ এর জন্য একটি স্যুয়ারেজ পাম্পিং ষ্টেশন নির্মাণের জন্য ০.২৪৭১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২০/০৫/২০২১

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদনের তারিখ
০৮	‘খুলনা শহরে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ারেজ অঞ্চল-০৩ এর জন্য একটি স্যুয়ারেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ০.২৯৬৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	২০/০৫/২০২১
০৯	‘খুলনা শহরে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ড্রেন নির্মাণের নিমিত্ত ৩.৮৩০৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	১১/১১/২০২০
১০	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার ভার্তখলা মৌজার রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ০.০৯০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৫/০৬/২০২১
১১	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের লামাবাজার মোড় রাস্তা সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ০.১০৪১ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৭/০৫/২০২১
১২	চট্টগ্রাম জেলার ডবলমুরিং থানাধীন দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজায় ৩৩/১১ কেভি, ২X২০/২৬ এমভিএ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ০.৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৭/০৫/২০২১
১৩	চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও (সাবেক পাঁচলাইশ) থানাধীন চান্দগাঁও মৌজায় ৩৩/১১ কেভি, ২X২০/২৬ এমভিএ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ০.৫১৯৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৭/০৫/২০২১
১৪	চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানাধীন পশ্চিম ষোল শহর মৌজায় ৩৩/১১ কেভি, ২X২০/২৬ এমভিএ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ০.৪৮ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৭/০৫/২০২১
১৫	চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালী (কোরবানীগঞ্জ) থানাধীন পাথরঘাটা মৌজায় ৩৩/১১ কেভি, ২X২০/২৬ এমভিএ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ০.৩৭৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৭/০৫/২০২১
১৬	চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানাধীন মোহরা মৌজায় ৩৩/১১ কেভি, ২X২০/২৬ এমভিএ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ০.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৭/০৫/২০২১
১৭	চট্টগ্রাম জেলার হালিশহর থানার অন্তর্গত উত্তর হালিশহর মৌজায় “পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প” এর আওতাধীন “আনন্দবাজার ১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রীড উপকেন্দ্র” নির্মাণের লক্ষ্য ১৫.০০ (পনের) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	০৩/০৬/২০২০
১৮	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য পূর্ব পাহাড়তলী মৌজার ০.৪৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৮/১২/২০২০
১৯	খুলনা জেলার লবনচরা থানাধীন বাংলাদেশ স্কুল অব লজিস্টিকস এন্ড ম্যানেজম্যান্ট (সোলাম) সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২.৬৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	০৩/০৬/২০২০
২০	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্ষেত্রখালি খালের দক্ষিণপ্রান্ত হতে মাথাভাঙ্গা ২নং স্লুইচ গেট খাল পর্যন্ত সংযোগ ড্রেন নির্মাণের জন্য ০.৬৪ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	১১/১১/২০২০
২১	‘বহদ্দারহাট বাড়ইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত সংযোগ খাল খনন ৩/৫’ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ৯.৫০৪৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৭/০৫/২০২১
২২	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা মৌজায় ০১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ২.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।	২৭/০৫/২০২১

৪.৮ উন্নয়ন

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ: (কোটি টাকায়)

টেবিল ৪.২৬: ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয়

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র:সা:)	আরএডিপিতে বরাদ্দ (প্র:সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১)	৯৪১.৮১৩০ (-)	৭৪.৫৪ (-)
২	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	১০.৯৪৪২ (৭.৮৭৭১)	৭.৪৭ (৬.২৫)
৩	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১)	৭৪৬.৭৮০২	৮০.০০
৪	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	১৮৪.০৪২৩ (-)	৯৪.০৩ (-)
৫	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১)	৭১৫.৪৭০০ (-)	১২০.০০ (-)
৬	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৩৫১.৮৬২২ (২৮১.০৩২৬)	২.৪২ (০.৬৫)
৭	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	১১৯৭.০৩	১১৭.২০
৮	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	১২১২.৫৫	২৫.৭৫
৯	মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	৩৩৭.৬০	৫.২৪

চার্ট ৪.৫: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও মোট প্রকল্প ব্যয়ের তুলনা

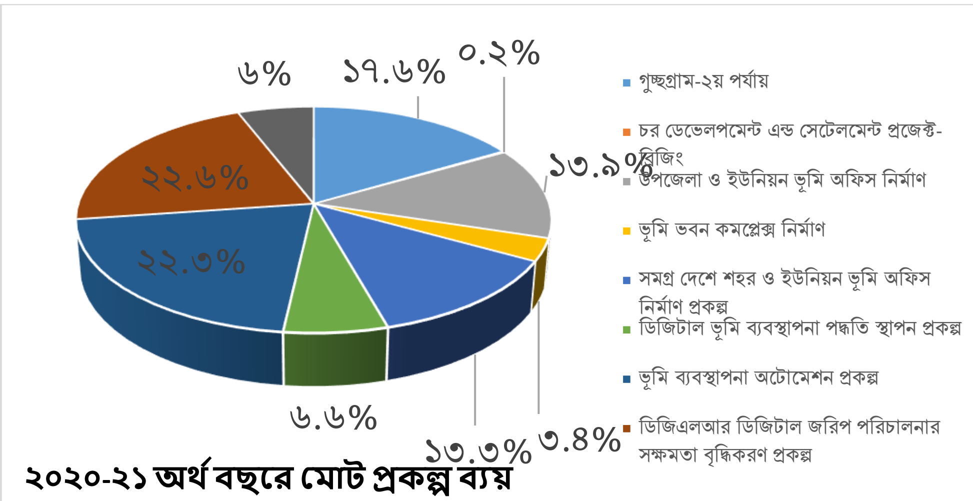

৪.৮.১ অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

২০২০-২১ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন এবং ক্যাবিনেট ডিভিশনের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেক্টর ভিত্তিক চলমান এ প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

(ক) সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন

১। ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবন পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প।

২। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

৩। উপজেলা/জেলা ভূমি অফিসসমূহে স্থাপিত রেকর্ড রুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প।

৪। বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।

৫। বাংলাদেশ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প।

৬। ২০টি রিভিশনাল/জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প।

৪.৮.১ **২০২০-২১ অর্থ বছরে একনেকে অনুমোদিত প্রকল্প:**

১. ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প:

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক "ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,১৯৭.০৩ কোটি টাকা।

২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প:

এ প্রকল্পের মাধ্যমে (ক) পটুয়াখালী জেলার ৮টি এবং বরগুনা জেলার ৬টি সহ ১৪টি উপজেলার ডিজিটাল মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা; (খ) ৩টি পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলায় ৪৭০টি উপজেলায় সকল আরএস খতিয়ান, মৌজাম্যাপ স্ক্যানিং, স্কেলিং, ভেক্টরাইজিং, জিইওডেটিক সার্ভে এর মাধ্যমে জিওরেফারেনসিং করে ডিজিটাল মৌজাম্যাপ প্রস্তুত করা; (গ) Digital Land Surveying System (DLSS) প্রতিষ্ঠা করা; এবং (ঘ) ৪০ জন ToT এবং ২১৭১ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১২.৫৪৮৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা হিসেবে সারাদেশে ৪৫৯টি ও ঢাকা মহানগরীর ১১টিসহ মোট ৪৭০টি উপজেলা (৩টি পার্বত্য জেলা, এ্যাকসেস টু ল্যান্ড প্রকল্প, ইডিসিএফ প্রকল্প, পলাশ ও সাভার উপজেলা ব্যতীত) উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.২৭: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়

ক্র. নং	অর্থ বছর	আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)			ব্যয় ও শতকরা হার (কোটি টাকা)		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
১	২০১৬-১৭	২৬৬.৮৮	৮৭.৭৪	৩৫৪.৬২	২৫৮.৫১ (৯৬.৮৬%)	৯২.০৬ (১০৪.৯২%)	৩৫০.৫৭ (৯৮.৮৬%)
২	২০১৭-১৮	৭৬৯.৪২	০.২২	৭৬৯.৬৪	৬৩৩.১৪০১ (৮২.২৯%)	০.২১৯৮ (১০০%)	৬৩৩.৩৫৯৯ (৮২.২৯%)
৩	২০১৮-১৯	৪৭৭.২৪	-	৪৭৭.২৪	৩৯১.০৩ (৮১.৯৪%)	-	৩৯১.০৩ (৮১.৯৪%)
৪	২০১৯-২০	৪৩৫.৭৭	৭৩.০৯	৫০৮.৮৬	৩৬১.৭৯ (৮৩.০২%)	-	৩৬১.৭৯ (৭১.১০%)
৫	২০২০-২১	৫১৯.৭৫	৬.৯০	৫২৬.৬৫	৩৮৮.৪১ ৭৪.৭৩%	২.৭৫ ৩৯.৮৫%	৩৯১.১৬ ৭৪.২৭%

চার্ট ৪.৬: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক হার

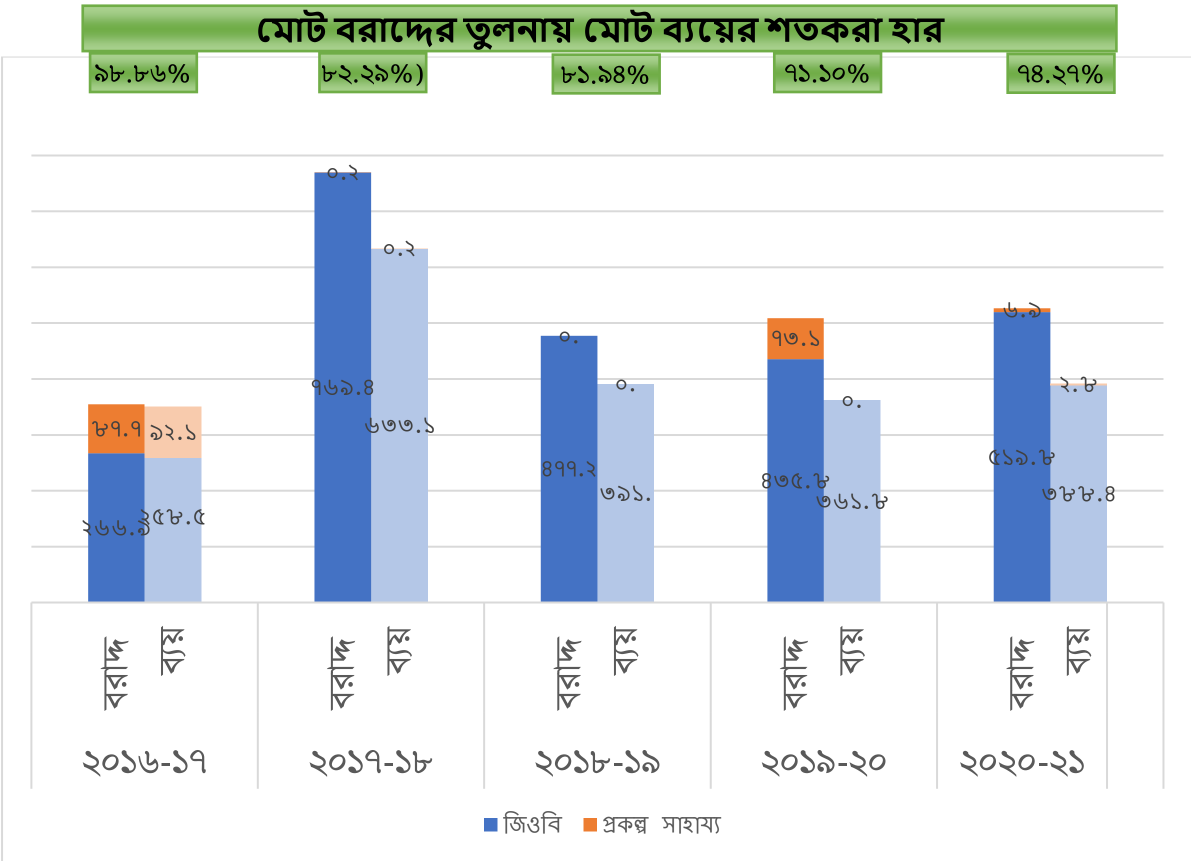

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) আওতায় ৫২৬.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি খাতে ৫১৯.৭৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৬.৯০ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন’ ২১ পর্যন্ত ৩৯১.১৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের

৭৪.২৭%। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জিওবি খাতে ৩৮৮.৪১ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ২.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

টেবিল ৪.২৮: ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বছরের বছরের জুন ২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুন ২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১)	৯৪১.৮১৩০ (-)	৭৪.৫৪ (-)	৬০.১১ (-)	৭৬২.৮০
২	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	১০.৯৪৪২ (৭.৮৭৭১)	৭.৪৭ (৬.২৫)	৩.৭১ (২.৭৫)	৩.৮৩ (২.৭৫)
৩	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১)	৭৪৬.৭৮০২	৮০.০০	৭৮.২৮ (-)	৫৭৮.৬৬
৪	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	১৮৪.০৪২৩ (-)	৯৪.০৩ (-)	৯০.৫৬	১৭৮.৯৯
৫	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১)	৭১৫.৪৭০০ (-)	১২০.০০ (-)	১১৭.২৩ (-)	৪০৭.৭২
৬	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৩৫১.৮৬২২ (২৮১.০৩২৬)	২.৪২ (০.৬৫)	০.৬৫ (০.০)	৩.৪৪ (০.০)
৭	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	১১৯৭.০৩	১১৭.২০	৩৫.৭০	৩৫.৭০
৮	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	১২১২.৫৫	২৫.৭৫	০.০৬	০.০৬
৯	মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	৩৩৭.৬০	৫.২৪	৪.৮৬	৪.৮৬

চার্ট ৪.৭: ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়)

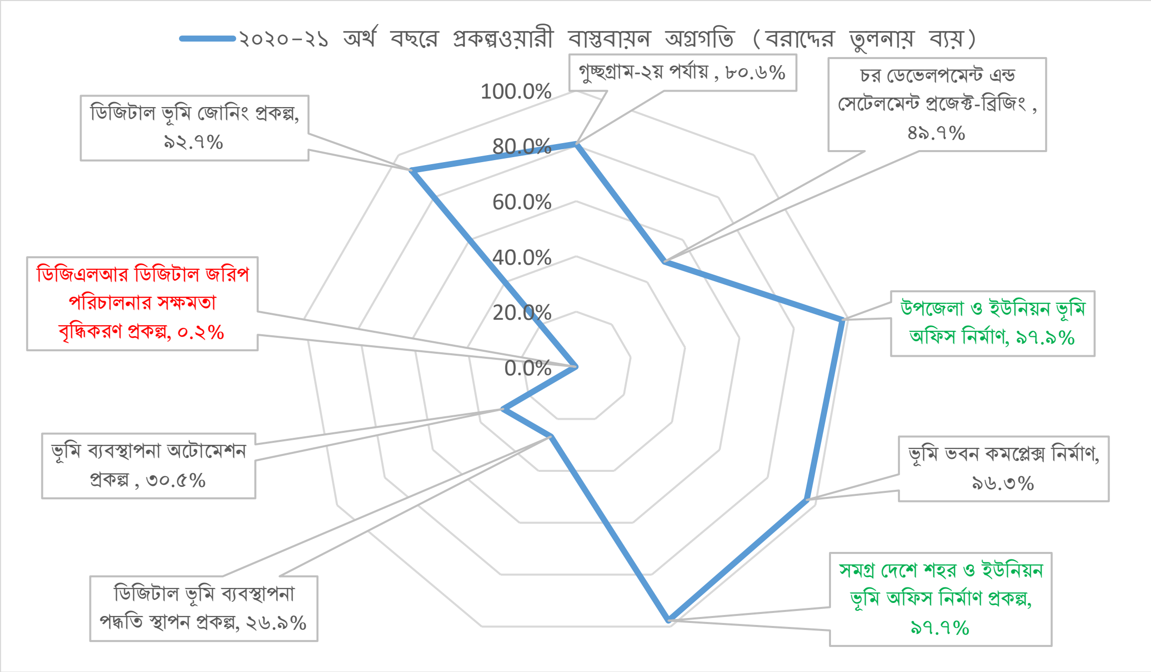
২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়)
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় , ৮০.৬%
চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং , ৪৯.৭%
উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ, ৯৭.৯%
ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ, ৯৬.৩%
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প, ৯৭.৭%
ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প, ২৬.৯%
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প , ৩০.৫%
ডিজিএলআর ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ০.২%
ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প, ৯২.৭%

৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি

১. গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১)

ছবি ৪.১০: গোবিন্দশ্রী গুচ্ছগ্রাম, মদন, নেত্রকোনা

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চল সহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষে দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) রামগতি থানা। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ‘পোড়াগাছা’ গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারি খাস জমিতে পত্তন হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম ‘পোড়াগাছা’। পরবর্তীতে ‘পোড়াগাছা’ গুচ্ছগ্রামের ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ১-এর আওতায় ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০৮০টি আদর্শগ্রামে ৪৫৬৪৭টি পরিবার, আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ২-এর আওতায় ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৪২৭টি আদর্শগ্রামে ২৫৩৮৫টি পরিবার, গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০৭০৩টি পরিবারসহ সারা দেশে ১৭৬১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮১,৭৩৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯৪১.৮১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর’ ১৫ হতে জুন’ ২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫০ হাজার

ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ৯৩৭টি গুচ্ছগ্রামে ৩৬,৪৭৮ টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

টেবিল ৪.২৯: ২০১৯-২০ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	**প্রকল্পের নাম**	**গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহেবিলিটেশন) প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যাদি:**
১	বাস্তবায়নকাল	০১ অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১
২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	সরকারী খাস জমিতে বসতভিটা ও ঘরবাড়ী নির্মাণ করে ভূমিহীন ও ঠিকানাবিহীন পরিবারদের পুনর্বাসন করা, পুনর্বাসিত পরিবারদের প্রশিক্ষণ প্রদান , ক্ষুদ্র ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে স্বাবলম্বী করণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।
৩	প্রকল্প এলাকা	তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতিত সমগ্র বাংলাদেশ।
৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৯৪১৮১.৩০ লক্ষ টাকা (নয়শত একচল্লিশ কোটি একাশি লক্ষ ত্রিশ হাজার)
৫	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	৭০২৬৮.৪৩ লক্ষ (সাতশত দুই কোটি আটষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র

(খ) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদির বিবরণ

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে ন্যূনতম ৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা জানালা সম্বলিত ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা, সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য প্রতি ৫ থেকে ১০টি পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকূপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৭৭৮ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইটের দেয়াল, স্টিলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি ‘মাল্টিপারপাস হল’ নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান করা হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারকে ফলদ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও লিঙ্গ সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারি করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি পরিবারকে বিআরডিবির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়, জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকূলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সুবিধার্থে গুচ্ছগ্রামের পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ করা হয়। নির্মিত গুচ্ছগ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন থাকলে ঐ সকল গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

- জলবায়ু দুর্গত ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদী ভাঙ্গানে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ৫০,০০০টি পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন;
- বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদী ভাঙ্গানের ফলে দুর্গত পরিবারকে ন্যূনতম ০.১৫ একর সরকারি খাস জমিতে সৃজিত ইকোভিলেজে ০.০৪ একর থেকে ০.০৮ একর বসত ভিটাসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক নামে রেজিস্ট্রি কবুলিয়ত প্রদান করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
- পুনর্বাসিত পরিবারের-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ইত্যাদি সুবিধাদি প্রদানসহ পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী পুকুর লীজ প্রদান;
- পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ;
- প্রত্যন্ত এলাকায় পুনর্বাসিত/পুনর্বাসিতব্য গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।

(ঘ) প্রকল্পের মুল কার্যাবলী

- সরকারি খাস জমিতে গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের লক্ষ্যে কাবিখার আওতায় মাটির কাজ সম্পন্ন করণ;
- প্রতি পরিবারের জন্য ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং ৫ রিং বিশিষ্ট স্যানিটারি ল্যাটিন নির্মাণ, পরিবার প্রতি নির্মাণ ব্যয়, ১,৫০,০০০টাকা -/;
- ৩০ বা তদূর্ধ্ব পরিবার বিশিষ্ট গুচ্ছগ্রামে ৯৯০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ;
- নিরাপদ সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার নলকূপ স্থাপন;
- প্রতি পরিবারকে একটি করে উন্নত চুলা প্রদান;
- আশে পাশে বিদ্যুৎ লাইন থাকা সাপেক্ষে প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বিআরডিবি'র মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- পরিবেশ উন্নয়নে প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করা;
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমূহের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (মাটিরকাজ) সম্পাদন;
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বসত ভিটা উঁচুকরণ, পুকুরখনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ;
- এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২০ পর্যন্ত)

টেবিল ৪.৩০: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	অর্জন(ক্রম.)
০১।	গ্রামের সংখ্যা	২৫০০টি	২৬	৭৫০	১৩১০	৪১৪	৩১	২১২	
		অর্জন	২৪	১৪১	৫৪৭	১৯৮	৩১	১৮০	১১২১
০২।	গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর	৫০,০০০টি	৮০০	১৫০০০	২৬০০০	৮২০০	১০৬৯	৩২৮১	

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	অর্জন(ক্রম.)
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	২২৭৯৭	৭৫৫২	১০৬৯	৩০৬৫	৩৯৪০১
০৩।	মাল্টিপারপাস হল	৩৪০ টি	১২	১২০	১০০	৫৮	৫০		
		অর্জন	১২	৫০	৯১	৯৫	১৬		২৬৪
০৪।	নলকূপ স্থাপন	৫৮০০টি	১৫১	৩০০০	৪০০০	১৬৫০	১২২০	০	
		অর্জন	১৫১	৫৭৪	৩১৮২	১৩৫০	১৪৪	০	৫৪০১
০৫।	ক্ষুদ্রঋণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১২০০		
		অর্জন	৭৪৩	২৬৯৭	২৫৫৮	১০৬৪	২৯৩৮		১০০০০
০৬।	আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১২০০		
		অর্জন	৮০০	২৭০০	১১৬২	-	৫৩৩৮		১০০০০
০৭।	বৃক্ষরোপণ	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২০০০০	১০০০০	৪২০০		
		অর্জন	৮০০	৪২৯০	১৪২৮৪	১০০০০	৫৯৫৫		৩৫৩২৯
০৮।	উন্নত চুলা	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২০০০০	১০০০০	৪২০০		
		অর্জন	৮০০	৪২৯০	১৪২২৫	১০০০০	৫৯৫৫		৩৫৩৩০
০৯।	কবুলিয়ত দলিল	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২৬০০০	৮২০০	০	১১০১৮	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	২২৬৮৪	-	-	৬৬৭২	৩৪৭০৬
১০।	বিদ্যুতায়ন	৩০০ গ্রাম	৭	৭০	৭০	৭০	৮৩		
		অর্জন	৯	৮	২৮	৪৭	৩৩		১২৫
১১।	ঘাটলা নির্মাণ	১৫০ টি	৩	৪০	৪০	৪০	২৭		
		অর্জন	৩	১৯	৪০	৫৫	২		১১৯
১২।	গোসলখানা	৩৩৭টি	০	৯৩	১০০	১০০	৪৪		
		অর্জন	০	৫৩	৯৮	১০৬	২৩		২৮০

(ঙ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

২০২০-২১ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৭৪.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন’ ২১ পর্যন্ত ৬০.১১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮০.৬৪%। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৬২.৮০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮০.৯৯%।

(চ) ২০২০-২১ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩৯,৪০১টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১,৫০০ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩,০৬৫টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(চ) ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.৩১: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	অর্থায়ন (কোটি টাকায়)
১	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-১	জুলাই ১৯৮৮-জুন ১৯৯৮	১০৮০	৪৫৬৪৭	জিওবি এবং ইসি (৮৭.৫৩)
২	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	জুলাই ১৯৯৮-ডিসেম্বর ২০০৮	৪২৭	২৫৩৮৫	জিওবি এবং ইসি (১৬৫.৯৫)
৩	গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি)	জানুয়ারী ২০০৯-সেপ্টেম্বর ২০১৫	২৫৪	১০৭০৩	জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল জেডিসিএফ) (১৮৪.০৮)
৪	গুচ্ছগ্রাম -২য় পর্যায় (সিভিআরপি)	অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০২১	৯৪৩	৩৬,৪৭৮	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) জুন/২০ পর্যন্ত খরচ ৭০২.৬৮৪৩ কোটি টাকা
		সর্বমোট	২৭০৪ টি গ্রাম	১,১৮,২১৩ পরিবার	১১৪০.২৪৪৩ কোটি টাকা

টেবিল ৪.৩২: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম
১	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	সানিয়াজান
		লালমনিরহাট সদর	হিরামানিক১-
			হিরামানিক২-
২	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	কুট ভাজনী বালাসুতি (ছিটমহল)
৩	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	বৈরচুনা সিরাইল
৪	দিনাজপুর	কাহারোল	বাগপুর২-
		পার্বতীপুর	রিফিউজিপাড়া১-
৫	রংপুর	পীরগাছা	জুয়ান১ -
		গঙ্গাচড়া	আরজি জয়দেব
৬	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	সালাইপুর
৭	ফরিদপুর	ফুরিদপুর সদর	কবিরপুর৫-

ছবি ৪.১১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন

৩ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

ছবি ৪.১২: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর

১৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত সুন্দরপুর গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী (তৎকালীন ভূমি প্রতিমন্ত্রী) সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। গুচ্ছ গ্রামের বসবাসরত ১২০ টি পরিবারের মাঝে জমির দলিল তুলে দিচ্ছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী

চিত্র ৪.১৩: কোট ভাজনী বালাসুতী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

চিত্র ৪.১৪ সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর

চিত্র ৪.১৫: লপ্তে সরকারের চর-১, শিবচর, মাদারীপুর

চিত্র ৪.১৬: বেতারা-১, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

চিত্র ৪.১৭: মাদেবপুর, মাগুরা সদর, মাগুরা

চিত্র ৪.১৮: লক্ষীরচর, জামালপুর সদর, জামালপুর

২. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটির পূর্বের ৪টি ফেইজের (১৯৯৪ হতে ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত) সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় (এ পর্যন্ত ৩৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৪৪,০০০ একর খাস জমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম সমাপ্ত) ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন ৩ বছর মেয়াদি সিডিএসপি ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। । ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটি ২০২২ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশে ৬০০০ ভূমিহীন পরিবার ৭,০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত পাবে। ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলাধীন উপকূলীয় চরাঞ্চলের উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও সমাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। একই সাথে উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২২

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চল বিশেষত উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;

(২) উপকূলীয় চরাঞ্চলের ৬০০০ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৭০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক ভূমির খতিয়ান বিতরণ ।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(১) নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলাধীন উপকূলীয় চরাঞ্চলের উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত ৬০০০ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৭০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক ভূমির খতিয়ান বিতরণ;

(২) উড়ির চরে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার আন্ত:জেলা সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করণে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

(৩) ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LRMS) সফটওয়্যারটির জিআইএস ভিত্তিক উন্নয়ন।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকান্ড

১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের খতিয়ান বিতরণ করা হয়। উক্ত খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম, সংসদ সদস্য বেগম আয়েশা ফেরদৌস-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ডিসেম্বর' ১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩,৫০৮ টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ১৭,৫৬০ একর কৃষি খাস জমি বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ১.২২ এবং প্রকল্প সাহায্য ৬.২৫ কোটি টাকা। জুন ২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.৭১ কোটি টাকা।

(ঙ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

জুন ২১ পর্যন্ত ৬০০০ একর প্লট টু প্লট ভূমির জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ২২০০ ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে।

৩. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প

৪.১৯: নবনির্মিত উপজেলা ভূমি অফিস

ডান পাশের ভবন বন্যাপ্রবণ এলাকায় নির্মিত হচ্ছে এবং বাম বাম পাশেরটি দেশের অন্যান্য সব এলাকায় নির্মিত হচ্ছে

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

দেশে বিদ্যমান উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস গুলো অধিকাংশই জরাজীর্ণ। অফিসগুলোর অবস্থা নাজুক থাকায় ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না । তাছাড়া প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমি অফিসগুলোর অবকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি অফিসগুলোতে কর্ম-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য ২০১৪ সালে “উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প” বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে । এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সারাদেশের ৫০১টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৭৪৬.৭৮০২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা;

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যথাযথভাবে ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা

(গ) মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সার্বিক মানোন্নয়ন করা।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা ।

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো যাতে মানসম্মত ভাবে নির্মিত হয় তা নিশ্চিত করা।

(গ) বিদ্যমান ডিপিপি তে বেশ কিছু অসংগতি ও ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের নিমিত্তে প্রস্তাব তৈরির কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ৫০১টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর মধ্যে ৪৯৫ টি ভবন সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এর মধ্যে ১২৯ টি ভবনের কাঠামো সমাপ্ত হয়েছে । বাকী ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে ।

(ঘ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর মধ্যে ৪৯৫ টি ভবন সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস এর মধ্যে ৫০ টি ভবনের কাঠামো সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

৪. ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

ছবি ৪.২০: মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি ভবন পরিদর্শন

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। ফলে যে কোন বিষয়ে আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে অথবা ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের পক্ষ হতে কোন সেবা গ্রহণকালে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল অফিসে যেতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। ভূমি সেবাদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ভূমি সেবা প্রত্যাশী উভয়ের এই কষ্ট লাঘব করে ভূমি সেবাদান ও সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে জনগণকে সহজতর “One Stop Service” প্রদানের পরিকল্পনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা কে একই ছাদের নীচে নিয়ে আসার নিমিত্ত তেজগাঁও এলাকায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। ২টি বেজমেন্টসহ

মোট ২০ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস ইত্যাদি দপ্তর নির্মিতব্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে থাকবে। নির্মিতব্য এই ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর অফিসের সংস্থান রাখা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প কার্যালয় এবং তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিসকে একই ছাদের নিচে এনে ভূমি সেবা সহজিকরণ।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

তেজগাঁও তে অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের বর্তমান জায়গায় একটি ১৩তলা বিশিষ্ট বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা।

(ঘ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২১পর্যন্ত ৬৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ১০০%।

(ঘ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ভবনের পুরো কাঠামো নির্মাণসহ ৬টি তলা ব্যবহার উপযোগী করা। জুন' ২০ এর মধ্যে ১৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের ১৩ টি ছাদ ঢালাইসহ সকল ইটের গাঁথুনি শেষে পুরো ভবনের কাঠামোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৮.৯.২০২১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবনটি উদ্বোধন করেছেন।

ছবি ৪.২১: নির্মাণাধীন ভূমি ভবন

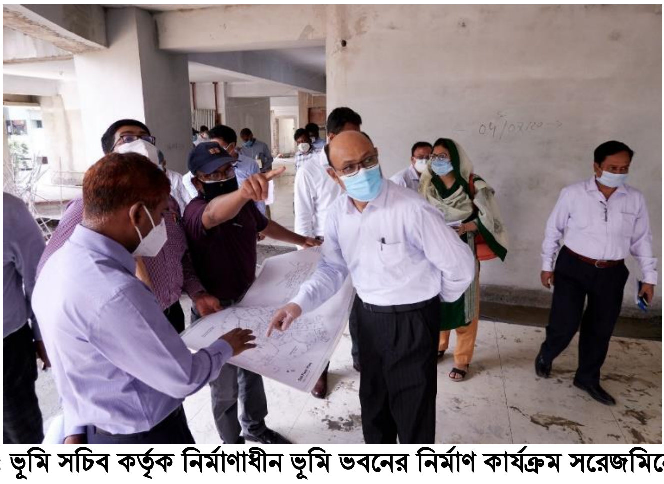

ছবি ৪.২২: ভূমি সচিব কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন

৫. সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প

ছবি ৪.২৩: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের। দেশের ভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ভূমি অফিসের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সকল ভূমি মালিককে ভূমি হালনাগাদ সংক্রান্ত কাজে আবশ্যিক ভাবে ভূমি অফিসে যেতে হয়। দেশের বিদ্যমান ভূমি অফিস গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তা নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় ভূমি অফিসের সেবা প্রদান কার্যক্রম সন্তোষজনক করা সম্ভব নয়। অনেক ভূমি অফিস (পুরনো তহসিল অফিস) কাজের অনুপযোগী। ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ে এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সকল ইউনিয়নে ভূমি অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে দেশের সকল মহানগর, পৌরসভা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করে।

আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ভূমি অফিসের সেবা প্রদান দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ তথা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংযোজিত নতুন অফিস ভবন প্রয়োজন। সমগ্র দেশে ১০০০ (এক হাজার) শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়- ৭১৫.৪৭ কোটি টাকা এবং এ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অফিসের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

- ভূমি অফিসের ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ।
- ৯৯৮ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং ভূমি রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণে সুবিধা বৃদ্ধি করা।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

৯৯৮ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং ভূমি রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণে সুবিধা বৃদ্ধি করা। চলমান ৪৫৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন করা

(ঘ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন ও বাজেট

সমতল এলাকায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট। ২ তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা, এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট আয়তনের ৩ তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা (নিচ তলা খালি), ব্যয় ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ।

(ঙ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা ও নির্মাণ সামগ্রী

১০৩৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১-তলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা অনুযায়ী প্রতিটি ভূমি অফিসে ২টি অফিসকক্ষ, ১টি রেকর্ড রুম, বারান্দায় ১টি অপেক্ষমাণ এলাকা, ৩টি টয়লেট (১টি সংযুক্ত এবং ২টি পুরুষ ও মহিলা) এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য একটি সিঁড়ি থাকবে।রেকর্ড রুমের তিনদিকে কোন জানালা থাকবে না এবং একদিকে দুই ফিট উচ্চতায় লোহার শক্ত গ্রিল দেওয়া হবে। ভবনটি আরসিসি কলামের ফ্রেম স্ট্রাকচার হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আরসিসি কাজে পাথরকুচি ব্যবহার করা হবে। জানালা ও ফ্যানলাইটে থাই এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হবে।

(চ) প্রকল্প কম্পোনেন্ট

প্রকল্পের নিম্নলিখিত ২(দুই) টি উপাদান রয়েছে- (ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভূমি অফিস সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) সহযোগিতায় ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ।

(ছ) ভূমি অফিস স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্টাফদের চাহিদা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বিষয় নির্ধারণ করবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা ও সেবার মান বাড়ানোসহ পেশাগত ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাৎসরিক ভিত্তিতে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতি ব্যাচে ৩০ (ত্রিশ) জন করে মোট ৩০০ (তিনশত) টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি ভূমি অফিসে প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে।

(জ) ভূমি অফিসের অবকাঠামো নির্মাণ

সমতল এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫(একহাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ২ (দুই) তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ (এক) তলা এবং উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ (একহাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ৩ (তিন) তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ (দুই) তলা (নিচ তলা খালি) ভবন নির্মাণ করা হবে। মহানগর ও পৌর এলাকায় বিশেষ স্থাপত্য নকশা মাধ্যমে অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত ভবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে।

(ঝ) প্রকল্প ভৌত অগ্রগতি

জুন ২০২১ পর্যন্ত ৫৪৮ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকী ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

(ঞ) আর্থিক অগ্রগতি

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ১২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল তন্মধ্যে জুন'২০২১ পর্যন্ত ১১৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৮.০০% প্রায়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এপিএ টার্গেট ১৬৭ টির বিপরীতে ২০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

৬. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩ টি সিটি কর্পোরেশন, ১ টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যাদি

জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপস ও খতিয়ান প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে দক্ষিণ কোরিয়ার আধুনিক সার্ভে প্রযুক্তি যথা, গ্লোবাল ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম (জিএনএসএস), স্যাটেলাইট ইমেজারী, Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/ সার্ভে ড্রোন, ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিন (ইটিএস) ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন। জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, ভূমি বিবাদ হ্রাস, ভূমি রাজস্ব বর্ধিতকরণ এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, দ্রুত ও উন্নত ভূমি তথ্য সেবা সকল ভূমি মালিকের মাজে পৌঁছে দেওয়া।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

১. ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৬ টি স্থানে ৫৮৯ টি মৌজায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ (মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ড) সম্পন্নকরণ;

২. ডিজিটাল রেকর্ড ডাটার সাথে মৌজা ম্যাপ ও মিউটেশন রেকর্ডের সমন্বয় করে ক্যাডাস্ট্রাল ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৩. সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সেটেলমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগর মধ্যে ল্যান্ড ডাটা বেইজ সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস (জেডএসও), উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস (এএসও অফিস), জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(ঘ) প্রত্যাশিত সুফল

(১) ভূমি জরিপ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেট ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে অটোমেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে;

(২) ভূমি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় ভূমি মালিকগণ তাদের প্রত্যাশিত তথ্য সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে জানতে পারবে;

(৩) মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ডের মধ্যে লিংকেজ প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় রেকর্ড দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট প্লট দেখা যাবে;

(৪) ভূমি বিবাদ হ্রাস পাবে ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজীকরণ হবে;

(৫) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে;

(৬) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

(৭) নগর পরিকল্পনা ও এর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভূমি ডাটা আদান প্রদান করা যাবে।

(ঙ) প্রকল্প এলাকা

৩টি সিটি কর্পোরেশন: নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী

১টি পৌরসভা: মানিকগঞ্জ এবং

২টি গ্রামীণ উপজেলা: ধামরাই উপজেলা এবং কুষ্টিয়া সদর উপজেলা

(চ) প্রকল্প ব্যয়

সর্বমোট: ৩৫১.৮৬২২ কোটি টাকা

জিওবি: ৭০.৮২৯৬ কোটি টাকা

প্রকল্প সাহায্য: ২৮১.০৩২৬ কোটি টাকা

(ছ) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৫১.৮৬২২ (তিনশত একান্ন কোটি ছিয়াশি লক্ষ বাইশ হাজার) লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে ২.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন' ২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.৬৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৬.৭২%।

৭। ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প

ইনফোগ্রাফ ৪.১: ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ (ডিজিটাল বাংলাদেশ) গঠনের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি সংক্রান্ত সমন্বিত সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার নাম ''ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প"। গত ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। একটি সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নত মানের ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সফটওয়্যার তৈরি করে ও তা মাঠ পর্যায়সহ ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল অফিসে বাস্তবায়ন করা এর মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্প ব্যয় ১১,৯৭০৩.১৮ লক্ষ (এগারশত সাতানব্বই কোটি তিন লক্ষ আঠারো হাজার) টাকা।

প্রকল্পটি এই অর্থবছরে চালু হওয়ায় অফিস ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই অর্থবছরে প্রকল্পের পরিচালকসহ, একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া দুইজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। একজন ভূমি ব্যবস্থাপনা (ডোমেইন) বিশেষজ্ঞ। অপরজন প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ। এছাড়া আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পে সরাসরি জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সচল রাখতে এ প্রকল্প হতে মোট ৫২,৩১,৯৯,৭৮০/- টাকা এই অর্থবছরে ছাড় করা হয়। জরুরী প্রয়োজনে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়।

(খ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

সার্বিকভাবে এ প্রকল্প ভূমি সেবার মান বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। প্রকল্পে প্রত্যাশিত ফলাফল পাবে নাগরিকগণ, প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। নাগরিকদের জন্য প্রকল্পটি একটি আধুনিক (ডিজিটালাইজড), স্বচ্ছ ও স্বয়ংক্রিয় ভূমি ব্যবস্থাপনা উপহার দিবে। ইলেকট্রনিক রাজস্ব আদালত প্রতিষ্ঠা পাবে এবং ইহা ভূমি সংক্রান্ত মামলা কমাবে। ফলে দেওয়ানি আদালত ও রাজস্ব আদালতে মামলা জট কমে আসবে। ভূমির মালিকানা/স্বত্বের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে এবং ভূমির দাগের ইতিবৃত্ত জানা যাবে ফলে একটি স্বচ্ছ ভূমি বাজার প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সার্বিকভাবে এ প্রকল্প সমন্বিতভাবে ভূমি প্রশাসনের সকল সেবা পরিকাঠামোকে জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে পারবে। সার্বিকভাবে যে ফলাফল বয়ে নিয়ে আনবে তা নিম্নরূপ:

<u>নাগরিকদের জন্য সুবিধা:</u>

- ভূমি সংক্রান্ত যে কোন সেবা পাওয়ার জন্য সেবাগ্রহীতা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন;
- অনলাইন পেমেন্টে গেটওয়ের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য ফি লেনদেন করা যাবে এবং এসএমএস/ই-মেইলের মাধ্যমে প্রমাণকের নিশ্চয়তা জানতে পারবেন;
- জনগণ ভূমি নিবন্ধন, নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ (রেকর্ড সংশোধন), মৌজা ম্যাপ/চিটা নকশা প্রাপ্ত অনলাইনে প্রাপ্ত হবেন;
- নামজারি-জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ (মিউটেশন) প্রক্রিয়া সহজ ও সরল হবে; (ওয়ারিশ মোতাবেক হিস্যা নিশ্চিত হবে)
- ভূমি মালিকানা/স্বত্বের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে;
- ভূমির দাগের ইতিবৃত্ত জানা যাবে;
- অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্য, ক্ষতিপূরণ অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং সহজ ও সরল হবে;
- রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার অনলাইন উপাত্ত ভান্ডার হবে এবং সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে;
- খাসজমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে হবে;
- সায়রাত মহাল ইজারা ব্যবস্থাপনা ই-টেন্ডারের মাধ্যমে হবে ফলে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত হবে;

- জনগণের দুর্ভোগ ও হয়রানি কমবে;
- বাংলাদেশের যে কোন ভূমির বিস্তারিত ইতিবৃত্ত অনলাইনে পাওয়া যাবে;

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা:

- ভূমি অফিস ও ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ইলেকট্রনিকিলি যুগপদভাবে কাজ করবে;
- ভূমি নিবন্ধন তথ্য ও মৌজা ম্যাপের চিটা নকশা সহকারে খতিয়ান সরবরাহ করা যাবে;
- আধুনিক এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অফিস ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে;
- ভূমি সংক্রান্ত সকল ধরণের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে;
- বাস্তব সময় ভিত্তিতে সকল রেজিস্টার অর্থাৎ সিস্টেমের সকল অঙ্গ (মডিউল) হালনাগাদকরণ হবে;
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ হবে;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়বে;
- ভূমি উন্নয়ন করসহ অন্যান্য ফি অনলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হবে ফলে রাজস্ব আদায় ৩-৪ গুন বৃদ্ধি পাবে;
- জনগণের কাছে সরকারের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি হবে;
- বেতন কাঠামো ব্যবস্থাপনাসহ অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হবে;
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়বে;
- সিস্টেম থেকে উপজাত হিসেবে "নির্ভুল ভূমি ডাটা ব্যাংক" তৈরি হবে;
- ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ সকল কার্যক্রম ড্যাশ বোর্ড এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয় এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বাস্তবসময় ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করতে পারবেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সুবিধা:

- ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংক্রান্ত সেবা পরিচালনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
- জনবান্ধব সেবা দানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হবে।

(গ) প্রকল্পের মুল কার্যাবলী

কারিগরিধর্মী এ প্রকল্পের আওতায় ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবাকে একটি ছাতার নিচে এনে তা পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করা হবে। সকল ধরণের ভূমি সেবা সনাক্তকরণের মাধ্যমে সেগুলোকে বিভিন্ন গ্রুপ এবং গ্রুপগুলোকে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিভক্ত করে প্রতিটি ক্লাস্টারভিত্তিক একটি করে সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। সকল সফটওয়্যারকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা হবে যেন নাগরিকগণ একটি জায়গা থেকেই সকল ধরণের ভূমি সেবাপ্রাপ্ত হতে পারেন।

এ সফটওয়্যারগুলো কাস্টমাইজড করার জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে। ১ম দুই বছরে সফটওয়ারগুলো প্রণয়ন করা হবে। ৩য় বছরে সফটওয়ারগুলো ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, ঐ বিভাগের অন্তর্গত একটি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঐ জেলার অর্ন্তগত সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সকল উপজেলা ভূমি অফিস, সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসে টেস্টিং করা হবে। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভূমি মন্ত্রণালয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) কার্যালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উক্ত

সফটওয়ারের কার্যকারিতা যাচাই/পরীক্ষা করা হবে। প্রকল্পের ৪র্থ ও ৫ম বছরে সমন্বিত সফটওয়ারটি সারা দেশে চালু করা হবে।

(ঘ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

অর্থ বছরে সংশোধিত মোট বরাদ্দ ৬৩,২০,০০,০০০/- টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট খরচ ৫২,৭০,৫৯,০৩৮/- টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ৮৩.৩৯% অর্থ খরচ করা হয়েছে।

(ঙ) ২০২০-২১ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পটি এই অর্থবছরে চালু হওয়ায় অফিস ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই অর্থবছরে প্রকল্পের পরিচালকসহ, একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া দুইজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। একজন ভূমি ব্যবস্থাপনা (ডোমেইন) বিশেষজ্ঞ। অপরজন প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ। এছাড়া আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পে সরাসরি জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সচল রাখতে এ প্রকল্প হতে মোট ৫২,৩১,৯৯,৭৮০/- টাকা এই অর্থবছরে ছাড় করা হয়। জরুরী প্রয়োজনে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়।

৮। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)

ইনফোগ্রাফ ৪.২: ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

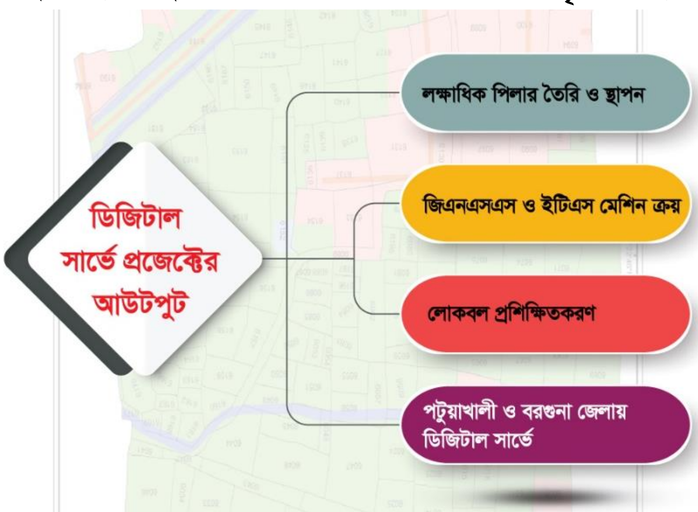

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

এ প্রকল্পের মাধ্যমে (ক) পটুয়াখালী জেলার ৮টি এবং বরগুনা জেলার ৬টি সহ ১৪টি উপজেলার ডিজিটাল মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা; (খ) ৩টি পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলায় ৪৭০টি উপজেলায় সকল আরএস খতিয়ান, মৌজাম্যাপ স্ক্যানিং, স্কেলিং, ভেক্টরাইজিং, জিইওডেটিক সার্ভে এর মাধ্যমে জিওরেফারেনসিং করে ডিজিটাল মৌজাম্যাপ প্রস্তুত করা; (গ) Digital Land Surveying System (DLSS) প্রতিষ্ঠা

করা; এবং (ঘ) ১০০ জন ToT এবং ২৪৬৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ১৪/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১২.৫৪৮৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা হিসেবে সারাদেশে ৪৫৯টি ও ঢাকা মহানগরীর ১১টিসহ মোট ৪৭০টি উপজেলা (৩টি পার্বত্য জেলা, এ্যাকসেস টু ল্যান্ড প্রকল্প, ইডিসিএফ প্রকল্প, পলাশ ও সাভার উপজেলা ব্যতীত) উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

- "ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" প্রবর্তনের অংশ হিসাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার ০৮টি এবং বরগুনা জেলার ০৬টি উপজেলাসহ মোট ১৪টি উপজেলার ভূমি জরিপ করার মাধ্যমে ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা;
- সমগ্রদেশের ০৩% এলাকা; সুবিধাভোগী-পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সকল ভূমি মালিকগণ, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ভূমি ব্যবহার করে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা কারী ব্যক্তি ও সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত /বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- ০৩টি পার্বত্য জেলা বাদে অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় "ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" প্রবর্তনের অংশ হিসাবে ৪৭০টি উপজেলায় (ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত 'ডিএলএমএস' প্রকল্পভুক্ত ০৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলাসহ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সকল সর্বশেষ প্রকাশিত আর,এস(রিভিশনালসার্ভে) মৌজাম্যাপ এর 'মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প' হতে প্রাপ্ত Digitized কপিকে Geodetic Surveying এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মান দ্বারা Geo-referencing করে ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা;
- সুবিধাভোগী-প্রকল্প এলাকার সকল ভূমি মালিকগণ, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ভূমি ব্যবহার করে সবধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনাকারী ব্যক্তি ও সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত /বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল ল্যান্ডসার্ভেয়িং সিস্টেম (DLSS) প্রতিষ্ঠাকরা, যা জনগণের প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং জমিতে মালিকানার আস্থা সুরক্ষিত রাখবে;
- আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করণের জন্য ১০০জন টিওটি (ট্রেনিংঅবদি ট্রেনার)সহ মোট ২৪৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের বিষয়ে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- সারোদেশে ৭০৫০ টি Geodetic Control Point এবং ২৫৩২৬০ টি GPS Pillar বসানোর পরিকল্পনা আছে।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

বর্ণিত প্রকল্প এর আওতাভুক্ত উপজেলা ও রেভিনিউ সার্কেল সংখ্যা ৪৭০টি (৬১টি জেলার ৪৫৯টি উপজেলা ও ঢাকা মহানগরীর ১১টি রাজস্ব সার্কেল)। ৩২টি উপজেলা (০৩ পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা, ০৩টি সিটি কর্পোরেশন - নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং ০২টি গ্রামীণ উপজেলা - ঢাকা জেলার ধামরাই ও কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলা, জামালপুর জেলার সদর উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার

মোহনপুর উপজেলা এবং নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা) এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয়।

(ঘ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

আংশিক জনবল নিয়োগ হয়েছে এবং আরও নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

(ঙ) ২০২০-২১ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রাজস্ব ও মূলধন সহ সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১৫৭৫০০.০০ হাজার টাকা। পরবর্তীতে আরও অর্থ কাট করে সর্বশেষ ১২৪০০.০০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এর মধ্যে শুধুমাত্র সরবরাহ ও সেবা (রাজস্ব) খাতে ৬৫৬.৪০ হাজার টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে। কোভিট ১৯ এবং বিলম্বে অর্থ ছাড়ের কারণে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই।

৯। মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)

ইনফোগ্রাফ ৪.৩: ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

"মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প" -টি মোট ৩৩৭.৬০০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৯ µ ০৯ µ ২০২০ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্পটি সমগ্র দেশের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, "মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প" -টির আওতায় ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর হতে সংগৃহীত মৌজা শিট এর স্কেন কপি এবং ডিজিটাইজড কপির ওপর কোন নির্দিষ্ট এলাকার রিমোট সেন্সিং ইমেজ সংগ্রহ পূর্বক তা প্রক্ষেপণ করে মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ডিজিটাইজড ভূমি জোনিং মানচিত্র প্রণয়ন করত: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এটি প্রধানত: প্রশাসনকে ভূমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। ভূমি অটোমেশন প্রকল্পের প্লট নাম্বার এবং প্লট ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাদি ডিজিটাইজড ভূমি জোনিং মানচিত্রে সন্নিবেশিত করা হবে বিধায়

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ভূমি প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এই তথ্য ব্যবহার করে অপ্রতুল ভূমি সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহার করে দেশের ভূমি সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

(গ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য:

- ভূমির গুণাগুণ অনুযায়ী ভূমিকে প্লটওয়ারী কৃষি, আবাসন, বাণিজ্যিক, পর্যটন ও শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত ভূমি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সারাদেশে মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডাটা বেইজ প্রণয়ন;
- ভূমি জোনিং ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজন এবং সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রচার-প্রচারণা চালানো।
- ভূমি জোনিং বিষয়ক কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক 'ইউনিট' গঠন।

সুবিধা:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সমগ্র দেশে ডিজিটাল ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে অপ্রতুল ভূমি সম্পদের অনুকূল ও বিচক্ষণ ব্যবহার করে দেশের ভূমি সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে;
- প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের দুই ফসলী ও তিন ফসলী কৃষি জমি চিহ্নিত করা হবে। ফলে কৃষি জমি সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়তি হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণী ভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে;
- প্রকল্পটি প্রধানত: কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনকে ভূমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে;
- প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক দর্শন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

(ঘ) প্রকল্পের মূল কার্যাবলী

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিকট হতে ১,৩৮,৪১২ টি মৌজা ম্যাপ শিট সংগ্রহ ও স্ক্যান করা;
- স্ক্যানকৃত মৌজা ম্যাপ সমূহ ডিজিটাইজড/ সফটকপি প্রণয়ন করে জিওরেফারেন্সিং করা;
- ক্রয়ের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ করা;
- সংগ্রহীত স্যাটেলাইট ইমেজ এর ওপর, ইমেজ প্রসেসিং, ইমেজ ক্লাসিফিকেশন, ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ প্রণয়ন ও ডাটাবেইজ তৈরি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে প্রাপ্ত ল্যান্ড ইউজ সম্পর্কিত তথ্যাদি ডিজিটাল মৌজা ম্যাপে প্রতিস্থাপন করে "মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রস্তুতকরণ;
- মাঠ পর্যায় হতে বর্তমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা;
- স্যাটেলাইট ইমেজ তথ্যের সাথে মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই করা;
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা;
- সংগৃহীত তথ্য অধিকতর যাচাই বাছাই ও পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা।

- কোন এলাকার ভূমি জোনিং সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসনকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন না হওয়া পর্যন্ত কোন সংশোধন বিষয়ে প্রকল্পকে অবহিত করণের জন্য মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাব প্রদান;
- প্রকল্পের তথ্যাবলী ডিএলআরএস এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ও ভূমি অটোমেশন প্রকল্পের সাথে Linkage স্থাপন করা:
- ভূমি জোনিং বিষয়ক কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক ইউনিট গঠনের প্রস্তাব পেশ করা;
- চূড়ান্তভাবে ভূমি জোনিং ম্যাপ, প্রতিবেদন মুদ্রণ ও দাখিল করা।

(ঘ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

২০২০-২১ অর্থবছরে "মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫২৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন' ২১ পর্যন্ত ৪৮৬.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৩%।

(ঙ) ২০২০-২১ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় ৮টি ক্যাটাগরিতে ২৬ টি পদে স্থানীয় ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক (Individual Local Consultant) নিয়োগের জন্য গত ১৪ জানুয়ারি ২০২১ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিগত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ২টি ক্যাটাগরির ২২ টি পদের জন্য নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২০ জন পরামর্শক যোগদান করেছেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রমে নিয়োজিত আছেন;
- ৪১১.০০ লক্ষ টাকায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে ৬৫,৮৫০ (পঁয়ষট্টি হাজার আটশত পঞ্চাশ) টি মৌজা ম্যাপ শীট এর স্ক্যান কপি ক্রয় করা হয়েছে;
- স্যাটেলাইট ইমেজ ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এর কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে করার জন্য Terms of Reference (ToR) খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;
- মৌজা ম্যাপ শীটসমূহ ডিজিটাইজড করার কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে করার জন্য Terms of Reference (ToR) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ToR চূড়ান্ত হওয়ার পর আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ শীটসমূহ ডিজিটাইজড করার জন্য REOI আহবান করে হবে। পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Request for Proposal (RFP) ইস্যু করা হবে। চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠান বরাবর Notification of Award (NOA) ইস্যুর পর মাঠ পর্যায়ে বাস্তব (মূল) কার্যক্রম শুরু হবে;
- প্রকল্পের আওতায় ওয়েবসাইট (www.landzoning.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল সরবরাহের দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় সরাসরি পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর

৫.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড

৫.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

১৩ই আগস্ট ১৭৭২ সনে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'বোর্ড অব রেভিনিউ'। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সনে ''বোর্ড অব রেভিনিউ'' বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মাঠ পর্যায়ের রাজস্ব অফিসসমূহ তদারকি ও পরিদর্শনের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ 'ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের' অধীন একজন ভূমি সংস্কার কমিশনার (যুগ্মসচিব) এবং চার বিভাগের জন্য চার জন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারকে (উপসচিব) দেয়া হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের 'বোর্ড অব রেভিনিউ' এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এ্যাক্ট, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সালের শেষদিকে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকারের ভূমি সংস্কার অভিযান জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সনের ১৬ মার্চ ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ মোতাবেক তৎকালীন ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়কে অবলুপ্ত ও ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড নামে দুটি পৃথক বোর্ড সৃষ্টি করা হয়।

৫.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প(Vision) - দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা
অভিলক্ষ্য(Mission) - দক্ষ, স্বচ্ছ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধবসেবা নিশ্চিতকরণ

৫.১.৩ **কার্যাবলী**

৫.১.৩.১ মূল কার্যপরিধি

- সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন

- ভূমি রাজস্ব/ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, আদায় এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বাজেট ব্যবস্থাপনা(বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ)
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন,তত্ত্বাবধানও পরিবীক্ষণ
- বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি

৫.১.৩.২ সাধারণ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি
- রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি
- ভূমি বিরোধ হ্রাস

৫.১.৩.৩ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

৫.১.৩.৪ দায়িত্ব ও কার্যপরিধি

ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫ অনুসারে বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

- খাস জমি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কর্মকান্ড পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি;
- বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ন;
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল) পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত;
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল) পর্যায়ের সকল ভূমি অফিসের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তদারকি;
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ;
- ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার বকেয়া দাবী নির্ধারণসহ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।
-

৫.১.৪ জনবল

টেবিল ৫.১: ভূমি সংস্কার বোর্ডের জনবল

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৪টি	১৯টি	৫টি
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	০৯টি	৭টি	২ টি
৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	৫০টি	৪১টি	৯টি
৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী	২৩টি	১৮টি	৫ টি
সর্বমোট	**১০৬টি**	**৮৫ টি**	**২১ টি**

৫.১.৫ **মানব সম্পদ উন্নয়ন**

(ক) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ:

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ : ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২০-২১) মোট ৮৩টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়ের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সর্বমোট ৫৮৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, চাকুরী বিধি-বিধান, পরিপত্র/ নির্দেশাবলী ইত্যাদি এবং গাড়িচালকদেরকে গাড়ি পরিচালনার বিধি-বিধান/ নিয়মাবলী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কর্মশালা: ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক ০৫ (পাঁচ) টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। (১) মিউটেশনকৃত খতিয়ানসমূহ জেলা/উপজেলা/সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ (২) ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালুকরণ এবং (৩) মিউটেশন কেস রিভিউ বিষয়ক সফটওয়্যার চালুকরণ শীর্ষক কর্মশালা ০৫ (পাঁচ)টিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোট সংখ্যা ৫৯৯ জন।

(খ) বহি:বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ:

ভূমি সংস্কার বোর্ডের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বহি: বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করেন নাই।

৫.১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম

৫.১.৬.১ সাধারণ কার্যক্রম

- ৮৪% ই-নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৬৫৪,১৯,২১,১০৭ টাকা আদায়ের হার ১১৬.৬৩% এবং সংস্থা ১৭৮,০৪,৪৮,৯১১ টাকা আদায়ের হার ১৮.৭৮%।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ই-নামজারী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা, মেট্রো, সার্কেল ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ১৬টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১১৬৩ টি ল্যাপটপ, ৫৮২ টি প্রিন্টার, ৫২৬ টি স্ক্যানার ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
- সারাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ ভূমি সংক্রান্ত আইন কানুনের যথাযথ প্রয়োগ এবং ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ড হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Land Information Management System (LIMS), ই-মিউটেশন System, Budget Management System, Employee Information Management System সকল উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে চালু রয়েছে। অন্যান্য

মডিউলসমূহের মধ্যে Land Development Tax Management System, Mutation Review Management System, Rent Certificate Management System ও Misc. Case Management System এর Development এবং TOT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, এর কার্যক্রম চলমান আছে।

- ভূমি সংস্কার বোর্ড এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইনে আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। RTI ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা আছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সফটওয়্যারে প্রতিবেদন আপলোড করা হয়েছে।
- ভূমি সংস্কার বোর্ডে ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে।
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য, উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ দর্শন/পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের উদ্যোগে সারা দেশের সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের নিয়ে ইনোভেশন শোকেজিং ভার্চুয়াল কর্মশালার আয়োজন।
- নেত্রকোনা জেলায় ই-নামজারি শতভাগ অটোমেশন এবং ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রমের সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উত্তরণের উপায় নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন।
- ময়মনসিংহ জেলায় ই-নামজারি শতভাগ অটোমেশন এবং ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রমের সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উত্তরণের উপায় নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন।
- পার্বত্য ০৩টি জেলা ব্যতীত ৬১ জেলায় ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.১.৬.২ বিশেষ সফলতা

- ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিভাগীয় উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব প্রশাসন, সার্কেল/উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসসমূহে online বাজেট ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- দেশের জনগণকে হয়রানি মুক্তভাবে, স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ভূমি সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ডিজিটাল ভূমি সেবা চালু করা হয়। ডিজিটাল ভূমি সেবার অংশ হিসেবে ৪৮৮টি উপজেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু করা হয়েছে। ই-নামজারি বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা, মেট্রো, সার্কেল ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ১৬টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, ১১৬৩ টি ল্যাপটপ, ৫৮২ টি প্রিন্টার, ৫২৬ টি স্ক্যানার ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
- Land Development Tax Management System, Mutation Review Management System, Rent Certificate Management System ও Misc. Case Management System এর Development এবং TOT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।
- Land Information Management System (LIMS) সফটওয়্যারের ই-মিউটেশন System, Budget Management System ও Employee

Information Management System উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসসমূহে সফলতার সাথে চালু রয়েছে।

৫.১.৬.৩ নির্ণীত চ্যালেঞ্জসমূহ

- COVID-১৯ জনিত বিধি-নিষেধের কারণে ভূমি অফিস সমূহ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দর্শন/পরিদর্শন করা হয়নি।
- আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণার্থে ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫ হালনাগাদ না থাকায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
- মাঠ পর্যায়ের কিছু কিছু উপজেলা/সার্কেল ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসের ভৌত অবকাঠামো না থাকায় সেখানে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
- রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদিত জনবলের মধ্যে অনেক পদ শূন্য থাকায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে।

৫.১.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- সরকারের ভিশন ২০২১ রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে লক্ষ্যে উন্নত ভূমি সেবা ও সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৪৯২ টি উপজেলা অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। এ পর্যন্ত ই-মিউটেশন সিস্টেমে ৪৪,৬০,৯০০ টি মিউটেশনের আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩৯,০৩,৫২৬টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। আগামী ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে সারা দেশের উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।
- রাজস্ব প্রশাসনের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও গতিশীল করার নিমিত্ত সকল পর্যায়ের অফিসের নিজস্ব ভবন নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- Land Development Tax Management System, Mutation Review Management System, Rent Certificate Management System ও Misc. Case Management System চালু করে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

৫.১.৮ অডিট আপত্তি

অধ্যায় ৪-এর টেবিল ৪.২৫-এ দ্রষ্টব্য

ছবি ৫.১: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের মাঝে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ৫.২: 'ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা

৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ডের উদ্যোগে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ''ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা'' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

ছবি ৫.৩: ভূমি সংস্কার বোর্ডের বার্ষিক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২০২০-২১

৫.২ ভূমি আপীল বোর্ড

৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি

মানুষ মাত্রই কোন না কোন ভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে আমাদের কৃষি নির্ভরশীল দেশে ভূমির গুরুত্ব আরো বেশী। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সংকট দিনদিন প্রকটতর হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে এদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইনের জটিলতা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা সুদীর্ঘকাল ধরে এতদাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মুখ্য ভিত্তি হিসেবে পরিচালিত হয়ে আছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত গভীরভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনর সাথে সম্পৃক্ত। এর রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য।

অতীতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে মূলত কর আদায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বুঝাতো। বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে শুধু কর আদায়কেই বুঝায় না বরং ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে গণমানুষের ভোগান্তি হ্রাসসহ ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বুঝায়। তদানীন্তন ভারতের অংশ হিসাবে এদেশে সর্ব প্রথম ১৭৭৬ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক "বোর্ড অব রেভিনিউ" গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই বোর্ডের অধীনে সিভিল সার্ভিস সদস্যরা রাজস্ব বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করতেন এবং "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তখন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে কালেক্টর এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সানে "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। তখন জমিদারী প্রথা, নবাব, রাজা ও মহারাজাদের কার্যক্রম ১৭৯৩ সনের স্থায়ী বন্দোবস্ত রেগুলেশন মতে নিয়ন্ত্রিত হতো। যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা ট্রাইব্যুনাল হিসাবে বোর্ড অব রেভিনিউ কাজ করতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ বহালের পর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজস্ব বিষয়ক প্রায় সকল আইন বাতিল হয়। এছাড়া ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ ও হাট-বাজার ইজারা তারিখ/সন প্রদান পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়ায় এবং "বোর্ড অব রেভিনিউর" গুরুত্ব কম বিবেচিত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ নির্বাহী দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতা নিরসনকল্পে ১৯৮০ এর দশক অনুরূপ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় ১৯৮১ সনের ১৩ নং আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালের শেষ দিকে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সানের ১৬ মার্চ ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি আপীল বোর্ড ও ভূমি সংস্কার বোর্ড নামে দুটি বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

ভূমি রাজস্ব মামলায় জনগণের সুবিচার প্রাপ্তি, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মামলার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৮৯) এর মাধ্যমে ভূমি আপীল বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ পরবর্তী জাতীয় সংসদে পাস হয় ও ৩১ মে, ১৯৮৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ (আইন নং ২৪, ১৯৮৯) নামে অভিহিত হয়। এভাবেই ভূমি আপীল বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

৫.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- বাদী/বিবাদী উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ ও দলিলপত্র পরীক্ষা পূর্বক বিরোধ নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান;
- যথা সম্ভব শুনানির দিন কম ধার্য করে স্বল্প সময়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারিক সুবিধা প্রদান;
- মামলা নিষ্পত্তির পর স্বল্পতম সময়ে বাদী/বিবাদীকে আদেশের কপি প্রদান;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগাত নিরীহ জনগণের ভোগান্তি লাঘব করা;
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়াই সেবা পৌঁছে দেয়া।

৫.২.৩ কার্যাবলী

- ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়);
- নামজারি জমাখারিজ মামলা;
- সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা;
- ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা;
- ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা;
- খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা;
- পি.ডি.আর. এ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা;
- অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা;
- ওয়াকফ/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত);
- অধস্তন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অণুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ দান;এবং
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫.২.৪ জনবল

টেবিল ৫.২: ভূমি আপীল বোর্ডের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম (কর্মকর্তা)	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	১০ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব	১১	১০	০১
২	২০-১০ গ্রেড	৩৯	৩০	০৯
	মোট	৫০	৪০	১০

৫.২.৫ মানব সম্পদ

ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-লাইব্রেরি; ই-তথ্য ভান্ডার তৈরি, ই-ফাইলিং সিস্টেম কার্যক্রমের অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান (ভূমি আপীল বোর্ডের বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-গণকে নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুনগত মানসম্পন্ন বিচারিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা); চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শন ও পরীবিক্ষণ

করা হয়েছে; Annual Performance Agreementএর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; এবং ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে মামলার তথ্য আদান প্রদানের অগ্রগতি অর্জন।

<u>৫.২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম</u>

৫.২.৬.১ সাধারণ কার্যক্রম

- ভূমি আপীল বোর্ডের ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৩৯২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান, (ভূমি আপীল বোর্ডের বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুনগত মানসম্পন্ন বিচারিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে;
- চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শন , অণুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এতে জনগণের বিচারিক সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়েছে;
- Annual Performance Agreement এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

৫.২.৬.২ বিশেষ সফলতা

- ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-তথ্য ভাণ্ডার সিস্টেমের ব্যবহার।

৫.২.৬.৩ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

- বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের PIMS চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

<u>৫.২.৭ **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**</u>

- ভূমি আপীল বোর্ড সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে "এস্টাব্লিশিং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ইন দি কেইস এপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব অল ল্যান্ড রেভিনিউ আদালত অব বাংলাদেশ" [Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRAB)]-শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

<u>৫.২.৮ অডিট আপত্তি</u>

অধ্যায় ৪-এর টেবিল ৪.২৫-এ দ্রষ্টব্য

ছবি ৫.৪: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের মাঝে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ৫.৫: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের মাঝে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৫.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের

৫.৩.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পটভূমি

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ভূমি রেকর্ড দপ্তর নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সাল হতে ভূমি রেকর্ড দপ্তর Department of Land Record নামে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং এটির নামকরণ করা হয় ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে। ১৯৫৩ সালে বর্তমান অবস্থানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এর অফিস প্রধান ছিলেন একজন উপসচিব এবং ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একজন যুগ্ম-সচিব এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতিরিক্ত সচিবগণ এ অধিদপ্তরের অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরবর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

৫.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- **রূপকল্প (Vision)** - জনবান্ধব ভূমি মালিকানা তথ্য প্রতিষ্ঠা।
- **অভিলক্ষ্য (Mission)** - দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ।

৫.৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কার্যকর ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থাপনা।
২. ভূমি জরিপ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
৫. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন।

৫.৩.৪ কার্যাবলী

১. ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন।
২. প্রণীত স্বত্বলিপি ও মৌজাম্যাপ সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
৩. পর্যায়ক্রমে সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন ।
৪. ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. বিসিএস (প্রশাসন), (পুলিশ), (বন), (রেলওয়ে) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬.   আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।

৭.   আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন।

৫.৩.৫ জনবল

টেবিল ৫.৩: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অফিসভিত্তিক জনবল

জনবল সংখ্যা	অধিদপ্তর	সেটেলমেন্ট প্রেস	জোনাল অফিসসমূহ	দিয়ারা ও আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মঞ্জুরীকৃত	৩৪০	৪৬৮	৩৫৭	১০৬	৬৩৭১	৭৬৪২
কর্মরত	১৯৩	২৩২	১৩৩	৫৫	১৯২০	২৫৩৩
শূন্য	১৪৭	২৩৬	২২৪	৫১	৪৪৫১	৫১০৯

টেবিল ৫.৪: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের শ্রেণিভিত্তিক জনবল

জনবল সংখ্যা	১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৭
মঞ্জুরীকৃত	৪৯০	৬৮৬	৪৪৮৩	১৯৮৩	৭৬৪২
কর্মরত	২২৮	৩৭৪	১১২০	৮১১	২৫৩৩
শূন্য	২৬২	৩১২	৩৩৬৩	১১৭২	৫১০৯

৫.৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে মোট ৩২টি কোর্স পরিচালিত হয় এবং মোট ৯৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

টেবিল ৫.৫: অভ্যন্তরীণ-প্রশিক্ষণের কোর্সসমূহের বিস্তারিত:

কোর্স সংখ্যা	মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা
২	৩	৪
৩২ টি	৯৪৯ জন	১,৯২,৫২৮ ঘণ্টা

টেবিল ৫.৬: বিসিএস অফিসারগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ

অর্থ বছর	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
২০২০-২০২১	১২৩-১২৬তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট কোর্স	বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন), (পুলিশ), (বন), (রেলওয়ে) কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান	১৯৯

৫.৩.৬ ২০২০-২১ অর্থ-বছরের কার্যক্রম ও অর্জন

(১) জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমন্টে এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে সনাতন জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর চট্টগ্রামসহ ১৭টি জোনে জরিপ কাজ চলমান আছে। নবসৃষ্ট পটুয়াখালী ও কুষ্টিয়া জোনে জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সাপেক্ষে সবগুলো জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ আরম্ভ করা হবে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের সাভার, পলাশ, সিংগাইর, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, গাজীপুর সদর, গজারিয়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান আছে। জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান আছে। এ ছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে। অধুনালুপ্ত ১১টি ছিট মহলের ৩৪টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কাজ শেষে করে রেকর্ড ও নক্সা জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(২) ২০২০-২১ বছরে সারাদেশে ৪ লক্ষ খতিয়ানের শুদ্ধকপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সময়ে বিভিন্ন জোন হতে প্রেরিত ১০ লক্ষ খতিয়ানের তথ্য সেটেলমেন্ট প্রেসের কম্পিউটার সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ১৫ হাজার এবং ম্যাপ মুদ্রণ করা হয়েছে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার কপি। এ সময়ে ২২০০ মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে ২৯২০ মৌজার স্বত্বলিপি (খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ)। এ ছাড়া, জনগণের জন্য সেবা সহজলভ্য ও উম্মুক্তকরণের অংশ হিসেবে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর.এস. খতিয়ান ওয়েবসাইটে আপলোড করে উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন জোন থেকে প্রাপ্ত ২ লক্ষ ৯ শত ৮৩টি মৌজা ম্যাপ স্ক্যান করে আপলোড করা হয়েছে।

(৩) অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার প্রস্তুত কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে সফটওয়ারে স্ট্যাটিক ম্যাপ (Static Map) সংযোগসহ খতিয়ান প্রণয়নের জন্য যে যে বিষয়/মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডাইনামিক ম্যাপ (Dynamic Map) সংযোগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সিস্টেমটি ঢাকা জোনে চলমান ডিজিটাল জরিপ কাজ সফলতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৪) আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত ১টি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং ৫৪০টি বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়।

(৫)দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় দেশের ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা ও ২টি উপজেলায় প্লট-টু ভূমি জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণের জন্য ৩৫১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

(৬) 'ভূমি ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের অধীনে ভূমি ভবন নির্মাণের কাজ এ পর্যন্ত ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।

(৭) Ease of Doing Businees এর Ranking উন্নীতকরণের অংশ হিসেবে

ক. ভূমির শ্রেণিবিন্যাসে পূর্বের ১১২৪ শ্রেণি থেকে বর্তমানে ১৪টিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

খ. স্ক্যানকৃত মৌজা ১,৯৫,০০ সিট।

গ. স্ক্যানকৃত ম্যাপ এর কপি ১৩,৪১,৮১০টি।

৫.৩.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভূমি জরিপ ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসনের অনুমোদনক্রমে প্রণয়নের মাধ্যমে সকল শূন্য পদ পূরণ করে এবং প্রশিক্ষিত করে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অনলাইন রিভিশনাল সেটেলমেন্ট খতিয়ান (RSK) সিস্টেম তৈরি করা। ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরের বিদ্যমান সীমানা পিলার পুনর্নির্মাণ/মেরামতের যৌথ কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া। সীমানা নির্ধারণ কাজে GNSS (Global Navigation Satellite System) এর ব্যবহার এবং স্ট্রিপ ম্যাপ হালনাগাদ করার জন্য HRSI (High Resolution Satellite Imagery) ব্যবহার করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। এতদ্ব্যতিত তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ যুগোপযোগী ধারণা যেমন-সুশাসন, ই-গর্ভনেন্স, গণখাতে ক্রয়নীতি, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরী করা ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা। ২০২০-২১ মেয়াদে জুডিসিয়াল সার্ভিস এবং বিসিএস ক্যাডারভুক্ত মোট ১৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করণ, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণের স্থায়ী একাডেমী নির্মাণ, ভূমি ভবন, আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। ভূমি রেকর্ড ও সার্ভে ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পে জিওবি খাতে ১২১৫৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৩.৮ অডিট আপত্তি

অধ্যায় ৪-এর টেবিল ৪.২৫-এ দ্রষ্টব্য

ছবি ৫.৬: ১২৩তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত অফিসার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ওটিআই) মসজিদ সংলগ্ন মাঠে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে ক্যাডার এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের ১২৩তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি আধুনিক ভূমি জরিপ যন্ত্রাদি পরিদর্শন করেন।

ছবি ৫.৭: বাংলাদেশ-ভারত ৩য় যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড সার্ভে ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল মোঃ তসলীমুল ইসলাম, এনডিসি এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সার্ভেয়ার জেনারেল লে. জেনারেল গিরিশ কুমার, ভিএসএম নিজ নিজ দেশের পক্ষে বাংলাদেশ-ভারত ৩য় যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করছেন।

ছবি ৫.৮: নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. মাসে রৌমারী, কুড়িগ্রাম সীমান্তে যৌথ পরিদর্শন

ছবি ৫.৯: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৫.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)

৫.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৭ সালে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দফায় কর্মসূচির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর। শুরুতে গণভবন, শেরেবাংলানগর, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে কর্মসূচির মেয়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। কর্মসূচির মেয়াদ পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" কে স্থায়ী রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" ০১-০৬-১৯৯৩ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়ে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামকরণ হয়। সে সময় থেকে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ভবন ৩/এ নীলক্ষেত, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫ এ পরিচালিত হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এর নিজস্ব ভবন, নীলক্ষেত, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- ভিশন: বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন।
- মিশন: ভূমি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত মানবসম্পদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গতিশীল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৫.৪.৩ কার্যাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সগুলো নিম্নরূপ:

১) উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/এলএ/শিক্ষা ও আইসিটি) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পদায়নের পূর্বে ভূমি ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।এটি৩০ (ত্রিশ) দিন মেয়াদী কোর্স হিসেবে অনুমোদিত আছে।

৩) ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আর.ডি.সি, জিসিও এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের সহকারী পুলিশ সুপারগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৪) ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

৫) বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা ও/ কর্মচারীগণের (কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, নামজারি সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, রাজস্ব সহকারী, অফিস সহকারী) জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৬) বেসিক কম্পিউটার কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর / সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৭) জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে “ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স” নামে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার ও অফিস সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ১ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এছাড়া কেন্দ্র কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:-

(ক) কোর্সকে যুগোপযোগী করার জন্য নতুন বছরের শুরুতে কোর্স কারিকুলাম রিভিউ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

খ) এসডিজিসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে গোলটেবিল আলোচনা/সেমিনার আয়োজন করা হয়।

গ) ডিসট্যান্ট লার্নিং: বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কালে যেসব বিষয়ে উপযুক্ত বক্তা পাওয়া যায়না সেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কতিপয় বিষয়ে সেশন নেয়া হয়ে থাকে।

৫.৪.৪ **জনবল**

টেবিল ৫.৭: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	
১-৯ গ্রেড			**১-৯ গ্রেড (ক্যাডার)**	**১-৯ গ্রেড (নন-ক্যাডার)**
১	পরিচালক	১	১	--
২	উপ-পরিচালক	২	১	--
৩	সহকারী পরিচালক	৫	৩	২
৪	প্রকাশনা কর্মকর্তা	১	--	--
৫	সহকারী প্রোগ্রামার	১	--	১
১০ গ্রেড				
৬	হোস্টেল সুপার	১	১	
১১-১৬ গ্রেড				
৭	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	১	১	
৮	প্রধান সহকারী	১	১	
৯	হিসাব রক্ষক	১	১	
১০	কম্পিউটার অপারেটর	১	১	
১১	লাইব্রেরী সহকারী কাম-ক্যাটালগার	১	১	
১২	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পি. অপারেটর	১	১	
১৩	নাজির কাম ক্যাশিয়ার	১	১	
১৪	গাড়ীচালক	১	১	
১৫	অফিস সহকারী-কাম-কম্পি. মুদ্রাক্ষরিক	৩	২	
১৬	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	
১৬-২০ গ্রেড				

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
১৭	ক্যাশ সরকার	১	১
১৮	অফিস সহায়ক	৬	৫
১৯	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২
২০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১
	আউটসোর্সিং		
২১	প্লাম্বার	০১	০১
২২	লিফট ম্যান	০১	০১
২৩	বাবুর্চি	০১	০১
২৪	ক্লাস এটেনডেন্ট	০২	০২
২৫	সহকারী বাবুর্চি	০১	০১
২৬	নিরাপত্তা প্রহরী	০১	০১
২৭	হোস্টেল বয়	০২	০২
	সর্বমোট =	৪২	৩৮

সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত উপরোক্ত ৪২ জন ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অতিরিক্ত ১৫ টি পদে (১৭তম হতে ২০তম গ্রেড) অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে (স্মারক নং-০৭.১৫২.০০০.৩১.০০.০০০.(ভূমি-৮).৯৮-৩১৫, তাং ০২/০২/২০২০) আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০১৮ মোতাবেক আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বছর ৬০ জনঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫.৪.৬ ২০২০-২১ কার্যক্রম

ক) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ৫.৮: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ অর্জন

ক্র:নং	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা মোট
০১	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ উপ-ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	১০৯৯
০২	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসি ল্যান্ড/ আরডিসি/ এলএও/ এএলএও/ এএসপি	৩০২
০৩	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কানুনগো/সার্ভেয়ার	১৭৯
০৪	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিস সহকারী/ নামজারী সহকারী	৪৯০
০৫	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউএনও/ এডিসি (রাঃ)/ এডিসি (এলএ)	২১৪
	মোট =	২২৮৪ জন

খ) প্রশিক্ষণ ছাড়াও যেসব বিষয়ে যেসব বিষয়ে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে

১) উদ্ভাবন বিষয়ক ১ দিনের কর্মশালা এবং ২ দিনব্যাপী ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

২) বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে ২টি কোর্স কারিকুলাম রিভিউ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

৩) কেন্দ্রে ০৪ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৪.৬.১ বিশেষ উদ্ভাবনী

১) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এস এম এস প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর পূর্বে অনলাইন নিবন্ধন ও কোর্স নির্দেশিকা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

চার্ট ৫.১: বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি অনুসারে অর্জন (প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা)

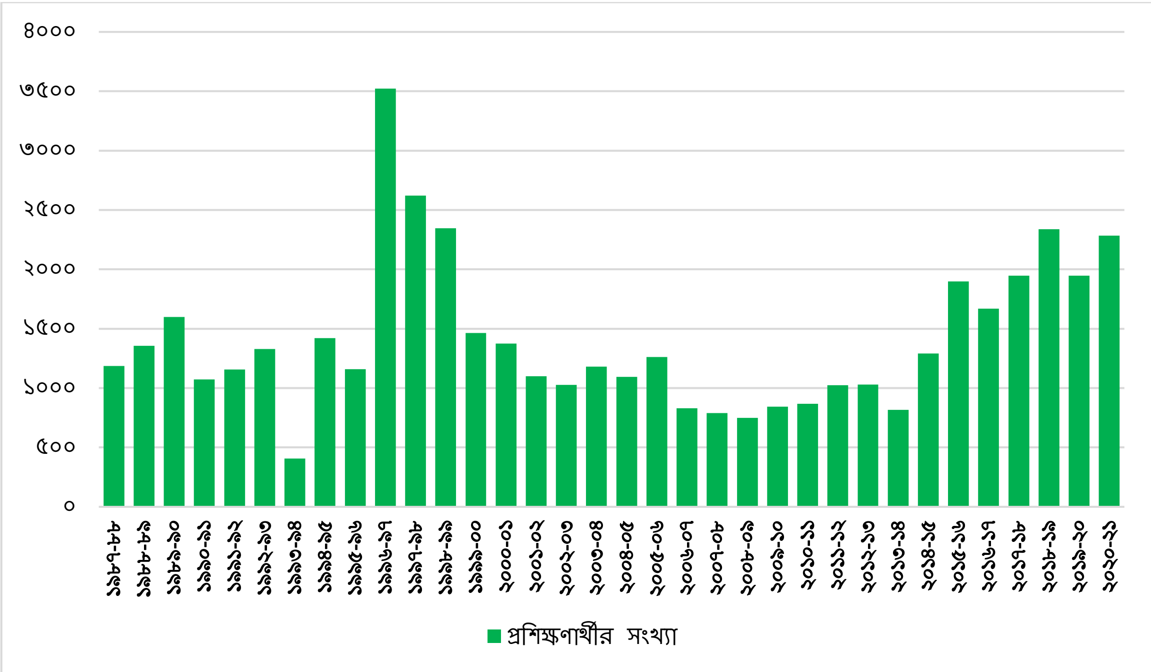

<u>৫.৪.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা</u>

<u>ক) প্রশিক্ষণসংক্রান্ত</u>

১. প্রতি অর্থবছর কেন্দ্রে ১৫০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. প্রতি অর্থবছর বিভাগীয় পর্যায় ঢাকা ব্যতীত ৭ বিভাগে ১২০০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩. প্রতি অর্থবছর জেলা পর্যায়ে ৫০০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪. Zoom Apps-এর মাধ্যমে অনলাইনে ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. ঢাকা ব্যতীত ৭টি বিভাগে "বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন।

খ) অবকাঠামো ও উন্নয়ন সংক্রান্ত

১. "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমী আইন" প্রণয়ণপূর্বক ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমিতে" রূপান্তর করা।

২. দেশের এবং দেশের বাইরের সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে একাডেমিকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর, যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে।।

৩. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধা ৮৫ জন থেকে ১২০ জনে উন্নীতকরণ।

গ) তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত

১. ই-লাইব্রেরী স্থাপন।

২. ১টি ব্যাকআপ সার্ভার স্থাপন।

৩. অতিথি বক্তা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা।

৪. ডরমিটরি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা।

৫. Zoom Apps-এর পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।।

৫.৪.৮ **অডিট আপত্তি**

কোন অডিট আপত্তি নেই।

ছবি ৫.১০: ২০তম বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স অনুষ্ঠিত

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ২০তম বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে অংশগ্রহণকারী সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণ কে সনদপত্র প্রদান করেন জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়। ।

ছবি ৫.১১: কারিকুলাম রিভিউ কর্মশালা ২০২১
১৩ মার্চ ২০২১ তারিখে

ছবি ৫.১২: এলএটিসি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের ইন্দোনেশিয়ার ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন
এলএটিসি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের ইন্দোনেশিয়ার 'মিনিস্ট্রি অফ এগ্রারিয়ান অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পেশিয়াল প্ল্যানিং' পরিদর্শনের সময় ব্রিফিং এ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মো: আব্দুল হাই। সাথে আছেন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম সংস্থা 'ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ এগ্রারিয়ান ল রিলেশনস' এর সচিব আসকানি (সর্বডানে)।

৫.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর

৫.৫.১ পটভূমি

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায় এবং মধ্য স্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষণার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থবছর ওয়ারী অডিটকার্য পরিচালনার ব্যাপারে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক অপারগতা প্রকাশ করলে তৎকালীন বোর্ড অব রেভিনিউ ও রাজস্ব বিভাগ, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এবং অর্থ বিভাগ এর সাথে পরামর্শক্রমে অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision): দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission): দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি যথাযথ খাতে জমা প্রদান, অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয় রোধ করা এবং সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

৫.৫.৩ কার্যাবলী

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ডসহ রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত অফিসসমূহের অর্থবছরওয়ারী আয়-ব্যয় এর নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করে থাকে:

১. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ ;

২. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ ;

৩. ভূমি সংস্কার বোর্ড এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহ ;

৪. ভূমি আপীল বোর্ড ;

৫. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ;

৬. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ; এবং

৭. কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ) এর কার্যক্রম।

৫.৫.৪ জনবল

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের পদওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

টেবিল ৫.৯: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের জনবল

নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা	বিদ্যমান পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
১	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	০১	০১	-
২	সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১০	০৯	০১
৩	হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব)	৭৭	৭২	০৫
৪	নিরীক্ষক (রাজস্ব)	৯০	৭১	১৯
৫	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-
৬	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২০	১১	০৯
৭	গাড়ীচালক	০১	০১	-
৮	অফিস সহায়ক	৭৯	৭২	০৭
সর্বমোট =		২৭৯টি	২৩৮	৪১

৫.৫.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ১৭০ (একশত সত্তর)জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অডিট ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার, প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ৩য় শ্রেণির অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০১(এক) জন কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।।

৫.৫.৬ ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্ব খাতভুক্ত ৪৪৯৮টি অফিসের নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন শেষে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০০৫টি রিপোর্ট দাখিল করা হয়। উক্ত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ বিভাগওয়ারী নিম্নরূপ :

টেবিল ৫.১০: ২০২০-২১ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ	রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ
১.	ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	২২,২৫,৬৪৩/-	১,৪৭,০৮,৪২১/-
২.	ময়মনসিংহ বিভাগ,ময়মনসিংহ	৯,৮১,৮৩৮/-	৬১,৫৮,৩৪১/-
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা	৩৬,০১,৫৩৯/-	১৫,৮৩,৭২৮/-
৪.	সিলেট বিভাগ, সিলেট	২,০৫,১০৮/-	৭,৭২,৭৭১/-
৫.	রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	৪৯,৪৩,৩১৫/-	৩০,৪৬,৪৭৬/-
৬.	রংপুর বিভাগ, রংপুর	২২,৬২,২১৯/-	১,৫৩,৬১২/-
৭.	বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	৩,৮৩,৫০১/-	৯,৮৬,৪৩৫/-
৮.	খুলনা বিভাগ, খুলনা	১৫,৯৬,৬৯০/-	১,৬৬,৩০৪/-
	মোট	**১,৬১,৯৯,৮৫৩/-**	**২,৭৫,৭৬,০৮৮/-**

৫.৫.৭ **ভবিষ্যৎ** পরিকল্পনা

অডিট রিপোর্ট যথাসময়ে দাখিল এবং অডিট আপত্তির জবাব নূন্যতম সময়ের মধ্যে পাওয়ার লক্ষ্যে অনলাইনে অডিট রিপোর্ট দাখিলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ ই-ফাইলিং সিস্টেমের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান।

৫.৫.৮ অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তি

জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত ম্যানেজমেন্ট, সেটেলমেন্ট এবং ভি,পি হিসাবসমূহের অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তির সংখ্যা নিম্নরূপ:

টেবিল ৫.১১: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অডিট আপত্তি

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তির সংখ্যা (বকেয়াসহ)	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ
১	৫৫০০	৩২৯৩	৪,৮১,১১,৬৯৩/-

টেবিল ৫.১২: ২০২০-২১ অর্থবছরসহ বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির উপাত্ত

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তির সংখ্যা (বকেয়াসহ)	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমান	
			আত্মসাৎকৃত	রাজস্ব ক্ষতি
১	২০১৬-১৭	১২৩১	৯১,৬০,২০৮.০০	২,৯২,৯৭,১৩৫.০০
২	২০১৭-১৮	১২৩৯	১,৫৮,৬৬,৯১২.৩৫	৭২,১৩,২৬,৮৫৩.৬৭
৩	২০১৮-১৯	১২৪৫	১,৭১,২০,৬৮৯.০০	২৩৮,১৮,২৩,৯৫৮.০০
৪	২০১৯-২০	১২৪৭	৩,৯৬,৯৫,৮৯১.০০	৫,৯৬,৩৯,৩৭৪.০০
৫	২০২০-২১	১২৪৭	১,১৮,৬৫,৫৪৬.০০	২,৭৫,৫১৭৩৮.০০

চার্ট ৫.২: বছরওয়ারী আত্মসাৎকৃত ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ

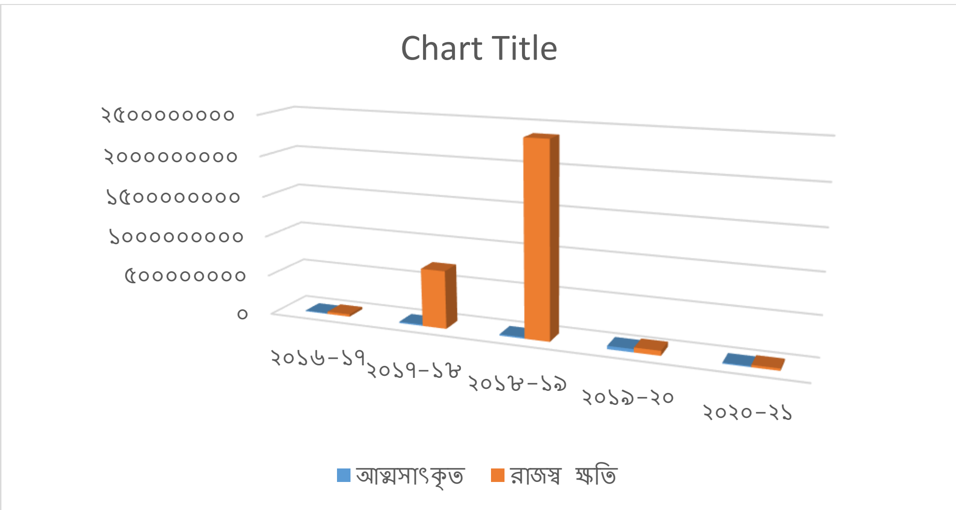

ছবি ৫.১৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাঝে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধ কার্যক্রমের ফটোগ্যালারি

চিত্র ৬.১: পিতার পক্ষে ভূমিমন্ত্রীর স্বাধীনতা পুরস্কার গ্রহন
২০ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী তাঁর মরহুম পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান চৌধুরীর পক্ষে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার গ্রহণ করেন

চিত্র ৬.২: দুবাইয়ে পুঁজিবাজার শীর্ষক রোডশোতে ভূমিমন্ত্রী
৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সম্ভাবনা শীর্ষক রোডশো উদ্বোধন করেন

চিত্র ৬.৩: ভারতীয় হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় মান্যবর হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী ৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র ৬.৪: দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেয়ান ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র ৬.৫: নৌ বাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বাংলাদেশ নৌ বাহিনী প্রধান এডমিরাল মোহাম্মদ শাহীন ইকবাল ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র ৬.৬: বিজিবি মহাপরিচালকের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বর্ডার গার্ড-বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলাম ১২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র ৬.৭: ভূমিমন্ত্রী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মহড়া প্রদর্শন করেন

১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে মিসাইল ফ্রিগেট বানৌজা বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া ‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২০’-এর সমাপনী দিবসের মহড়াসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। এসময় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রধান অতিথি জাহাজে এসে পৌঁছালে নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল জাহাজে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

চিত্র ৬.৮: এলিভেটর ড্যামর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী

১৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বরুমচড়া ইউনিয়নের ভরাশঙ্ক খালে দেশের প্রথম হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

চিত্র ৬.৯: ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বিতর্ক প্রতিযোগিতা

৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ঢাকার তেজগাঁওস্থ এফডিসির মিলনায়তনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে 'ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা' বিষয়ে এক ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৬.১০: ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যানের অবসর

চিত্র ৬.১১: ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যানের যোগদান

৩ জানুয়ারি ২০২১ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী-এঁর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে ভূমি সগস্কার বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মো: মোস্তফা কামালকে ফুলেল স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী।

চিত্র ৬.১২: ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যানের অবসর

চিত্র ৬.১৩: ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যানের যোগদান

১ মার্চ ২০২১ তারিখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান উম্মুল হাছনা-এঁর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে ভূমি আপীল বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মো: মোকাব্বির হোসেনকে ফুলেল স্বাগত জানানো হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৬.১৪: অতিরিক্ত সচিব মো: আতাউর রহমান-এর অবসর

৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: আতাউর রহমান-এঁর অবসর উপলক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ বিদায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

চিত্র ৬.১৫: মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার প্রধানমন্ত্রীর অনুদান লাভ

২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মঞ্জুরকৃত প্রশাসনিক কর্মকর্তা বেগম সালেহা আক্তার-এঁর স্বামীর চিকিৎসায় অর্থ নির্বাহের নিমিত্ত ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদানের চেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা বেগম সালেহা আক্তারের হাতে চেক তুলে দেন।

পরিশিষ্ট ক

Allocation of Business of Ministry of Land

1[30] MINISTRY OF LAND

1. Rights in and over land and water and laws regarding land tenure excluding management of tank and other closed fisheries up to the area of 20 acres and fisheries which are under development scheme and such other fisheries which will be included in future in the development scheme of the Ministry of Fisheries and Livestock.
2. State acquisition and management.
3. Transfer, alienation of Government land, devolution of land by escheat and otherwise.
4. Constitution, organisation, jurisdiction and power of land procedure in rent and revenue courts and fees taken therein.
5. Disposal of Government land and alienation of land revenue.
6. Residences of officers employed in Settlement and Khasmahal work.
7. Demarcation of boundaries.
   [2][7A. Repairs and maintenance of boundary marks.]
8. Assessment and collection of land revenue and rents.
9. Maintenance of land records, survey for revenue purpose and record-of-rights and survey and settlement operations.
10. Management of government land.
11. Waste land.
12. Court of Wards and encumbered and attached estates.
13. Revenue sales.
14. Certificate procedure under Public Demands Recovery Act.
15. Land revenue, tauji and accounts.
16. Road and public works cess, education cess and local rates.
17. Alluvial lands.
18. Establishments relating to settlement, khasmahal, partition and road cess, and local rates, valuation and revaluation offices.
19. Loans to land holders and other notables.
20. Treasury troves, escheats and revenue agents.
21. Recovery of loans.
22. State purchase operation.
23. Requisition and compulsory acquisition of land.
24. Reclamation and colonisation of waste land in general.

25. Pre-1947 compensation claims.
26. Vested and non-resident property.
27. Unclassed state forest.
28. Miscellaneous revenue matters not administered by any other Ministry/Division.
29. Secretariat administration including financial matters.
30. Administration and control of sub-ordinate offices and organisations under this Ministry.
31. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry
32. All laws on subjects allotted to this Ministry.
33. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
34. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

1Amended vide S.R.O. No. 231-law/2008-CD-4/5/2008, Dated 24 July 2008.

[2] Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/16/89-Rules (Part-2)/106, Dated 23 September 1999.

পরিশিষ্ট খ

Ministry Of Land in SDG Mapping

Ministry Of Land's Responsibility in achieving SDG as per SDG Mapping designed by the General Economics Division (GED) of Bangladesh Planning Commission and endorsed by SDGs Implementation and Monitoring Committee, Prime Minister's Office.

Ministry of Land is one of the 'Co-Lead' ministries in achieving the following target:

- 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

Ministry of Land is an 'Associate Ministry' in achieving the following targets:

1. 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
2. 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment
3. 2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality
4. 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws
5. 9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

6. 11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
7. 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities
8. 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
9. 15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
10. 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
11. 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
12. 15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development

পরিশিষ্ট গ

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ

১। ভূমি মন্ত্রণালয় - minland.gov.bd

(ক) জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd

(খ) ভূমি অধিকার প্রতিকার ব্যবস্থাপনা - hotline.land.gov.bd

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয় – ই লাইব্রেরি (ই বুক পোর্টাল) - ebook.minland.gov.bd

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম - www.facebook.com/minland.gov.bd

২। ভূমি সংস্কার বোর্ড - www.lrb.gov.bd

৩। ভূমি আপীল বোর্ড - www.lab.gov.bd/

(ক) ভূমি কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম - 137.59.48.75/blabdev/default.aspx

(খ) ভূমি আপীল বোর্ড ই লাইব্রেরি - 137.59.48.75/librarydev

৪। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর - www.dlrs.gov.bd

(ক)ডিজিটাল রেকর্ডরুম - http://drr.land.gov.bd/

৫। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - www.latc.gov.bd

৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর - www.coa-revenue.gov.bd

*জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো – 'land.gov.bd' এর এন্ড্রয়েড এপ '**ভূমিসেবা (VumiSeba)**' গুগল প্লে স্টোরে আছে।

** জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd এ ই-নামজারি ও আর এস খতিয়ান সহ যাবতীয় ভূমি সেবা সমূহ পাওয়া যায়।

ভূমি সেবা হটলাইন – ১৬১২২

ভূমি মন্ত্রণালয়

হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা...

ইউএন পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত মন্ত্রণালয়